এইচ এস সি পৌরনীতি ও সুশাসন

অধ্যায়-২: পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

প্রশ্ন ▶ ১ 'ঘ' রাষ্ট্রের স্বাধীনতার দুই যুগ পর প্রথম সাধারণ নির্বাচনে একটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়ে বিজয়ী হয়। কিন্তু সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় বিজয়ী দলের নেতা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। *[সকল বোর্ড ২০১৮ । প্রশ্ন নং ৫]*

ক. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কার দ্বারা নির্বাচিত হন? ১

খ. শাসন বিভাগ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোনো নির্বাচনের সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নির্বাচন বস্তুতপক্ষে রাষ্ট্রটির রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটায়- বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সংসদ সদস্যদের দ্বারা অর্থাৎ পরোক্ষ পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন।

খ শাসন বিভাগ বলতে বোঝায় সরকারের সে বিভাগকে যে বিভাগ দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করে।

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে শাসন বিভাগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শাসন বিভাগই সরকারের আসল চালিকা শক্তি। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীদের নিয়ে শাসন বিভাগ গঠিত হয়। শাসন বিভাগের কাজ হলো আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের বাস্তবায়ন করা।

গ উদ্দীপকের নির্বাচনের সাথে আমার পঠিত ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সাদৃশ্য রয়েছে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হলেও দেশটির জাতীয় পরিষদের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালের ৭ ও ৮ ডিসেম্বর। উক্ত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ জাতীয় পরিষদের মোট ৩১৩টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। অন্যদিকে, পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশের মধ্যে পিপিপি মোট ৮৩টি আসন পায়। আওয়ামী লীগের এ বিজয় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতা হারানোর ভীতি ছড়িয়ে দেয়। ফলে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর থেকে তারা নতুন ষড়যন্ত্র শুরু করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাদের ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ঘ' রাষ্ট্রের স্বাধীনতার দুই যুগ পর প্রথম সাধারণ নির্বাচনে একটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় বিজয়ী দলের নেতা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। যা আমার পঠিত ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নির্বাচন অর্থাৎ ১৯৭০ সালের নির্বাচন বস্তুতপক্ষে পাকিস্তান রাষ্ট্রটির রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটায়।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালির স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব বিজয় পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর সুদীর্ঘ ২৫ বছরের অত্যাচার, নিপীড়ন ও শোষণের হাত থেকে বাঙালির স্বাধিকার এবং মুক্তি লাভের দাবিরই বহিঃপ্রকাশ।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে টালবাহানা শুরু করে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেও তা আবার অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়। এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সমগ্র পূর্ব বাংলায় হরতালের ডাক দেন। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে তার ভাষণে তিনি স্বাধীনতার ডাক দেন।

১৯৭১ সালের ২ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন চলে। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঢাকাসহ অন্যান্য শহরগুলোতে হাজার হাজার নিরীহ, নিরস্ত্র বাঙালিকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এ ঘোষণার সাথে সাথে বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

উপরের আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নির্বাচন অর্থাৎ ১৯৭০ সালের নির্বাচন প্রকৃতই পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটায়।

প্রশ্ন ▶ ২ 'ক' রাষ্ট্রের সরকার মাত্র ৩ ভাগ লোকের ভাষাকে রাষ্ট্রের একমাত্র মাতৃভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে জনগণ আন্দোলনে নামে এবং জীবন দিয়ে তা প্রতিরোধ করে। *[সকল বোর্ড ২০১৮ । প্রশ্ন নং ২]*

ক. ছয়দফা কী? ১

খ. যুক্তফ্রন্ট বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোনো ঐতিহাসিক আন্দোলনের সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত আন্দোলন স্বাধীনতার সূত্রপাত করে- বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ছয়দফা হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঘোষিত বাঙালির অধিকার আদায়ের ৬টি দাবি সংবলিত একটি কর্মসূচি।

খ যুক্তফ্রন্ট বলতে ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী একটি রাজনৈতিক জোটকে বোঝায়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে পরাজিত করার লক্ষ্যে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণের পরিকল্পনা করে। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে 'যুক্তফ্রন্ট' জোট গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। এ জোট চারটি রাজনৈতিক দল নিয়ে গঠিত হয়। দলগুলো হলো- আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নেজাম-ই-ইসলামি পার্টি এবং গণতন্ত্রী দল। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল নৌকা।

গ উদ্দীপকের সাথে আমার পঠিত ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের সাদৃশ্য রয়েছে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই দেশটির রাষ্ট্রভাষা কী হবে তা নিয়ে মতবিরোধ শুরু হয়। সে সময় পাকিস্তানের মোট জনগোষ্ঠীর শতকরা ৫৬ ভাগ লোকের মুখের ভাষা ছিল বাংলা। অথচ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র ও তরুণ সমাজ তাদের এ

Teachmybd24.com

ঘোষণার প্রতিবাদ জানায় এবং তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তারা পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনের ঘোষণা দেয়। এ কর্মসূচিকে বানচাল করার জন্য শাসকগোষ্ঠী ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে। মিছিলে পুলিশ গুলি করলে শহিদ হন জব্বার, বরকত, সালাম, রফিকসহ আরো অনেকে। ফলে এ আন্দোলন আরো বেগবান হয়। এ আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের সরকার মাত্র ৩ ভাগ লোকের ভাষাকে রাষ্ট্রের একমাত্র মাতৃভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে জনগণ আন্দোলনে নামে এবং জীবন দিয়ে তা প্রতিরোধ করে। তাদের এ আন্দোলন ও প্রতিরোধ কর্মসূচির সাথে বাঙালির ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে আলোচিত আন্দোলন অর্থাৎ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূত্রপাত করে।

পাকিস্তানের মোট জনগোষ্ঠীর শতকরা ৫৬ ভাগ লোকের মুখের ভাষা ছিল বাংলা। তবুও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর প্রতিবাদে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ২০ ফেব্রুয়ারি বিকেল থেকে ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে। মিছিলে পুলিশের গুলিতে জব্বার, বরকত, সালাম, রফিকসহ আরো অনেকে শহিদ হন। এ আন্দোলনই বাঙালি জাতির ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন নামে খ্যাত।

উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রের সরকার মাত্র ৩ ভাগ লোকের ভাষাকে রাষ্ট্রের একমাত্র মাতৃভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে জনগণ আন্দোলনে নামে এবং জীবন দিয়ে তা প্রতিরোধ করে। তাদের এ আন্দোলন ১৯৫২ সালের বাঙালির ভাষা আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ভাষা আন্দোলনের চেতনাই পরবর্তীকালে বাঙালির প্রতিটি গণ-আন্দোলনে প্রেরণা যোগায় এবং রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির পথকে সুগম করে। ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে স্বাধিকারের প্রশ্নে পূর্ব বাংলার মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়। আর এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করে। বিশ্ব মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের। তাই বলা যায়, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূত্রপাত করে।

প্রশ্ন ▶৩ 'খ' রাষ্ট্রের অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতাকে গ্রেফতার করে দীর্ঘদিন বিনা বিচারে কারাগারে রাখার পর ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা দায়ের করায় জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এক পর্যায়ে সরকার মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে জনপ্রিয় নেতাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

[সকল বোর্ড ২০১৮ | ৩নং প্র]

ক. মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? ১

খ. ভাষা আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে বেগবান করে- বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ।

খ ভাষা আন্দোলন বলতে বোঝায় বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার দাবিতে সংঘটিত গণআন্দোলন।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের স্বাধীনতার পরপরই দেশটির রাষ্ট্রভাষা কি হবে তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-জনতা প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে এবং রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। এ আন্দোলনে সালাম, বরকত, রফিক, সফিকসহ আরো অনেকে শহিদ হন। এ আন্দোলনই ভাষা আন্দোলন নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকের ঘটনার সাথে পাকিস্তানের অন্যতম আন্দোলন ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সাদৃশ্য রয়েছে।

আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালে ক্ষমতা দখল করার পর পাকিস্তানে সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পূর্ব বাংলার জনগণের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে উপেক্ষা করেন। ৬ দফা আন্দোলনকে ব্যর্থ করার জন্য ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে আইয়ুব সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এক নম্বর আসামী করে ৩৫ জন বাঙালি সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তির নামে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। উক্ত মামলায় বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। এই মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং আইয়ুব খানের পদত্যাগ, ১৯৬২ সালের সংবিধান বাতিল, 'এক ব্যক্তি এক ভোটের' ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ব বাংলার জনগণ সর্বাত্মক গণআন্দোলন গড়ে তোলে। এই আন্দোলনই '৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান নামে খ্যাত। গণআন্দোলনে ভীত হয়ে আইয়ুব সরকার বঙ্গবন্ধুসহ অন্য বন্দিদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

উদ্দীপকের বর্ণনায়ও দেখা যায়, 'খ' রাষ্ট্রের অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতাকে গ্রেফতার করে দীর্ঘদিন বিনা বিচারে কারাগারে রাখার পর ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা দায়ের করায় জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এক পর্যায়ে সরকার মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে জনপ্রিয় নেতাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। যা আমার পঠিত ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে বাঙালির ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান সাদৃশ্যপূর্ণ যা বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে বেগবান করে।

১৯৬৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণ তীব্র প্রতিবাদ জানায়। অল্পসময়ের মধ্যে এ প্রতিবাদ গণআন্দোলনে রূপ নেয়। গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ ও ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের নেতারা ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে অটল থাকে। এ সময় মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়ে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। এতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। গণআন্দোলন আরও তীব্র রূপ ধারণ করে এবং প্রশাসন অচল হয়ে পড়ে। এরূপ পরিস্থিতিতে আইয়ুব সরকার ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার এবং সব আসামিকে বিনা শর্তে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। গণঅভ্যুত্থানের ফলে ষড়যন্ত্রমূলক এ মামলার অবসান ঘটে এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

গণঅভ্যুত্থানের কারণে পূর্ব পাকিস্তানে বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিরাজ করে এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে অবনতির দিকে যেতে থাকে। তাই শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালে নির্বাচনের ঘোষণা দেন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় ১৯৭১ সালে পূর্ব বাংলায় অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা হয় যা মুক্তিযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান বাঙালির রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্তির পথ রচনা করে। এ আন্দোলনের মাধ্যমেই পূর্ব বাংলার জনগণ নিজেদের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সংগ্রাম করে এবং এর ফলে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

teachinbangla.com

প্রশ্ন ▶ ৪ ছকটি দেখো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

[ঢা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৭]

ক. ১৯৫৮ সালে কে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন? ১

খ. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে কোন নির্বাচনের ইঙ্গিত রয়েছে? উক্ত নির্বাচনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উক্ত নির্বাচনে কোন জোট জয়লাভ করে এবং তাদের বিজয়ের কারণসমূহ আলোচনা কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের তদানিন্তন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন।

খ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বলতে ২১ ফেব্রুয়ারিকে বোঝায়। বাঙালি জাতির ইতিহাসে এ দিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও স্মরণীয় একটি দিন।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য বাঙালি জীবন দিয়েছিল। ভাষার জন্য বাঙালির এ মহান আত্মত্যাগকে মূল্যায়ন করে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। ২০০০ সাল থেকে জাতিসংঘভুক্ত সবগুলো দেশে প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে।

গ উদ্দীপকে ১৯৫৪ সালের ঐতিহাসিক যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের ইঙ্গিত রয়েছে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন বাঙালি জাতিসত্তার প্রকাশ এবং মুসলিম লীগের অগণতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনসাধারণের প্রতিবাদের ক্ষেত্রে এক মাইলফলক। এ নির্বাচনের ফলাফল পূর্ব বাংলার মানুষকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও ন্যায্য অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ করে তোলে। উদ্দীপকে এ নির্বাচনেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকের ছকটিতে নির্বাচনি প্রতীক হিসেবে নৌকা, মোট আসন সংখ্যা ৩০৯ এবং ফলাফলের স্থানে প্রাপ্ত আসন সংখ্যা ২২৩ উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে এ বিষয়গুলো লক্ষ করা যায়। এ নির্বাচনে আওয়ামী মুসলিম লীগের (পরে নাম হয় আওয়ামী লীগ) নেতৃত্বে মোট চারটি দল মিলে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেছিল। জোটের অন্য তিন দল ছিল কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজাম-ই-ইসলামি ও গণতন্ত্রী দল। এর নির্বাচনি প্রতীক ছিল নৌকা। এ নির্বাচনে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ৩০৯ টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টিতে জয়ী হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া মুসলিম লীগ সাত বছরেই বাঙালিদের মধ্যে জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলায় নির্বাচনে তাদের ভরাডুবি হয়। পাকিস্তানের প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যরা ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। নিয়ম অনুযায়ী ১৯৫১ সালে পাকিস্তানের অন্যান্য প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলা অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে নানা অজুহাতে নির্বাচন বিলম্বিত করে। শেষ পর্যন্ত গণদাবির মুখে ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ (৮-১২ মার্চ) পূর্ব বাংলার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

ঘ উক্ত নির্বাচন অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট নামক জোট জয়লাভ করে।

উদ্দীপকের ছকটি ১৯৫৪ সালের নির্বাচনকে নির্দেশ করে। এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ব্যালট বিপ্লবের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করে। এ নির্বাচনে তাদের জয়লাভের পেছনে কয়েকটি কারণ বিদ্যমান ছিল।

জনপ্রিয়তা হারানো মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে মধ্য, বাম ও ইসলামপন্থি রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক শক্তি বেড়ে যায় এবং নির্বাচনে বিজয় সহজতর হয়। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা ভিত্তিক নির্বাচনি ইশতেহার ছিল পূর্ব বাংলার মানুষের অধিকারের দলিল। এতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো ছিল পূর্ব বাংলার জনগণের জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়। তাছাড়া বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের বিষয়টি ইশতেহারে প্রাধান্য পায়। এজন্য পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ২১ দফার প্রতি বিপুলভাবে সমর্থন জানায়। এর ফলেই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট অনন্য সাফল্য অর্জন করে। নেতৃত্বের যোগ্যতা ও দূরদৃষ্টিও যুক্তফ্রন্টের জয়ের অন্যতম কারণ ছিল। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী এবং এ.কে. ফজলুল হকের মতো সুযোগ্য ও জননন্দিত নেতৃবৃন্দ ছিলেন যুক্তফ্রন্টের পরিচালনার দায়িত্বে।

নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের পেছনে এদেশের ছাত্র ও তরুণ-যুব সমাজেরও বিশেষ ভূমিকা ছিল। মূলত তারাই সাধারণ মানুষের কাছে মুসলিম লীগের শোষণের চিত্র এবং যুক্তফ্রন্টের কল্যাণকামী কর্মসূচি প্রচার করে যুক্তফ্রন্টের প্রতি সমর্থন আদায় করে। তাছাড়া মুসলিম লীগ সরকারের দুর্নীতি, তাদের জনবিচ্ছিন্নতা, সাংগঠনিক দুর্বলতা প্রভৃতি যুক্তফ্রন্টকে বিজয়ী হতে সহায়তা করেছিল।

সবশেষে বলা যায়, যুক্তফ্রন্ট জোট এবং এর ইশতেহারের প্রতি জনগণ পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখেছিল। ফলে তারা ব্যালট বিপ্লবের মাধ্যমে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টকে বিজয়ী করে।

প্রশ্ন ▶ ৫ অনেক স্বপ্ন নিয়ে 'প্রত্যাশা' সমাজকল্যাণ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরু থেকেই বিভিন্ন বিষয়ে দায়িত্বশীলদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেওয়ায় সংস্থাটির কোনো গঠনতন্ত্র তৈরি করা সম্ভব হয়নি। দীর্ঘদিন পর একটি গঠনতন্ত্র তৈরি হলেও তা অল্প সময়ের ব্যবধানে বাতিল হয়ে যায়।

[রা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৪]

ক. যুক্তফ্রন্ট কী? ১

খ. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান সংবিধান প্রণয়নের সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনার মূলে ছিল 'সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অমিল'— পাকিস্তানের প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তফ্রন্ট হলো আওয়ামী মুসলিম লীগ (পরে নাম হয় আওয়ামী লীগ), কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজাম-ই-ইসলামি এবং বামপন্থী গণতন্ত্রী দলের সমন্বয়ে ১৯৫৪ সালে গঠিত একটি রাজনৈতিক জোট।

খ পাকিস্তানি শাসকচক্রের বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সালে সংঘটিত বাংলার মানুষের তীব্র আন্দোলনই উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত। ১৯৬৮ সালের নভেম্বরের ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করে এ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

সব শ্রেণির বাঙালির মধ্যে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের অভিন্ন দাবি ছিল স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের পদত্যাগ। তবে শিল্প শ্রমিক এবং নিম্ন ও মধ্য আয়ের পেশাজীবীদের কাছে এটি ধীরে ধীরে পাকিস্তানীদের শোষণ ও বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়। এ অভ্যুত্থান ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সর্ববৃহৎ গণজাগরণ। এর মধ্য দিয়ে আইয়ুব খান সরকারের পতন ঘটেছিল।

গ হ্যাঁ, উদ্দীপকের সাথে আমার পঠিত ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানি সংবিধান প্রণয়নের সাদৃশ্য আছে।

লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলেও শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদ থাকায় দেশটির সংবিধান

Teachingbd24.com

তৈরি করতে দীর্ঘ ৯ বছর লেগে যায়। দীর্ঘদিন পর সংবিধান তৈরি হলেও মাত্র দুই বছরের মাথায় তা বাতিল হয়ে যায়। পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের ঘটনার সাথে উদ্দীপকের প্রত্যাশা সমাজকল্যাণ সংস্থার গঠনতন্ত্র তৈরিরও মিল পাওয়া যায়।

পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদ সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৪৯ সালে 'আদর্শ প্রস্তাব' গ্রহণ করে। এছাড়া সংবিধানের মূলনীতি নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করে। এ কমিটি তিনজন প্রধানমন্ত্রীর সময়কালে তিনটি রিপোর্ট তৈরি করে। তবে কোনো রিপোর্টই আলোর মুখ দেখেনি। তাছাড়া ঐ সময়ে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ অযাচিতভাবে গণপরিষদের কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করতে থাকেন। ক্ষমতার দ্বন্দ্বের এক পর্যায়ে গোলাম মোহাম্মদ ১৯৫৪ সালের ২৪ অক্টোবর দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে গণপরিষদ বাতিল করেন। ১৯৫৫ সালের মে মাসে দ্বিতীয় গণপরিষদ গঠিত হয়। ১৯৫৬ সালের ৯ জানুয়ারি গণপরিষদে 'সংবিধান বিল' উত্থাপিত হয় এবং ফেব্রুয়ারি মাসে তা পাস হয়। ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ থেকে এ সংবিধান কার্যকর হয়।

উদ্দীপকের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, অনেক স্বপ্ন নিয়ে 'প্রত্যাশা' সমাজকল্যাণ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরু থেকে বিভিন্ন বিষয়ে দায়িত্বশীলদের মধ্যে মতভেদ থাকায় সংস্থাটির কোনো গঠনতন্ত্র তৈরি করা সম্ভব হয়নি। দীর্ঘদিন পর একটি গঠনতন্ত্র তৈরি হলেও তা অল্প সময়ের মধ্যে বাতিল হয়ে যায়। উদ্দীপকের এ সংস্থাটির গঠনতন্ত্র তৈরির সাথে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণয়নের স্পষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

খ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনা অর্থাৎ ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান সংবিধান প্রণয়নের দীর্ঘসূত্রিতা এবং তা অল্পসময়ের ব্যবধানে বাতিল হয়ে যাওয়ার মূলে ছিল 'সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অমিল'।

জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তান দুটি অংশে বিভক্ত ছিল। একটি অংশ ছিল পশ্চিম পাকিস্তান এবং অন্যটি ছিল পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলা(বর্তমান বাংলাদেশ)। এ দুই অঞ্চলের মধ্যে প্রায় ১২০০ মাইলের ভৌগোলিক দূরত্ব(ভারতের ভূখণ্ড) ছিল। তাই স্বাভাবিকভাবেই অঞ্চলদ্বয়ের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অনেক অমিল লক্ষ করা যায়। ইসলাম ধর্মের বন্ধন ছাড়া দুই অংশের অধিবাসীদের মধ্যে ভাষা, সংস্কৃতি, পোশাকপরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস এসব দিকে প্রায় কোনোই মিল ছিল না।

পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের পর পরই দেশটির পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে রাষ্ট্র ভাষার প্রশ্নে মতবিরোধ দেখা দেয়। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ বাঙালি হলেও উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার চক্রান্ত শুরু হয়। এ ছাড়া লাহোর প্রস্তাবের আলোকে পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রদেশগুলোকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়নি। বরং তৎকালীন পাকিস্তান সরকার প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের পদক্ষেপ নিয়েছিল। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনকামী ও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনের পক্ষাবলম্বনকারীদের মধ্যে বিরোধের ফলে গণপরিষদ সংবিধান প্রণয়নে দীর্ঘ সময় নিতে বাধ্য হয়।

কেন্দ্রীয় আইনসভায় বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি ছিল পাকিস্তান সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কিত বিষয়। মূলনীতি কমিটির প্রথম রিপোর্টে পূর্ব বাংলাকে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে কমসংখ্যক আসন দেওয়া হয়। এ কারণে বাঙালি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে।

সবশেষে বলা যায়, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, রাষ্ট্রের দুই অংশের মধ্যকার ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক দূরত্ব এবং অমিল পাকিস্তানের গঠনতন্ত্র তৈরির ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। যার ফলে সংবিধান তৈরির প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হয়।

প্রশ্ন ▶ ৬ 'ক' রাষ্ট্রের স্বাধীনতার পর থেকেই শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রের একটি অঞ্চলের জনগণের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ শুরু করে। শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয় এবং এক পর্যায়ে জনগণের প্রিয় নেতা শাসকগোষ্ঠীর কাছে কিছু দাবি উত্থাপন করেন। *[রা. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ৫; নায়েক স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর। প্রশ্ন নং ৩; পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. ছয়-দফা কর্মসূচি কী? ১

খ. আগরতলা মামলা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত ছয়-দফা কর্মসূচির কোনো সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কর্মসূচি ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ— বিশ্লেষণ করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক পূর্ব পাকিস্তানের (পরে স্বাধীন বাংলাদেশ) প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্য অবসানের লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে কর্মসূচি পেশ করেন তাই ছয়-দফা কর্মসূচি।

খ পাকিস্তান সরকার ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে তিনিসহ মোট ৩৫ জন বাঙালি সামরিক- বেসামরিক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করে তাই আগরতলা মামলা নামে পরিচিত।

মামলায় উল্লেখ করা হয়েছিল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও ঐ কর্মকর্তারা ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় সেদেশের সরকারের সাথে এক বৈঠকে পাকিস্তানকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র করেছেন। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং মওলানা ভাসানী পাকিস্তান সরকারের এ চক্রান্তের বিরুদ্ধে এবং মামলা প্রত্যাহার ও বঙ্গবন্ধুসহ সব বন্দির মুক্তির দাবিতে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলেন। গণ-আন্দোলনের মুখে আইয়ুব সরকার ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়।

গ উদ্দীপকের সাথে আমার পঠিত ১৯৬৬ সালের ছয় দফা কর্মসূচির সাদৃশ্য আছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ঐতিহাসিক ৬ দফা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। এর মাধ্যমে বাঙালির স্বাধিকারের দাবি একটি পরিণতি পায় এবং তাদেরকে স্বাধীনতার পথে চালিত করে। উদ্দীপকটি এই অসাধারণ কর্মসূচিরই ইঙ্গিত বহন করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের স্বাধীনতার পর থেকেই এর একটি অঞ্চলের জনগণ শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে বিভিন্ন বৈষম্যের শিকার হয়। ফলে তাদের মনে গভীর ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং তারা বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলে। এক পর্যায়ে তাদের জনপ্রিয় নেতা শাসকগোষ্ঠীর কাছে কিছু দাবি পেশ করেন। বঙ্গবন্ধুর উত্থাপিত ৬ দফা কর্মসূচির ক্ষেত্রে উদ্দীপকের এ ঘটনারই প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার (পূর্ব পাকিস্তানের) জনসাধারণের ওপর নানা অত্যাচার, অবিচার, শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতন শুরু করে। তারা বেসামরিক ও সামরিক চাকরি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, অর্থনীতিসহ সব ক্ষেত্রে পাহাড়সম বৈষম্য সৃষ্টি করে। বাঙালিরা একসময় এ বৈষম্য অবসানের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধিকারের দাবিকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে এক রাজনৈতিক সম্মেলনে ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি পেশ করেন। এককথায় এটি ছিল বাঙালির নায্য অধিকার আদায়ের সনদ। সুতরাং দেখা যায়, উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের শাসকদের কাছে উত্থাপিত কর্মসূচিটি মূলত ৬ দফা দাবিরই প্রতিচ্ছবি।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কর্মসূচি অর্থাৎ ছয় দফা কর্মসূচি ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ।

পাকিস্তানের স্বৈরশাসকদের শোষণ, নির্যাতন ও অবিচারের বিরুদ্ধে ছয় দফা ছিল একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। শোষিত বাঙালিদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ই ছিল এ আন্দোলনের লক্ষ্য। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা প্রথম লিখিতভাবে স্বায়ত্তশাসনের দাবি পেশ করে। পাকিস্তান সরকার এ দাবিকে কোনো গুরুত্ব দেয়নি। তবে এ অঞ্চলের জনগণ ক্রমেই ছয় দফার প্রতি সহানুভূতিশীল হতে থাকে। এর ফলে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত যা ছিল স্বায়ত্তশাসনের দাবি, ১৯৭১ সালে এসে তা স্বাধীনতার দাবিতে পরিণত হয়। ছয় দফা দাবিতে উজ্জীবিত হয়েই বাঙালি শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এর ধারাবাহিকতায়ই আমরা চূড়ান্ত মুক্তি বা স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছিলাম।

পরিশেষে বলা যায়, ছয় দফাকেন্দ্রিক আন্দোলনের পথ ধরেই জন্ম নিয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। এ কারণেই এ আন্দোলন বা কর্মসূচিকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয়।

প্রশ্ন ▶ ৭ 'ক' রাষ্ট্রের শাসকদের শোষণ-নির্যাতনের প্রতিবাদে জনগণ শুরু থেকেই ঐক্যবদ্ধ হয়। দীর্ঘ দুই যুগ পরে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনে জনগণ তাদের পছন্দের দলকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করে। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তর না করে শাসকগোষ্ঠী নতুন ষড়যন্ত্র শুরু করলে জনগণের প্রিয় নেতা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। *[রা. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের কয়টি আসনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে? ১

খ. ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নির্বাচন বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে— বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের ১৬৭টি আসনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে।

খ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে ১৯৭১ সালের ২ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পরিচালিত আন্দোলনই হলো অসহযোগ আন্দোলন।

১৯৭০ এর নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরে সামরিক সরকারের গড়িমসি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক দল পাকিস্তান পিপলস পার্টির সরাসরি অসহযোগিতার ফলে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। এ আন্দোলনের পরিণতিতে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় এবং নয়মাস যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

গ সৃজনশীল ১ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নির্বাচন অর্থাৎ ১৯৭০ সালের নির্বাচন বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে।

পাকিস্তানের রাজনীতিতে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের প্রভাব ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। নির্বাচনে পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব বিজয় সুদীর্ঘ চব্বিশ বছরের পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার, নিপীড়ন ও শোষণের হাত থেকে বাঙালি জাতির স্বাধিকার ও মুক্তি লাভেরই বহিঃপ্রকাশ। প্রকৃতপক্ষে সত্তরের নির্বাচনই বাঙালি জাতির ইতিহাসে সর্বপ্রথম স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। এর মাধ্যমেই বাঙালিরা প্রথমবারের মতো আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্বশাসনের সুযোগ লাভ করে। সত্তরের নির্বাচন আরও প্রমাণ করে, আওয়ামী লীগই জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয়ে আতঙ্কিত হয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে বাধা-বিপত্তির সৃষ্টি করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। তখন জনগণের মনোভাব বুঝতে পেরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। ফলে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ বাঙালি জাতি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তারা সর্বশক্তি দিয়ে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটায়। বলা বাহুল্য, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের অবিচল আস্থায় সমগ্র বাঙালি জাতি আত্মচেতনার ও স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। জনগণ দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করেছিল, একমাত্র আওয়ামী লীগই তাদের বাঁচার দাবি আদায় করতে সক্ষম হবে। বস্তুত ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় পরবর্তীকালে বাঙালিদের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা যুগিয়েছে। আর এ কারণেই বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বিজয় অর্জন করেছে এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছে।

পরিশেষে বলা যায়, বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ১৯৭০ সালের নির্বাচন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ৮ আফ্রিকা মহাদেশের একটি বৃহৎ রাষ্ট্র 'ক'। রাষ্ট্রটি দু'টি অংশে বিভক্ত। উত্তর অংশে গড়ে ওঠা একটি রাজনৈতিক দল ঐ অঞ্চলের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে এবং দক্ষিণ অংশে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক দলটি দক্ষিণ অংশের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। এ কারণে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে দল দু'টি অঞ্চলভিত্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। *[দি. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. আগরতলা মামলার আসামি কতজন ছিল? ১

খ. যুক্তফ্রন্ট বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের নির্বাচনের সাথে পাকিস্তানের কোন নির্বাচনের সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়? উক্ত নির্বাচনের ফলাফল ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নির্বাচন পাকিস্তানে জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে কী সমস্যা তৈরি করেছিল? বিশ্লেষণ করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক আগরতলা মামলার আসামি ছিল ৩৫ জন।

খ যুক্তফ্রন্ট বলতে পূর্ব পাকিস্তানের ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী একটি রাজনৈতিক জোটকে বোঝায়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব বাংলায় (পূর্ব পাকিস্তান) ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে মোকাবিলা করার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, এ. কে. ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রচেষ্টায় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো একটি জোট গঠন করে। ১৯৫৩ সালে গঠিত চারটি দলের এ জোটটিই 'যুক্তফ্রন্ট' নামে পরিচিত। জোটের দলগুলো হলো-১ আওয়ামী মুসলিম লীগ, ২. নেজাম-ই-ইসলামি পার্টি, ৩. কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও ৪. বামপন্থী গণতন্ত্রী দল।

গ উদ্দীপকের নির্বাচনের সাথে পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' দেশের উত্তর অংশের রাজনৈতিক দল ঐ অঞ্চলের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। অন্যদিকে দক্ষিণ অংশের রাজনৈতিক দলটিও কেবল সে অঞ্চলের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। এ কারণে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে দল দুটি অঞ্চলভিত্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ক্ষেত্রেও এমনটি দেখা যায়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) অংশের জনগণের মূল প্রতিনিধি ছিল আওয়ামী লীগ। আর তখন ঐ রাষ্ট্রের পশ্চিম অংশে বেশি জনপ্রিয় দল ছিল পাকিস্তান পিপলস পার্টি। পাকিস্তানের দুই অংশে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদ এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

Teachingbd24.com

নির্বাচনি ফলাফলে দেখা যায়, জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের ১৬২টি আসনে প্রার্থী মনোনয়ন দেয় এবং ১৬০টি আসনেই জয়লাভ করে। অবশিষ্ট ২টি আসনে নির্বাচিত হন পিডিপির নুরুল আমিন এবং নির্দলীয় প্রার্থী ত্রিদিব রায়। পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশে পিপিপি মোট ৮৩টি আসন পায়। আওয়ামী লীগ সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ জাতীয় পরিষদের মোট ৩১৩টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আর দলটির নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পিপিপি মোট ৮৮টি আসন পায়। অপরদিকে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে মোট ৩১০ (১০টি সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ) আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৯৮টি আসন পেয়ে একচেটিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। লক্ষ্যণীয় যে, এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যেমন পশ্চিম পাকিস্তানে ১টি আসনও পায়নি, পিপিপিও তেমনি পূর্ব পাকিস্তানে কোনো আসন পায়নি। এ তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' রাষ্ট্রের নির্বাচনটি পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নির্বাচন অর্থাৎ পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের নির্বাচন দেশটির জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে সংকট তৈরি করেছিল।
১৯৭০ সালের নির্বাচন অখণ্ড পাকিস্তান রাষ্ট্রের সর্বশেষ নির্বাচন। এ নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাঙালিরা তাদের নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য পৃথক পথ বেছে নিয়েছে। তারা আর পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের নিষ্পেষণমূলক শাসনে থাকতে রাজি নয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলকে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের প্রত্যাখ্যান করাকে কেন্দ্র করে দেশটিতে চরম অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। এর সমাপ্তি ঘটে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের মধ্য দিয়ে। পাকিস্তানি অগণতান্ত্রিক শাসকচক্রের অনড় অবস্থান ও ক্ষমতালিপ্সা এভাবেই দেশটির বিভক্তি ডেকে আনে।
১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক উভয় পরিষদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বিপুল বিজয় পায়। সে অনুযায়ী আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হওয়া ন্যায়সঙ্গত ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে বরং নতুন জাতীয় পরিষদের ৩ মার্চের নির্ধারিত অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। বাংলাদেশে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক ভাষণে বাঙালিদের স্বাধীনতার লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতির আহ্বান জানান। তার নির্দেশ অনুযায়ী দেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধুর সাথে ১৬-২৪ মার্চ প্রহসনের আলোচনায় বসেন। আলোচনার আড়ালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাঙালিদের বিরুদ্ধে গণহত্যার প্রস্তুতি নিতে থাকে। ২৫ মার্চ মধ্যরাতের দিকে ঢাকাসহ বিভিন্নস্থানে পাকিস্তানি সেনারা বর্বর হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। এ ঘটনার প্রেক্ষাপটেই ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু ওয়্যারলেসের মাধ্যমে প্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা প্রচার করেন।
তাই বলা যায়, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানি কায়েমি স্বার্থবাদী শাসকরা এদেশে হত্যাযজ্ঞ চালায়। এর পরিণতিতে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বিশ্বের মানচিত্রে জন্ম নেয় বাংলাদেশ নামের স্বাধীন রাষ্ট্র। সুতরাং উপরের আলোচনায় স্পষ্ট যে, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফল এবং সে ব্যাপারে পাকিস্তানের শাসকদের চরম অগণতান্ত্রিক ও স্বেচ্ছাচারী প্রতিক্রিয়া দেশটির জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে বিপর্যয় ডেকে এনেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৯ আবির যে রাষ্ট্রের বাসিন্দা সেটি ১৯৪৭ সালে আলাদা দু'টি ভূখণ্ড নিয়ে গঠিত হয়। রাষ্ট্রটি সৃষ্টির পর থেকে পশ্চিমাঞ্চলের কায়েমী স্বার্থবাদী মহল পূর্বাঞ্চলের প্রতি ক্রমাগত শোষণ, অবহেলা ও বৈষম্যমূলক নীতির আশ্রয় নেয়। যার ফলে পূর্বাঞ্চলের মানুষের মনে ক্রমাগত অসন্তোষের জন্ম নেয়। এ প্রেক্ষাপটে পূর্বাঞ্চলের এক জনপ্রিয় নেতা একটি দাবি পেশ করেন এবং ঘোষণা করেন উক্ত দাবিই হচ্ছে পূর্বাঞ্চলের মানুষের প্রাণের দাবি ও মুক্তির সনদ। *[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. লাহোর প্রস্তাব কে উপস্থাপন করেন? ১
খ. ভাষা আন্দোলন বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে পূর্ব পাকিস্তানের কোন রাজনৈতিক ঘটনার মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ঘটনা বাংলাদেশের স্বাধীনতার দ্বার উন্মুক্ত করে— বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।

খ ভাষার মর্যাদা রক্ষার্থে ১৯৫২ সালে পূর্ব বাংলার ছাত্র জনতা যে আন্দোলন করে তাই হলো ভাষা আন্দোলন।
পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পরপরই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষার ওপর আঘাত হানে। ১৯৫২ সালে তারা উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেয়। এই ঘোষণায় পূর্ব-বাংলার ছাত্র জনতা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে এবং আন্দোলন পরিচালনা করে। এ আন্দোলনে কয়েকজন ছাত্র শহিদ হন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সংঘটিত এই আন্দোলনই হলো ভাষা আন্দোলন।

গ উদ্দীপকের ঘটনার সাথে পূর্ব পাকিস্তানের ছয় দফা দাবির মিল আছে।
১৯৪৭ সালে বাঙালিরা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে মুক্ত হয়। এই মুক্তি তাদেরকে আর এক শাসকগোষ্ঠীর নির্যাতনের কবলে পতিত করে। এই নির্যাতন অর্থাৎ পাকিস্তানিদের শোষণের বিরুদ্ধে ছয় দফা ছিল একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। উদ্দীপকে এই পদক্ষেপটিরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।
উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত রাষ্ট্রটি আলাদা দুটি ভূখণ্ড নিয়ে গঠিত হয়। এ রাষ্ট্রটি সৃষ্টির পর থেকেই এর একটি অঞ্চল শাসকদের বৈষম্যের শিকার হয়। এরই প্রেক্ষিতে শোষিতরা একটি দাবি পেশ করে। ছয় দফা দাবির ক্ষেত্রেও এমন প্রেক্ষাপট লক্ষণীয়। ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এর পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্বাঞ্চলের জনগণের প্রতি নানা অত্যাচার, অবিচার, শোষণ-বঞ্চনা ও নির্যাতন শুরু করে। চাকরি, কৃষি, শিল্পসহ অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই তারা পাহাড়সম বৈষম্য তৈরি করে। পূর্ব বাংলার কাঁচামাল নিয়ে পাকিস্তানি শিল্পপতিরা উত্তরোত্তর ব্যবসার উন্নয়ন করে আর পূর্ব বাংলা অনুন্নতই থেকে যায়। এছাড়া ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ দেখা দিলে পূর্ব বাংলা অরক্ষিত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় বিভিন্ন বৈষম্য থেকে মুক্তির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা কর্মসূচি পেশ করেন। তিনি এ কর্মসূচিকে পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবি বলে অভিহিত করেন। সুতরাং দেখা যায়, উদ্দীপকের ঘটনা ছয় দফা আন্দোলনের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত ঘটনা অর্থাৎ ছয় দফা কর্মসূচি বাংলাদেশের স্বাধীনতার দ্বার উন্মুক্ত করে।
উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কর্মসূচি অর্থাৎ ছয় দফা কর্মসূচি ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। পাকিস্তানের স্বৈরশাসক গোষ্ঠীর শোষণ, নির্যাতন ও অবিচারের বিরুদ্ধে ছয় দফা ছিল একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এ আন্দোলন ছিল শোষকের হাত থেকে শোষিতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের হাতিয়ার।
১৯৬৬ সালের ছয় দফার মাধ্যমে বাঙালিরা প্রথম লিখিতভাবে স্বায়ত্তশাসনের দাবি পেশ করে। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, বাঙালিদের সাফল্য লাভ করার কৌশল বা সামর্থ্য আছে। বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে নস্যাৎ করার জন্য সরকার নানা টাল-বাহানা করেছিল। কিন্তু এসব উপেক্ষা করে জনমত ক্রমেই ছয় দফার প্রতি সহানুভূতিপ্রবণ হতে থাকে। ছয় দফা দাবির ফলেই ১৯৭০ সাল পর্যন্ত যা ছিল স্বায়ত্তশাসনের দাবি ১৯৭১ সালে তা স্বাধীনতার দাবিতে পরিণত হয়। এই দাবিতে উজ্জীবিত হয়েই বাঙালিরা মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে আমরা মুক্তি বা স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছি।
পরিশেষে বলা যায়, ছয় দফাকেন্দ্রিক আন্দোলনের পথ ধরেই জন্ম নিয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। এ কারণেই ছয় দফাকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয়।

প্রশ্ন ▶ ১০ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ⟶ রাষ্ট্রপতি
সৈয়দ নজরুল ইসলাম ⟶ উপ-রাষ্ট্রপতি
তাজউদ্দীন আহমদ ⟶ প্রধানমন্ত্রী
খন্দকার মোশতাক আহমদ ⟶ পররাষ্ট্রমন্ত্রী
ক্যাপ্টেন (অব:) মনসুর আলী ⟶ অর্থমন্ত্রী
এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান ⟶ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
জেনারেল এম. এ. জি ওসমানী ⟶ প্রধান সেনাপতি

[কু. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১০; চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১]

ক. দ্বৈতশাসন কাকে বলে? ১
খ. কেন ভাষা আন্দোলন হয়েছিল? ২
গ. উল্লিখিত তথ্যটি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন সরকারকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে উক্ত সরকারের ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভের পর লর্ড ক্লাইভ বাংলা প্রদেশকে শাসন করার যে নীতি গ্রহণ করেন ইতিহাসে তাই 'দ্বৈতশাসন' নামে পরিচিত।

খ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করার প্রতিবাদে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির পর পরই বাঙালিরা ভাষাকেন্দ্রিক বৈষম্যের শিকার হয়। এ সময় পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬.৪০ ভাগের মাতৃভাষা ছিল বাংলা এবং ৩.২৭ ভাগ লোকের ভাষা ছিল উর্দু। কিন্তু পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং উর্দু ভাষাভাষি বুদ্ধিজীবীগণ বাংলাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। আর এ কারণেই ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হয়।

গ উল্লিখিত তথ্যটি আমার পাঠ্যবইয়ের মুজিবনগর সরকারকে নির্দেশ করে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর গণহত্যা শুরু হলে প্রাথমিকভাবে পূর্বপ্রস্তুতি ও সাংগঠনিক তৎপরতা ছাড়াই পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মুক্তিযুদ্ধকে গতিময় ও সুসংহত করা, ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী লক্ষ লক্ষ বাঙালির দেখাশোনা এবং বহির্বিশ্বে বাঙালি জাতির ভাবমূর্তিকে তুলে ধরার জন্য এ সময়ে প্রবাসী সরকার গঠনের চিন্তা-ভাবনা চলতে থাকে।

অবশেষে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলের ঘোষণা অনুযায়ী স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের 'প্রবাসী সরকার' গঠন করা হয় যা মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিত। এ সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ, স্বরাষ্ট্র ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান, পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ; অর্থমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অব:) মনসুর আলী এবং প্রধান সেনাপতি ছিলেন জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানী।
সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে যে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে তা মূলত মুজিব নগর সরকারের গঠনকেই প্রকাশ করে।

ঘ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে উক্ত সরকারের অর্থাৎ মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা অপরিসীম।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয় এবং ইতিহাসে এই অস্থায়ী সরকার 'মুজিবনগর সরকার' নামে পরিচিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মুজিবনগর সরকার গঠন ছিল একটি যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনা। কেননা এই সরকারই মুক্তিযুদ্ধে বেসামরিক বা রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পথকে সুগম করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলার স্বাধীনতাকামী জনতা মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ায় আশার আলো দেখতে পায়। তরুণরা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সংগ্রহ করতে ভারতে ভিড় জমালে এ সরকার প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রের ব্যবস্থা করে তরুণদের যুদ্ধের ময়দানে পাঠায়। স্বাধীনতা চেতনাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এবং সংগ্রামী জনগণের মনোবল ঠিক রাখার জন্য মুজিবনগর সরকার স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তা মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণার অন্যতম উৎস ছিল। বাংলাদেশে ২৬ মার্চ সকাল হতে স্বতঃস্ফূর্ত যুদ্ধ শুরু হলে এ সরকার মুক্তিযুদ্ধকে সুসংহতভাবে পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে যুদ্ধ ক্ষেত্রকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে। মুজিবনগর সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা ছিল কলকাতা, দিল্লি, লন্ডন, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক ও স্টকহোমসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ সরকারের মিশন স্থাপন এবং সব স্থানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি নিয়োগ করে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রচারণা ও সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করা।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয়, মুজিবনগর সরকার মুক্তিযুদ্ধকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করে, মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা দিয়ে, কূটনৈতিক তৎপরতাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।

প্রশ্ন ▶ ১১ একটি নির্বাচনে শাসক দলের ব্যাপক ভরাডুবি হয়। বিরোধীদলগুলোর জোট ২১ দফার ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং বিজয়ী হয়। এই নির্বাচনের পরেই দেশটিতে একটি সংবিধান রচিত হয় এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়। তাছাড়া এই নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র ও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। *[সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. বাংলাদেশের আইনসভার গঠন উল্লেখ করো। ১
খ. ৬ দফাকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নির্বাচন তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন নির্বাচনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত নির্বাচন মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে— মতামত দাও। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের আইনসভা ৩৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। এর মধ্যে ৩০০ জন প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে এবং ৫০ জন মহিলা সদস্য সংসদের নির্বাচিত সদস্যগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন। আইনসভায় একজন স্পিকার ও একজন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন। তারা সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হবেন।

খ বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হওয়ায় ছয় দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ছয় দফা ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। এ স্বাধিকার আন্দোলনের সিঁড়ি বেয়ে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় এবং ছিনিয়ে নিয়ে আসে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। বিশ্বের মানচিত্রে জায়গা করে নেয় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। এ জন্যই ছয় দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয়।

গ সৃজনশীল ৪ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উক্ত নির্বাচন অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে— মন্তব্যটি যথার্থ।
পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ নির্বাচনের ফলেই বাঙালিরা সচেতন হয়ে ওঠে। তাদের জাতীয়তাবাদের বিকাশ সাধন হয়। বাঙালিরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

Teachingbd24.com

১৯৫৪ সালের নির্বাচন ছিল সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার প্রথম সাধারণ নির্বাচন। এ নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি বাঙালি জনমনে নতুন রাজনৈতিক চেতনার জন্ম দেয়। যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের মাধ্যমে বাঙালির ২১ দফা দাবি বাস্তবায়িত হয়। আর এ পথ ধরেই বাঙালি স্বাধিকার আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হয় এবং সবশেষে স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলনের ফলে সৃষ্ট বাঙালি জাতীয়তাবাদের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটে। এ নির্বাচনে জয়লাভের মধ্য দিয়েই বাঙালির প্রথম রাজনৈতিক বিজয় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। তাদের প্রাণের দাবি বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে। এ সফলতা তাদের পরবর্তী প্রতিটি কাজে প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে। এ নির্বাচনে বিজয় অর্জন করেই বাঙালি বুঝতে পারে ন্যায্য দাবি কখনো বৃথা যেতে পারেনা। তারা বুঝতে পারে নিজের অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন বাঙালিকে রাজনৈতিক সচেতনতা দান করে।

প্রশ্ন ▶ ১২ একটি রাষ্ট্র পূর্ব ও পশ্চিম অংশে বিভক্ত। পূর্ব অংশের জনগণ পশ্চিম অংশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, শোষিত ও বঞ্চিত হচ্ছিল। পূর্ব অংশের জনগণ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে থাকে। এক পর্যায়ে তাদের নেতা শাসকদের নিকট দায়িত্বশীল সরকার ব্যবস্থা, পৃথক মুদ্রা এবং আরো কিছু দাবি সংবলিত এক কর্মসূচি উত্থাপন করে।

[সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৪]

ক. ফরায়েজি আন্দোলন কাকে বলে? ১

খ. 'ঋণ সালিশি বোর্ড' কেন গঠন করা হয়েছিল? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নেতার কর্মসূচির সাথে তোমার পঠিত বইয়ের কোন কর্মসূচির মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে উক্ত কর্মসূচির ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজ থেকে কুসংস্কার ও অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড দূর করে সঠিক ধর্মীয় বিধান প্রচলনের উদ্দেশ্য হাজি শরীয়তউল্লাহ পরিচালিত আন্দোলনকে ফরায়েজি আন্দোলন বলে।

খ দরিদ্র কৃষকদের উচ্চ হারের সুদ মওকুফ করে তাদের ঋণ পরিশোধের সুযোগ করে দিতে 'ঋণ সালিশি বোর্ড' গঠন করা হয়।

১৯৩৭ সালে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন করেন। কারণ তিনি জানতেন কৃষক কুলের মুক্তি ব্যতীত বাংলার উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই এ বোর্ড গঠন করে তিনি কৃষকদের ঋণের দায়ভার থেকে মুক্ত করেন।

গ সৃজনশীল ৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৩ এক সময় সুদান একটি অখণ্ড রাষ্ট্র ছিল। তখন সেখানকার দক্ষিণাঞ্চল থেকে অর্জিত অর্থ উত্তরাঞ্চলের উন্নয়নে ব্যয় করা হতো। ফলে সুদানের উভয় অঞ্চলের জনগণের মধ্যে হিংসা ও অবিশ্বাসের জন্ম হয়। এই প্রেক্ষিতে দুই অঞ্চলের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। অবশেষে দক্ষিণ সুদান নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। *[য. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ২]*

ক. পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান কত সালে কার্যকর হয়? ১

খ. যুক্তফ্রন্ট বলতে কী বোঝায়? ২

গ. দক্ষিণ সুদানের সাথে স্বাধীন বাংলাদেশের কোন দিকটির সাদৃশ্য তুমি খুঁজে পাও? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "দক্ষিণ সুদানের চাইতে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পটভূমি ব্যাপক"— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান ১৯৫৬ সালে কার্যকর হয়।

খ যুক্তফ্রন্ট হলো একটি রাজনৈতিক জোট। এটি ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর গঠিত হয়। মূলত চারটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। যথা- i. মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগ, ii. শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টি, iii. মাওলানা আতাহার আলীর নেজাম-ই-ইসলামি পার্টি এবং iv. হাজী দানেশের বামপন্থি গণতন্ত্রী দল। তৎকালীন ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের অন্যায়, অত্যাচার ও বাঙালিদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণের অবসান ঘটানোই ছিল যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য।

গ দক্ষিণ সুদানের সাথে স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের দিকটির সাদৃশ্য আমি খুঁজে পাই।

১৯৪৭ সালে দুটি অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। একটির নাম হয় পশ্চিম পাকিস্তান এবং অন্যটি পূর্ব পাকিস্তান। সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে পশ্চিম পাকিস্তানিরা। রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিকসহ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পাকিস্তান সরকার প্রথম থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করেছিল। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল সবচেয়ে প্রকট। সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যাংকের হেড অফিস ও স্টেট ব্যাংক পশ্চিম পাকিস্তানে থাকায় অর্থ পাচার হতো অবাধে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের কোনো মূলধন গড়ে উঠতে পারে নি। পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার দ্বারা পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প-কারখানা স্থাপিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের পাট থেকে মোট বৈদেশিক মুদ্রার তিন ভাগের দুই ভাগ অর্জিত হতো। অথচ পূর্ব পাকিস্তানের এ উৎপাদিত পাটের আয় পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হতো। পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় পূর্ব পাকিস্তানের দ্বিগুণ ছিল।

এভাবে জীবনযাত্রার মান, শিল্পায়ন, আমদানি খাতে ব্যয়, রাজস্ব আয় ও ব্যয়, বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ বণ্টন প্রভৃতি ক্ষেত্রে পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে বড় ধরনের আর্থিক বৈষম্য ছিল।

উদ্দীপকে সুদানের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, দেশটি একসময় অখণ্ড রাষ্ট্র ছিল। সেখানকার দক্ষিণাঞ্চল থেকে অর্জিত অর্থ উত্তরাঞ্চলের উন্নয়নে ব্যয় করা হতো। ফলে উভয় অঞ্চলের জনগণের মধ্যে হিংসা ও অবিশ্বাসের জন্ম নেয়, দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। এতে করে দক্ষিণ সুদান নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। উদ্দীপকের এ দক্ষিণ সুদান অভ্যুদয়ের সাথে আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির মিল লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশকেও তার স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে অনেক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়। অবশেষে নয় মাসের যুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ তার স্বাধীনতা অর্জন করে।

ঘ দক্ষিণ সুদানের চাইতে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পটভূমি ব্যাপক।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পটভূমি দক্ষিণ সুদানের চাইতে অনেক বিস্তৃত। পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশ যখন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে তখন তারা পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পথ ছিল দক্ষিণ সুদানের চেয়ে কঠিন ও সংকটপূর্ণ।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। জেনারেল এম এ জি ওসমানীর নেতৃত্বে সাবেক ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, সাবেক ইপিআর, পুলিশ, আনসার, ছাত্র, যুবক বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে যুদ্ধে যেতে ইচ্ছুক লোকদের দিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়। মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে মূলত দুইটি পদ্ধতি অবলম্বন করে মোকাবিলা করে। এগুলো হলো নিম্নরূপ:

১. **অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ ও যুদ্ধ:** ইয়াহিয়ার বর্বর হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের দখলকৃত অঞ্চলসমূহে নির্বিচারে গণহত্যা, নারী ধর্ষণ,

Teachmore24.com

অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ প্রভৃতি জঘন্যতম অপরাধে লিপ্ত হয়। বাঙালি যুবক সম্প্রদায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গ্রামে-গঞ্জে, শহরে গোপনে সংগঠিত হয়ে গেরিলা পদ্ধতিতে পাকবাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে থাকে।

২. **যৌথ বাহিনীর আক্রমণ ও চূড়ান্ত বিজয়:** বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, মুক্তিবাহিনী ও ভারতের সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে একটি যৌথ বাহিনী গঠিত হয় এবং তাদের আক্রমণে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। অন্যদিকে দক্ষিণ সুদানের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সুদানের উভয় অংশের মধ্যে বৈষম্যের ফলে জনগণের মধ্যে হিংসা ও অবিশ্বাসের জন্ম হয়। এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক শক্তির প্রচেষ্টায় সুদানের উভয় অংশের মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয় এবং পরে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। গণভোটে দক্ষিণ সুদানের জনগণ একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষে রায় দেয়। অবশেষে পৃথিবীর মানচিত্রে জন্ম নেয় দক্ষিণ সুদান নামে স্বাধীন একটি রাষ্ট্র।

পরিশেষে বলা যায়, দক্ষিণ সুদানের স্বাধীনতা অর্জন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পটভূমি এক নয়। দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে ত্রিশ লক্ষ শহিদের বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৪ জনাব সাজু একজন রাজনীতিবিদ ও ১৯৭১-এ মুজিবনগরে গঠিত সরকারের একজন সদস্য ছিলেন। তার বিশ্বাস রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে দেশ সেবার সুযোগ সবচেয়ে বেশি। তিনি আরও বিশ্বাস করেন, 'বাঙালি মুক্তিপ্রিয় একটি রাজনৈতিক জাতি।' *[বি. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. কত সালে ছয়দফা দাবি পেশ করা হয়েছিল? ১
খ. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সরকারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সর্বশেষ বক্তব্যটি সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৬৬ সালে ছয় দফা দাবি পেশ করা হয়েছিল।

খ ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানি শাসকচক্রের বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সালে সংঘটিত বাংলার জনগণের তীব্র আন্দোলনই উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত।

পূর্ব বাংলায় জাতিগত নিপীড়ন ও বঞ্চনা এবং ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রামসহ বিভিন্ন পর্যায়ে গড়ে ওঠা স্বকীয় সত্তার বোধ উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। বস্তুত এ অভ্যুত্থান ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পরবর্তীকালের সর্ববৃহৎ গণজাগরণ। এ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়েই আইয়ুব খান সরকারের পতন ঘটে।

গ সৃজনশীল ১০ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকের সর্বশেষ বক্তব্যটি হলো, 'বাঙালি মুক্তিপ্রিয় একটি রাজনৈতিক জাতি'। এ বক্তব্যটি সম্পর্কে আমার মতামত নিচে উপস্থাপন করছি।

বাঙালি মুক্তিপ্রিয় একটি রাজনৈতিক জাতি। এ বক্তব্যটির প্রমাণ আমরা ইতিহাসের বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামের দিকে তাকালেই দেখতে পাই। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলে বহু আশা-প্রত্যাশা নিয়ে পূর্ব বাংলা তথা বাঙালিরা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানিদের নানামুখী বৈষম্যমূলক নীতি বাঙালিদের নানাভাবে বিপর্যস্ত করলে মুক্তিপ্রিয় বাঙালি জাতি বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাঙালি মাতৃভাষা বাংলাকে রক্ষা করতে প্রথমে ভাষা আন্দোলন করে। পরবর্তীতে মাতৃভাষা রক্ষার চেতনা থেকে বাঙালি পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রাম ও গণঅভ্যুত্থান গড়ে তোলে। যেমন- ১৯৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ছিল শাসকদের অন্যায় ও বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে বাঙালির ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ। এ নির্বাচনে জয়ের মাধ্যমে বাঙালি স্বায়ত্তশাসনের প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে মুক্তির পথ খোঁজে। ঐতিহাসিক ছয় দফার ভিত্তিতে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালি তথা পূর্ববাংলার জনগণ অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে। এরই ধারাবাহিকতায় নয় মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে মুক্তিপ্রিয় বাঙালির অর্জিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের রাজনীতিবিদ ও মুজিবনগর সরকারের সদস্য জনাব সাজুর বিশ্বাস বাঙালি মুক্তিপ্রিয় একটি রাজনৈতিক জাতি বক্তব্যটি অত্যন্ত যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ১৫ 'ক' রাষ্ট্রের একটি প্রাদেশিক নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে কয়েকটি রাজনৈতিক দল একজোট হয়ে অংশ নিয়ে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অল্পদিনের ভেতরে সেই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে। *[বি. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. ভাষা আন্দোলন কী? ১
খ. যুক্তফ্রন্ট বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোনো প্রাদেশিক নির্বাচনের সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নির্বাচনের বিজয় ছিল মূলত বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয়— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে বাঙালি জাতি ১৯৫২ সালে যে আন্দোলন করে তাই হলো ভাষা আন্দোলন।

খ যুক্তফ্রন্ট বলতে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী একটি সম্মিলিত রাজনৈতিক জোটকে বোঝায়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে মোকাবিলা করার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের ঐক্যবদ্ধতার প্রয়োজন হয়। এ অবস্থায় মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখের প্রচেষ্টায় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো একটি জোট গঠন করে। চারটি দল নিয়ে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর যে জোট গঠন করা সেই জোটটিই 'যুক্তফ্রন্ট' নামে পরিচিতি। এর শরিক দলগুলো হলো-১ আওয়ামী মুসলিম লীগ ২. নেজাম-ই-ইসলামি ৩. কৃষক শ্রমিক পার্টি ও ৪. বামপন্থী গণতন্ত্রী দল।

গ হ্যাঁ, উদ্দীপকের নির্বাচনের সাথে আমার পঠিত ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের সাদৃশ্য রয়েছে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন পূর্ববাংলার মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। ছয় বছরের পাকিস্তানি শোষণের বিরুদ্ধে এ নির্বাচন ছিল পূর্ব বাংলার মানুষের এক 'ব্যালট বিপ্লব'। উদ্দীপকের ঘটনা এই বৈপ্লবিক নির্বাচনেরই ইঙ্গিত বহন করে।

উদ্দীপকে দেখা যায় 'ক' রাষ্ট্রে একটি প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে কয়েকটি রাজনৈতিক দল একজোট হয়ে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ফলাফলে দেখা যায় জোট বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করলেও ষড়যন্ত্রের মুখে ক্ষমতাচ্যুত হয়। এমন ঘটনা ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনেও লক্ষ করা যায়। এতে অংশগ্রহণের জন্যও যুক্তফ্রন্ট নামে একটি জোট গঠিত হয়েছিল। এতে আওয়ামী মুসলিম লীগ, নেজাম-ই-ইসলামি, কৃষক-শ্রমিক পার্টি এবং বামপন্থী গণতন্ত্রী দল শরিক ছিল। এরা ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। অন্যদিকে এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা এ. কে.

Teachingbd24.com

ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করে। তবে এ মন্ত্রিসভা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। মুসলিম লীগ শাসকগোষ্ঠীর নানা চক্রান্তে আদমজী জুট মিলে বাঙালি-অবাঙালি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি, ১৯৫৪ সালের ৩০ মে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল ঘোষিত হয়ে পূর্ববাংলায় কেন্দ্রের শাসন বলবৎ হয়। সুতরাং দেখা যায় 'ক' রাষ্ট্রের নির্বাচন ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নির্বাচনের অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় ছিল মূলত বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয়।

পূর্ব বাংলার স্বাধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় ছিল গুরুত্বপূর্ণ প্রেরণা। এ নির্বাচন পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে যে ঐক্যবদ্ধ চেতনার জন্ম দিয়েছিল তা পরবর্তী জাতীয় রাজনীতিতে বিশেষ প্রভাব ফেলে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে পূর্ববাংলার নেতৃবৃন্দের জনপ্রিয়তা ও তাদের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি বাঙালিদের কাছে উদ্ভাসিত হয়। নির্বাচনের ফলাফল এটাই প্রমাণ করে, পূর্ববাংলার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ পশ্চিম পাকিস্তান হতে সম্পূর্ণ পৃথক। আর এ অঞ্চলের নেতৃবৃন্দই তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে সক্ষম। নির্বাচনি কর্মসূচি বাঙালির বঞ্চনা ও শোষণের বিভিন্ন দিক প্রস্ফুটিত করে। ফলে তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। যুক্তফ্রন্টের বিজয় পূর্ব বাংলার জনগণের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি জোরদার করে। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার যে দাবি উঠেছিল যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের মধ্য দিয়ে সে দাবি পূরণের পথ সুগম হয়। আর এ পথ ধরেই বাঙালি স্বাধিকার আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হয় এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ভাষা আন্দোলনের ফলে সৃষ্ট বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটে এ নির্বাচনে জয়লাভের মধ্য দিয়েই। যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবি জয়যুক্ত হয়। আর ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর উত্থাপিত ছয়দফায়ও এ দাবিটিই প্রাধান্য পায়। আর স্বায়ত্তশাসনের এ চেতনা থেকেই অর্জিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের ফলে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম লীগের প্রাধান্যের অবসান ঘটে। রাজনীতিতে অবাঙালি নেতৃত্বের প্রশ্নে বাংলার জনমানুষের মোহমুক্তি ঘটে। এছাড়া এলিট শ্রেণি ও ভূস্বামী অভিজাতদের প্রাধান্যের অবসান ঘটে।

পরিশেষে বলা যায়, যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের ফলে উপর্যুক্ত পরিবর্তনগুলো শোষিত পূর্ব বাংলার জনমনে বিপুল প্রভাব ফেলে। ফলে তারা জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এছাড়া নির্বাচনের ফলে সংঘটিত প্রতিটি পরিবর্তন এটাই প্রমাণ করে যে, এ বিজয় মূলত বাঙালি জাতীয়তাবাদেরই বিজয়।

প্রশ্ন ▶ ১৬ 'ক' রাষ্ট্রের স্বাধীনতার পর থেকেই এর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়। ফলে জনমনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং জনগণ ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করে। এক পর্যায়ে জনগণের প্রিয় নেতা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবি সংবলিত এক কর্মসূচি পেশ করেন। *[বি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১০]*

ক. মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? ১

খ. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোনো কর্মসূচির সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কর্মসূচি ছিল 'বাঙালির মুক্তির সনদ'— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দীন আহমেদ।

খ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান বলতে স্বৈরাচারী শাসকচক্রের বিরুদ্ধে বাংলার জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে বোঝায়।

জেনারেল আইয়ুব খানের একনায়কতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারী শাসন বাংলার মানুষকে অতিষ্ঠ করে তোলে। ফলে তারা বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন করে। তখন সরকার মিথ্যা মামলায় বঙ্গবন্ধুকে আটক করে। এর ফলে সমগ্র পূর্ব-বাংলার ছাত্রজনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন আন্দোলন থেকে এটি গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। এটিই ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত।

গ সৃজনশীল ৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৭ রুনা লায়লা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী। তিনি একটি রাষ্ট্রের ইতিহাস পাঠ করে জানতে পারেন যে, রাষ্ট্রটির প্রথম সাধারণ নির্বাচনে একটি রাজনৈতিক দল একটি অঞ্চল থেকে প্রায় সবগুলি আসনে জয়লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। *[বি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১১]*

ক. পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন কত সালে অনুষ্ঠিত হয়? ১

খ. নির্বাচন কমিশন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের নির্বাচনের সাথে তোমার পঠিত কোনো নির্বাচনের সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নির্বাচন বস্তুতপক্ষে রাষ্ট্রটির রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটায়— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত হয়।

খ নির্বাচন কমিশন বলতে বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচন পরিচালনার জন্য গঠিত একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৮নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। দেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে এ সংস্থাটি গঠন করা হয়। এটি স্বতন্ত্র, নিরপেক্ষ এবং স্বাধীনভাবে সংসদ নির্বাচন, রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন ও অন্যান্য নির্বাচন পরিচালনা করে।

গ সৃজনশীল ১ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত নির্বাচন অর্থাৎ ১৯৭০ সালের নির্বাচন উক্ত যুক্তরাষ্ট্রের অর্থাৎ পাকিস্তানের মৃত্যুবার্তা ঘোষণা করে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং পাকিস্তানের মৃত্যুবার্তা বহন করে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমগ্র পাকিস্তানে সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল হিসেবে এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জনগণের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো আসন লাভ করতে ব্যর্থ হয়। অপরদিকে, পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পি.পি.পি. সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পূর্ব পাকিস্তানে একটি আসনও লাভ করেনি। দুটি দলই অঞ্চলভিত্তিক দলে পরিণত হয় এবং নিজেদের কর্মসূচি ও দাবি-দাওয়ার প্রতি অনড় মনোভাব প্রকাশ করে। ফলে পাকিস্তানের ভাঙনও ত্বরান্বিত হয়। বিশেষ করে, ভুট্টোর অনমনীয় মনোভাব, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রতি অসহিষ্ণু ও অশোভনীয় আচরণ ও বাচনভঙ্গি পাকিস্তানের ভাঙনকে ত্বরান্বিত করে। এ জন্য অনেকেই ১৯৭০ সালের নির্বাচনকে 'পাকিস্তানের মৃত্যুর বার্তাবাহক' বলে মনে করেন।

সুতরাং বলা যায়, ভাষা আন্দোলন সৃষ্ট বাঙালি জাতীয়তাবাদী শক্তির বিজয় ঘটে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। এ নির্বাচনি রায় মূলত পাকিস্তান রাষ্ট্রের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে। স্বাধীন বাংলাদেশের আগমনী বার্তা বহন করে এনেছিল এ নির্বাচন।

Teachinbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৮ 'ক' ও 'খ' একটি বৃহৎ রাষ্ট্রের দুই অঞ্চল। 'ক' অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতা আকড়ে ধরে রাখে। এতে 'খ' অঞ্চল বৈষম্যের শিকার হয়। এই বৈষম্য থেকে মুক্তির লক্ষ্যে 'খ' অঞ্চলের একজন মহান নেতা কিছু কর্মসূচি পেশ করেন। উক্ত কর্মসূচিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, জবাবদিহিমূলক শাসন ব্যবস্থা, বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রাদেশিক সরকারকে ক্ষমতা প্রদানের দাবি অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু এতে মুদ্রা ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা বিষয়ে কোনো বক্তব্য ছিল না।

[চা. বো. ২০১৬ | প্রশ্ন নং ২]

ক. পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার কত শতাংশের ভাষা ছিল বাংলা? ১

খ. আগরতলা মামলা কেন দায়ের করা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'খ' অঞ্চলের মহান নেতার উত্থাপিত কর্মসূচির সাথে তোমার পঠিত কোন কর্মসূচির মিল আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বিবৃত কর্মসূচি এবং তোমার পঠিত কর্মসূচির মধ্যে কোনটিকে তুমি উত্তম মনে করো? যুক্তি দাও। ৪

১৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশের ভাষা ছিল বাংলা।

খ বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা কর্মসূচিকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যেই আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়।

আগরতলা মামলা বাঙালি জনগণ ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তৎকালীন পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর ধারাবাহিক ষড়যন্ত্র ও দমননীতিরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। স্বৈরাচারী আইয়ুব-মোনায়েম সরকার শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগকে জনবিচ্ছিন্ন করার জন্য এই মামলার নীলনকশা তৈরি করেন। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে আরও ৩৪ জন সামরিক, বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী।

গ সৃজনশীল ৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে বিবৃত কর্মসূচি এবং আমার পঠিত বইয়ের কর্মসূচির মধ্যে আমি ৬-দফা কর্মসূচিকে উত্তম বলে মনে করি। নিচে এ সম্পর্কে যুক্তি দেখানো হলো—

১. **মুদ্রা ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা:** ৬-দফা কর্মসূচিতে মুদ্রা ও আঞ্চলিক নিরাপত্তার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। যেমন- ৬-দফা কর্মসূচির তৃতীয় দফাতে বলা হয়, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি পৃথক মুদ্রাব্যবস্থা চালু করতে হবে, যা পারস্পরিকভাবে কিংবা অবাধে উভয় অঞ্চলে বিনিময়যোগ্য। ষষ্ঠ দফায়— পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার জন্য আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা প্রদানের কথা বলা হয়।

২. **বাঙালি জাতীয়তাবাদ চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ:** শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা দাবির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি হয়।

৩. **ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি:** ছয় দফা ছিল পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি পাবার চূড়ান্ত পর্যায়। এর উপর ভিত্তি করেই পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি পাবার আশায় বাঙালিরা মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত 'খ' অঞ্চলের মহান নেতার উত্থাপিত কর্মসূচিতে মুদ্রা ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করার মতো কোনো বিষয় না থাকার কারণে 'খ' অঞ্চলের জনগণ তাদের সমস্যা থেকে মুক্তি পাবার আশা করতে পারে না। সুতরাং, উদ্দীপকে বিবৃত কর্মসূচির চাইতে আমার পঠিত বইয়ের ৬-দফা কর্মসূচি যে উত্তম এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ১৯ বৃহৎ কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ একটি অঞ্চলের জনগণ পাঠ্যপুস্তকে তাদের নিজস্ব বর্ণমালা ব্যবহার করার জন্য শাসকগোষ্ঠীর কাছে দাবি জানিয়ে আসছিল। দীর্ঘ সংগ্রামের পর তাদের দাবি স্বীকৃতি পায়। ফলে বৃহৎ রাষ্ট্রটির ঐক্য সুদৃঢ় হয়। *[রা. বো. ২০১৬ | প্রশ্ন নং ২]*

ক. গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলা হয় কাকে? ১

খ. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ কী ছিল? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার সাথে স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের কোন আন্দোলনের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আন্দোলনের সাথে তোমার পঠিত আন্দোলনের পরিণতি ছিল বিপরীতমুখী-বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলা হয় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে।

খ যোগ্য নেতৃত্বের অভাব, আমলাদের দৌরাত্ম্য, বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সমস্যা ও অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের কারণে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ পরাজিত হয়েছিল।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর কেন্দ্রীয়ভাবে মুসলিম লীগ সরকার একক আধিপত্যের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চাইলেও পূর্ব বাংলার জনগণ তা মেনে নেয়নি। জিন্নাহর মৃত্যুর পর যোগ্য রাজনৈতিক নেতার শূন্যতা সৃষ্টি হয় এবং দুর্নীতির কারণে সরকারের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে যায়। এসব কারণে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জনগণ মুসলিম লীগকে প্রত্যাখ্যান করে।

গ উদ্দীপকের বিষয়ের সাথে আমার পঠিত ভাষা আন্দোলনের সাদৃশ্য রয়েছে।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। সে সময় পাকিস্তানের মোট জনগোষ্ঠীর ৫৬.৪০% লোকের মুখের ভাষা ছিল বাংলা। অন্যদিকে, মাত্র ৩.২৭% জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষা ছিল উর্দু। এতদসত্ত্বেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন, 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' পরবর্তীতে ১৯৫০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর লিয়াকত আলী খান এবং ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে জনসভায় প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তা মেনে নেয়নি। ছাত্র ও তরুণ সমাজ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এ আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাতে দমে যায়নি বরং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল করে। মিছিলে পুলিশ গুলি করলে শহিদ হন জব্বার, বরকত, সালাম, রফিকসহ আরো অনেকে। ফলে আন্দোলন আরো বেগবান হয়। এরূপ আন্দোলনের কারণে সরকার বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত উল্লিখিত তথ্যসমূহ উদ্দীপকে বর্ণিত দেশের ভাষা আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের বিষয়ের সাথে আমার পঠিত ভাষা আন্দোলনের মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত আন্দোলনের সাথে আমার পঠিত বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পরিণতি ছিল বিপরীতমুখী।

উদ্দীপকের বর্ণনায় দেখা যায়, বৃহৎ কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ একটি অঞ্চলের জনগণ পাঠ্যপুস্তকে তাদের নিজস্ব বর্ণমালা ব্যবহার করার জন্য শাসকগোষ্ঠীর কাছে দাবি জানিয়ে আসছিল। দীর্ঘ সংগ্রামের পর তাদের দাবি স্বীকৃতি পায়। ফলে বৃহৎ রাষ্ট্রটির ঐক্য সুদৃঢ় হয়।

teachingbd24.com

কিন্তু আমার পঠিত বইয়ের বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পরিণতিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ঐক্য সুদৃঢ় হয়নি; বরং তিক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন করলে তাতে পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের চরম ভরাডুবি ঘটে। নানা ছলচাতুরিতে ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করে পূর্ব পাকিস্তানের উপর অত্যাচারের স্টিম রোলার চালায় পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসকবর্গ। ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে পুঁজি করে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকবর্গের প্রতিটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ১৯৬২ সালে ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষাকমিশন গঠন করলে জনগণ তাতে বাঁধা দেয়। অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেলে ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এতে ভীত হয়ে তা দমন করার জন্য শোষণ-নির্যাতন বাড়িয়ে দেয়। দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাবার দরুণ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ১৯৬৯ সালের স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারে বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান ঘটান ও তার পতন নিশ্চিত করেন। এতে সফল হয়ে বাঙালিরা ১৯৭০ সালে নির্বাচন করলে তাতেও আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয় লাভ করে। পরবর্তীতে ক্ষমতা হস্তান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানিরা টালবাহানা করলে তা যুদ্ধে রূপ নেয় এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

উদ্দীপকের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় আর আমার পঠিত বইয়ের আন্দোলনের ফলে এক রাষ্ট্র পৃথক হয়ে দুটি আলাদা রাষ্ট্র হয়। পরিশেষে তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত আন্দোলনের সাথে আমার পঠিত বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পরিণতি ছিল বিপরীতমুখী।

প্রশ্ন ▶ ২০ আফ্রিকার একটি দেশের জনগণ দীর্ঘদিন ধরে শোষিত ও নির্যাতিত। এই শোষিত ও নির্যাতিত জনগণের পাশে দাঁড়ান ম্যান্ডেলা নামে এক আফ্রিকান নেতা। তিনি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কতগুলো দাবি উত্থাপন করেন। সেই দাবিগুলো আদায়ের জন্য তার নেতৃত্বে জনগণ দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। *[দি. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. তিতুমীরের পূর্ণনাম কী? ১
খ. ফরায়েজি আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দাবিগুলো কোন বাঙালি নেতার দাবির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'ঐ দাবিগুলো ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ'— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২০নং প্রশ্নের উত্তর

ক তিতুমীরের পূর্ণনাম হলো সৈয়দ মীর নিসার আলী।

খ হাজি শরীয়তউল্লাহ পরিচালিত আন্দোলনের নাম হলো ফরায়েজি আন্দোলন।

ফরায়েজি শব্দটি এসেছে ফরজ শব্দ থেকে যার অর্থ হলো অবশ্যই পালনীয়। তিনি মুসলমানদের ধর্মীয় কুসংস্কারমুক্ত হয়ে ফরজ পালনে আহবান জানান। মুসলমানদের কুসংস্কারপূর্ণ আচরণ এবং নৈতিক অধঃপতন তাকে বিচলিত করে। তিনি এর ঘোর বিরুধিতা করেন। এ লক্ষ্যে তিনি সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন শুরু করেন। তার নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের নাম হলো ফরায়েজি আন্দোলন।

গ সৃজনশীল ৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২১ 'ক' একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মাতৃভাষাকে বাদ দিয়ে অন্য ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কিন্তু তার প্রতিবাদে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। *[দি. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. অপারেশন সার্চ লাইট কী? ১
খ. কী উদ্দেশ্যে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আন্দোলনের সাথে কোন ঐতিহাসিক আন্দোলনের সামঞ্জস্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জাতীয় জীবনে উক্ত আন্দোলনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

২১নং প্রশ্নের উত্তর

ক অপারেশন সার্চলাইট হলো ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক বাঙালিদের উপর পরিচালিত একটি বর্বর অভিযানের নাম।

খ যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের অন্যায়, অত্যাচার ও বাঙালিদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণের অবসান ঘটানো। এছাড়া বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ অনুধাবন করেছিলেন যে, ন্যায্য দাবিসমূহ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিকল্প নেই।

গ সৃজনশীল ২ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২২ আধুনিক গণতান্ত্রিক বিশ্বে জর্জ ওয়াশিংটন প্রজ্ঞা, বাগ্মিতা, দূরদৃষ্টি ইত্যাদি কারণে চিরস্মরণীয়। উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে নিজ দেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় তার অবদান অপরিসীম। এ কারণে জাতি তার কাছে চিরঋণী। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তেমনি এক নেতার অবদান চিরস্মরণীয়। *[কু. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ২]*

ক. কোন নেতার নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়? ১
খ. বেঙ্গল প্যাক্ট কাকে বলে? ২
গ. উদ্দীপকের নেতার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন নেতার সাদৃশ্য রয়েছে- ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত নেতার বলিষ্ঠ ও আপোষহীন নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছিল— উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২২নং প্রশ্নের উত্তর

ক মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়।

খ বাংলার হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান সাম্প্রদায়িক বিভেদ সমাধানের লক্ষ্যে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি হলো বেঙ্গল প্যাক্ট (১৯২৩)।

বেঙ্গল প্যাক্ট সম্পাদনের ক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জন দাশের নাম অবিস্মরণীয়। দূরদর্শী ও বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ হিসাবে চিত্তরঞ্জন দাশ বুঝতে পেরেছিলেন মুসলমানদের স্বার্থ উপেক্ষা করে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। তাই তিনি হিন্দু মুসলিম ঐক্য স্থাপনে এক চুক্তি করার কথা চিন্তা করেন। তার এই উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও সিদ্ধান্তের প্রতি বাংলার মুসলিম নেতা এ. কে. ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী ও অন্য নেতারা একাত্মতা প্রকাশ করেন। উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের সুদীর্ঘ আলোচনার পর ১৯২৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বরাজ পার্টির এক সভায় বেঙ্গল প্যাক্ট অনুমোদন লাভ করে।

গ উদ্দীপকের নেতার সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাদৃশ্য রয়েছে।

বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সমার্থক। স্বাধীন বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অবদান। এই মহান নেতার লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানি শাসক নামের শোষক গোষ্ঠীর অন্যায়, জুলুম, অত্যাচার থেকে বাংলার মানুষদের মুক্ত করা। যার কারণে দেখা যায়, ১৯৪৮ সালের ভাষা অন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬৬

Teachingbd24.com

সালের ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জয়লাভ সর্বত্রই ছিল বঙ্গবন্ধুর সম্পৃক্ততা। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সহজ পথে পাক শাসক গোষ্ঠীর কাছ থেকে স্বাধীনতা আদায় সম্ভব নয়। তাইতো তিনি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের আহবান জানান। বাঙালি জাতি তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে ১৯৭১-এ ছিনিয়ে আনে মহান বিজয়।

উদ্দীপকের ব্যক্তিত্ব জর্জ ওয়াশিংটনের মাঝে আমরা যে প্রজ্ঞা, বাগ্মিতা, দূরদৃষ্টিতার গুণ দেখতে পাই; বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাঝেও অনুরূপ গুণের সমাহার ঘটেছিল।

ঘ উক্ত নেতা বলতে এখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যার কারণে বাংলাদেশ আজ স্বাধীন দেশের মর্যাদায় বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

১৯৩৯ সালে গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলে পড়ার সময় থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। ১৯৪০ সালে তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগে যোগ দেন। পরবর্তীতে তিনি সোহরাওয়ার্দীর হাত ধরে বেঙ্গল মুসলিম লীগে যোগ দেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলার নির্যাতিত মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এ জন্যে তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদে কখনো পিছু হটেন নি। ১৯৬৬ সালে তিনি বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ খ্যাত ছয় দফা পেশ করেন। এই ছয় দফার দাবির প্রতি ভীত হয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাঁর বিরুদ্ধে আগরতলা মামলা করে। এতেও তিনি ভীত হননি একটুও। ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের চাপে পাক সরকার তাঁর বিরুদ্ধে আনীত মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হয়েও তিনি পাক সরকারের সাথে কোনো আপোষ করেননি, বরং ১৯৭১ সালে সমগ্র বাঙালি জাতিকে তিনি মুক্তিযুদ্ধের আহবান জানান। তাঁরই ডাকে সাড়া দিয়ে যুদ্ধ করে বাঙালি জাতি অর্জন করে স্বাধীনতার লাল সূর্য।

ওয়াশিংটনের মতোই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপনিবেশিক শাসকদের সাথে আপোষ করেননি। বরং শক্ত হাতে নির্ভীক চিত্তে বাঙালি জাতিকে দেখিয়েছেন মুক্তির পথ। তাই আমি মনে করি বাঙালি জাতির মুক্তি অর্জনে এই মহানায়কের অবদান অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▶ ২৩ তিউনিসিয়ার জনগণ দুই দশকের বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকা প্রেসিডেন্ট জাইন আল আবেদিন বেন আলির পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। ফলে জনগণের ওপর সরকারের নির্যাতন বেড়ে যায়। আরব বসন্ত নামে পরিচিত এই আন্দোলন এক পর্যায়ে গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। *[কু. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. কত তারিখে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়? ১

খ. বাঙালির ম্যাগনাকার্টা বলা হয় কোন কর্মসূচিকে এবং কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আন্দোলনের সাথে পাকিস্তানের কোন আন্দোলনের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে উক্ত আন্দোলনের তাৎপর্য বর্ণনা করো। ৪

২৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়।

খ অধিকার আদায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা কর্মসূচিকে বাঙালির 'ম্যাগনাকার্টা' বলা হয়।

ছয় দফা দাবি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতীক এবং স্বভাবতই এর প্রতি তাদের সমর্থন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটার ক্ষেত্রে ছয় দফার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এটা ছিল শোষকের হাত হতে শোষিতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ছিনিয়ে আনার হাতিয়ার। সত্তরের নির্বাচন ছিল মূলত ছয় দফা তথা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ওপর জনমত যাচাইয়ের অপূর্ব সুযোগ। ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের পিছনে ছয় দফা কর্মসূচীর ছিল জোরালো আবেদন। এসব কারণেই ছয় দফাকে বাঙালির ম্যাগনাকার্টা বলে আখ্যায়িত করা হয়।

গ উদ্দীপকের আন্দোলনের সাথে পাকিস্তানের অন্যতম আন্দোলন ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সাদৃশ্য রয়েছে। নিচে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো—

উদ্দীপকের বর্ণনায় দেখা যায়, তিউনিসিয়ার জনগণ দুই দশকের বেশি সময় ধরে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা প্রেসিডেন্ট জাইন আল আবেদিন বেন আলির পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। ফলে জনগণের ওপর সরকারের নির্যাতন বেড়ে যায়। আরব বসন্ত নামে পরিচিত এই আন্দোলন এক পর্যায়ে গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। পাঠ্যবইয়ের বর্ণনায়ও দেখা যায়, স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের এক দশকের স্বৈরশাসনের মধ্যে গণঅভ্যুত্থানের বীজ নিহিত ছিল। আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালে ক্ষমতা দখল করেই পাকিস্তানে সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক বৈষম্য, স্বায়ত্তশাসনের দাবি উপেক্ষা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মত ঘৃণ্য কাজে আইয়ুব খান লিপ্ত হলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তার বিরুদ্ধে মাঠে নামে। ফলে তখন বিরোধী দলের উপর দমন-পীড়ন, গ্রেফতার, হয়রানি এবং ছাত্র নির্যাতন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। যার ফলে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী রাজনৈতিক শক্তিগুলো আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান ঘটায়।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকের আন্দোলনের সাথে পাকিস্তানের অন্যতম আন্দোলন ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত যে ঘটনা পরবর্তীতে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয় তা হলো গণঅভ্যুত্থান। ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন হঠাৎ করেই গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয় নি। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিভিন্ন ক্ষোভ, হতাশা, অপ্রাপ্তি, নির্যাতন, শোষণ, বঞ্চনা প্রভৃতির বিরুদ্ধে সমন্বিত আন্দোলন ছিল ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান।

আইয়ুবখানের স্বৈরাচারী ভূমিকার কারণে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল অংশেই গণঅসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী অসন্তোষ ও বিক্ষোভ চরম আকার ধারণ করে। ১৯৬৯ সালের ১৮ জানুয়ারি এগারো দফার দাবিতে ছাত্র ধর্মঘট পালনকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে এবং আহত অবস্থায় বন্দি হয়। ২০ জানুয়ারি হাজার হাজার ছাত্র-জনতা পুলিশ এবং ইপিআর এর সাথে অসম লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। পুলিশ একপর্যায়ে পশ্চাদপসরণ করলে বিরাট একটি মিছিল শহিদ মিনারের দিকে অগ্রসর হয়। এখানে পুলিশের গুলিবর্ষণে শহিদ হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র আসাদুজ্জামান।

২১ জানুয়ারি আসাদের রক্তমাখা শার্ট নিয়ে বহু লোক রাস্তায় নেমে পড়ে এবং এর ফলে তাদের মধ্যে দেশাত্মবোধের চেতনা সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি হিসেবে ছাত্ররা আন্দোলন অব্যাহত রাখে। ছয় দফা এবং ছাত্রদের এগারো দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি না মানলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি আরও মজবুত হওয়ারই প্রমাণ বহন করে। এছাড়া গণঅভ্যুত্থানের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আইয়ুব খানের পতন হলে ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং আওয়ামী লীগ জাতীয় নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ফলে জনগণের এ বিজয়কে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তৎপর হয়ে উঠলে স্বাধীনতা সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে ওঠে।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, গণঅভ্যুত্থানই পরবর্তীতে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৪ সাদী সাহেব তার নাতনীকে একটি গণঅভ্যুত্থানের গল্প শুনাচ্ছিলেন। তিনিও এই আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। এ আন্দোলন ক্রমে প্রকট আকার ধারণ করলে শাসকগোষ্ঠী মিথ্যা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে সকল আসামিকে মুক্তিদান করেন। *[সি. বো. ২০১৬ । প্রশ্ন নং ২]*

ক. কে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন? ১

খ. ছাত্রদের ১১ দফার গুরুত্বপূর্ণ দুটি দাবি উল্লেখ করো। ২

গ. উদ্দীপকে যে মামলার ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে তা বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে তার ফলাফল বিশ্লেষণ করো। ৪

২৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক তৎকালীন কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন।

খ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ পাকিস্তান সামরিক সরকারের স্বৈরাচারী আচরণের বিরুদ্ধে বিশেষ করে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১৯৬৯ সালের ৫ জানুয়ারি' ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। ১১ দফা কর্মসূচির ২টি গুরুত্বপূর্ণ দাবি হলো—

১. ৬ দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রদান।

২. সকল রাজবন্দীর মুক্তি এবং আগরতলা মামলায় গ্রেফতার ও হুলিয়া প্রত্যাহার করা।

গ আগরতলা মামলা ছিল একনায়ক আইয়ুব খানের শাসনামলের এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র। বাঙালির অধিকার আদায়ের লড়াই নস্যাৎ করতে পাকিস্তানি শাসকচক্র এ ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের করে। আইয়ুব খান সরকার শেখমুজিবসহ ৩৫ জন বাঙালি সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার একটি মামলা দায়ের করে যা 'আগরতলা মামলা' নামে পরিচিত। এ মামলার শিরোনাম ছিলঃ "রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য"। মামলার অভিযোগে বলা হয় প্রধান আসামী শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সহযোগীরা ভারতের সহায়তায় সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে ভারতের আগরতলায় ষড়যন্ত্র করছে। মামলার বিচারের জন্য ১৯৬৮ সালে ঢাকায় একটি বিশেষ আদালত গঠন করা হয়। ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন ঢাকার কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে এ মামলার বিচারকার্য শুরু হয়। এ মামলায় ৩৫ জনকে আসামী করা হলেও পরবর্তীতে ১১ জনকে অব্যাহতি দেয়া হয় এবং তারা রাজসাক্ষী হয়। এ মামলায় ২০০ জন সাক্ষী ছিল। ১৯৬৯ সালে এ মামলার বিরুদ্ধে পূর্ব-পাকিস্তানে ব্যাপক গণ-আন্দোলন দেখা দেয়। তীব্র আন্দোলনের মুখে আইয়ুব সরকার ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার এবং বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত যে আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে তা ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক ঘটনাটিকে ইঙ্গিত করে। নিম্নে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ফলাফল আলোচনা করা হলো—

১. **জাতীয়তাবাদের বিকাশ:** ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান বাঙালি জাতীয়বাদের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৫২ সালে সৃষ্ট বাঙালি জাতীয়তাবাদ এ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সুসংহত হয়।

২. **স্বৈরাচার বিরোধী মানসিকতা সৃষ্টি:** ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে জনগনের মধ্যে ব্যাপকভাবে স্বৈরাচার বিরোধী মানসিকতার সৃষ্টি হয়। ফলে গণতন্ত্রের জন্য আরো বেশি ত্যাগ স্বীকারের ব্যাপারে জনগণ মানসিকভাবে প্রস্তুতি নেয়।

৩. **আগরতলা মামলার অবসান:** ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ফলে পাকিস্তান সরকার আগরতলা মামলা প্রত্যাহারে বাধ্য হয়।

৪. **স্বৈরাচারী শাসনের অবসানঃ** এই আন্দোলনের ফলে আইয়ুব-মোনায়েম খানের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান হয়।

৫. **বঙ্গবন্ধু মুজিব অবিসংবাদিত নেতা:** এ আন্দোলনের ফলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির একমাত্র অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হন।

৬. **স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সৃষ্টি:** এ আন্দোলনের মাধ্যমে সৃষ্ট জাতীয়তাবাদের কারণে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালি জাতি অংশগ্রহণ করে এবং স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত আন্দোলন তথা ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ফলাফল ছিল সুদুরপ্রসারী।

প্রশ্ন ▶ ২৫ 'Y' রাষ্ট্রে জনগণ তাদের মাতৃভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য দাবি করে আসছিল। শাসকগোষ্ঠী তা কোনোক্রমেই মানতে রাজি নয়। অবশেষে সমগ্র জনগোষ্ঠী মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়। স্লোগানে স্লোগানে রাজপথ মুখরিত করে রাখে। শাসকগোষ্ঠী এ দাবি মেনে না নিয়ে শান্তিপ্রিয় নিরীহ জনগোষ্ঠীর উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের হতাহত করে। অবশেষে তীব্র আন্দোলনের মুখে শাসকগোষ্ঠী দাবি মানতে বাধ্য হয়। *[য. বো. ২০১৬ । প্রশ্ন নং ৪]*

ক. যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয় কত সালে? ১

খ. দ্বিজাতি তত্ত্ব বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত যে আন্দোলনের মিল আছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আন্দোলনের তাৎপর্য মূল্যায়ন করো। ৪

২৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয় ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর।

খ দ্বিজাতি তত্ত্ব হলো ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন জাতি ও রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতকে রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত করার একটি রাজনৈতিক মতবাদ।

১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বিজাতি তত্ত্বের উন্মেষ ঘটান। তার মতে, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই পৃথক ধর্মীয় দর্শন, সামাজিক রীতি, সাহিত্য, জীবনধারণ, ইতিহাস প্রভৃতির ক্ষেত্রে দুটি পৃথক অবস্থার মধ্যে অবস্থান করে। সুতরাং জাতীয়তার মানদন্ডে হিন্দু ও মুসলমান পৃথক জাতি। তার এ মতবাদটিই দ্বিজাতি তত্ত্ব নামে পরিচিত।

গ সৃজনশীল ২ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাপক।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন পরবর্তী ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন করলে তাতে পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের চরম ভরাডুবি ঘটে। নানা ছলচাতুরিতে ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করে পূর্ব পাকিস্তানের উপর অত্যাচারের স্টিম রোলার চালায় পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসকবর্গ। ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে পুঁজি করে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকবর্গের প্রতিটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ১৯৬২ সালে ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষাকমিশন গঠন করলে জনগণ তাতে বাধা দেয়। অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেলে ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী এতে ভীত হয়ে তা দমন করার জন্য শোষণ-নির্যাতন বাড়িয়ে দেয়। দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাবার দরুণ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ১৯৬৯ সালের স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারে বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান ঘটায় ও তার পতন নিশ্চিত করে। এতে সফল হয়ে বাঙালিরা ১৯৭০ সালে নির্বাচন করলে তাতেও আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয় লাভ করে। জয় পরবর্তীতে ক্ষমতা হস্তান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানীরা টালবাহানা করলে তা যুদ্ধে রূপ নেয় এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের উল্লিখিত ভাষা আন্দোলনের মূল তাৎপর্য এই যে, এ আন্দোলনের চেতনার পথ ধরে ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়।

teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৬ আসিফ একটি দেশের ইতিহাস পড়ে জানতে পারে- দেশটি একটি ঔপনিবেশিক শক্তির কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু স্বাধীন দেশেও তারা শোষিত ও বঞ্চিত হতে থাকে। দেশের জনগণ শুরু থেকেই এর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে থাকে। এক পর্যায়ে তাদের নেতা শাসকদের নিকট দায়িত্বশীল সরকার ব্যবস্থা, পৃথক মুদ্রা এবং আরও কিছু সুপারিশ পেশ করেন। *[য. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. বেঙ্গল প্যাক্টের উদ্যোক্তা কে ছিলেন? ১

খ. ৭ মার্চের ভাষণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নেতার সুপারিশ স্বাধীন বাংলাদেশের পটভূমিতে কোন আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পটভূমিতে উক্ত আন্দোলনের অন্যান্য দাবিগুলোর তাৎপর্য মূল্যায়ন করো। ৪

২৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক বেঙ্গল প্যাক্টের উদ্যোক্তা ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

খ বাঙালি জাতির ইতিহাসে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ এক স্মরণীয় দলিল।

মাত্র ১৮ মিনিটের তেজস্বী এ ভাষণের পরেই বাঙালি জাতির সামনে একটি গন্তব্য নির্ধারণ হয়ে যায় আর তা হলো স্বাধীনতা। এ ভাষণে বঙ্গবন্ধু প্রতিরোধ সংগ্রাম, যুদ্ধের কৌশল, ও শত্রু মোকাবেলার উপায় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দেন। এ ভাষণ বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল এবং দেশমাতৃকার স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। সুতরাং বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের তাৎপর্য অপরিসীম।

গ সৃজনশীল ৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পটভূমিতে ৬-দফা আন্দোলনের অন্যান্য দাবিগুলোর তাৎপর্য অপরিসীম।

আলোচ্য উদ্দীপকের বর্ণনায় নেতার যে সুপারিশ আছে তা পাঠ্যবইয়ের ৬-দফার বর্ণনার প্রথম ও তৃতীয় দফার সাথে মিল রয়েছে।

৬-দফার দ্বিতীয় দফাতে বলা হয়, কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের দায়িত্ব থাকবে কেবল প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গরাজ্যগুলোর পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে। এর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে ধরা হয়েছে। চতুর্থ দফাতে বলা হয়, সকল প্রকার কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে অঙ্গরাজ্যগুলোর হাতে। কেন্দ্রীয় তথা প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় রাজস্বের যোগান আঞ্চলিক তহবিল হতে সরবরাহ করা হবে। এ দফার তাৎপর্য হলো— কেন্দ্রীয় সরকারকে কর আদায়ের ঝামেলা পোহাতে হবে না, কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্য গুলোর জন্য কর ধার্য ও আদায়ের মধ্যে কোনোরূপ দ্বৈততা থাকবে না। এতে অপচয় ও অপব্যয় রোধ হবে। পঞ্চম দফায় বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা প্রদানের কথা বলা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত মুদ্রায় পূর্ব পাকিস্তান লাভবান হওয়ার পরিবর্তে পশ্চিম পাকিস্তান লাভবান হচ্ছে। ফলে পূর্ব পাকিস্তান অনুন্নতই থেকে যাচ্ছে এমন উপলব্ধি হয় পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের মনে। ষষ্ঠ দফায় আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা প্রদানের কথা বলা হয়। এ দফার তাৎপর্য হলো- এর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আঞ্চলিক নিরাপত্তার দাবিতে সোচ্চার হয়।

পরিশেষে বলা যায়, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পটভূমিতে ৬-দফা আন্দোলনের অন্যান্য দাবিগুলোর তাৎপর্য ব্যাপক ও অর্থবহ।

প্রশ্ন ▶ ২৭ দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে এ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে আশা জেগেছিল যে এবার তাদের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধিত হবে। কিন্তু অচিরেই অর্থনৈতিক শোষণ, সাংস্কৃতিক নিপীড়ন ও রাজনৈতিক বঞ্চনার কারণে তাদের হতাশায় নিমজ্জিত হতে হয়। পরবর্তীতে দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের এক পর্যায়ে সম্মোহনী নেতৃত্বের গুণাবলি সম্পন্ন এক ব্যক্তিত্ব জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি ও স্বাধিকারের কথা চিন্তা করে কয়েকটি দফার সমন্বয়ে একটি অনন্য কর্মসূচি প্রদান করেন। যা জাতির মুক্তি সনদ হিসেবে বিবেচিত হয়। *[য. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ২]*

ক. যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি প্রতীক কী ছিল? ১

খ. মুজিবনগর সরকারের গঠন লিখ। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত সম্মোহনী নেতা কর্তৃক ঘোষিত কর্মসূচি কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কর্মসূচির আলোকেই স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে- তা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি প্রতীক ছিল নৌকা।

খ মুক্তিযুদ্ধকে গতিময় ও সুসংহত করার জন্য ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার বা প্রবাসী সরকার গঠন করা হয়। এর গঠন নিম্নরূপ:

১. রাষ্ট্রপতি: শেখ মুজিবুর রহমান
২. উপ-রাষ্ট্রপতি: সৈয়দ নজরুল ইসলাম
৩. প্রধানমন্ত্রী: তাজউদ্দীন আহমদ
৪. পররাষ্ট্রমন্ত্রী: খন্দকার মোস্তাক আহমেদ
৫. অর্থমন্ত্রী: ক্যাপ্টেন মনসুর আলী
৬. স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী: এ এইচ এম কামারুজ্জামান
৭. প্রধান সেনাপতি: জেনারেল এম এ জি ওসমানী
৮. ডেপুটি চীফ অব স্টাফ: গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার

গ সৃজনশীল ৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৯ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৮ 'ক' ও 'খ' একটি বৃহৎ রাষ্ট্রের দুই অঞ্চল। 'ক' অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখে। এতে 'খ' অঞ্চল বৈষম্যের শিকার হয়। এই বৈষম্য থেকে মুক্তির লক্ষ্যে 'খ' অঞ্চলের একজন মহান নেতা কিছু কর্মসূচি পেশ করেন। উক্ত কর্মসূচিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, জবাবদিহিতামূলক শাসনব্যবস্থা, বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রাদেশিক সরকারকে ক্ষমতা প্রদানের দাবি অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু এতে মুদ্রা ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা বিষয়ে কোনো বক্তব্য ছিল না। *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম সংবিধান কত সালে রচিত হয়েছিল? ১

খ. তমদ্দুন মজলিস সম্পর্কে কি জানো? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'খ' অঞ্চলের মহান নেতার উত্থাপিত কর্মসূচির সাথে তোমার পঠিত কোন কর্মসূচির মিল আছে? ৩

ঘ. উদ্দীপকে বিবৃত কর্মসূচি এবং তোমার পঠিত কর্মসূচির মধ্যে কোনটি তুমি উত্তম মনে কর? যুক্তি দেখাও। ৪

২৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম সংবিধান রচিত হয়েছিল ১৯৫৬ সালে।

খ তমদ্দুন মজলিস হলো ভাষা আন্দোলনকে সংগঠিতভাবে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি সংগঠন।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে এ নিয়ে মতবিরোধ শুরু হয় ১৯৪৭ সালের শুরু থেকেই। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করেন। এ পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজ প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান এবং রসায়নের অধ্যাপকদ্বয় যথাক্রমে আবুল কাশেম ও নুরুল হক ভূঁইয়া বুদ্ধিজীবীদের অসন্তোষকে সাংগঠনিক রূপদানের লক্ষ্যে ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর 'তমদ্দুন মজলিস' গঠন করেন।

গ সৃজনশীল ৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে বিবৃত কর্মসূচি এবং আমার পঠিত বইয়ের কর্মসূচির মধ্যে আমি ৬-দফা কর্মসূচিকে উত্তম বলে মনে করি। নিচে এ সম্পর্কে যুক্তি দেখানো হলো—

১. **মুদ্রা ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা:** ৬-দফা কর্মসূচিতে মুদ্রা ও আঞ্চলিক নিরাপত্তার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। যেমন- ৬-দফা কর্মসূচির তৃতীয় দফাতে বলা হয়, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি পৃথক মুদ্রাব্যবস্থা চালু করতে হবে, যা পারস্পরিকভাবে কিংবা অবাধে উভয় অঞ্চলে বিনিময়যোগ্য। ষষ্ঠ দফায়— পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার জন্য আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা প্রদানের কথা বলা হয়।

২. **বাঙালি জাতীয়তাবাদ চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ:** শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা দাবির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি হয়।

৩. **ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি:** ছয় দফা ছিল পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি পাবার চূড়ান্ত পর্যায়। এর উপর ভিত্তি করেই পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি পাবার আশায় বাঙালিরা মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত 'খ' অঞ্চলের মহান নেতার উত্থাপিত কর্মসূচিতে মুদ্রা ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করার মতো কোনো বিষয় না থাকার কারণে 'খ' অঞ্চলের জনগণ তাদের সমস্যা থেকে মুক্তি পাবার আশা করতে পারে না। সুতরাং, উদ্দীপকে বিবৃত কর্মসূচির চাইতে আমার পঠিত বইয়ের ৬-দফা কর্মসূচি যে উত্তম এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ২৯ 'ঘ' রাষ্ট্রের স্বাধীনতার দুই যুগ পরে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে একটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু ক্ষমতাসীন সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় বিজয়ী দলের নেতা ও জনগণ নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় এবং পরবর্তীতে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন।

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৫]

ক. মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? ১

খ. অপারেশন সার্চ লাইট কেন সংগঠিত হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোনো নির্বাচনের সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নির্বাচন বস্তুত পক্ষে রাষ্ট্রটির রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটায়— বিশ্লেষণ কর। ৪

২৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ।

খ অপারেশন সার্চলাইট হলো ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক বাঙালিদের উপর পরিচালিত একটি বর্বর অভিযানের নাম।

২৪ মার্চ অনুষ্ঠিত ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনাতেও সংকট উত্তরণে কোনো ঐকমত্য হয়নি। মূলত ইয়াহিয়া খান আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করে পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণে প্রয়োজনীয় সমর প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন। প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে তিনি আলোচনা অসমাপ্ত রেখেই ২৫ মার্চ গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। তবে যাবার আগে তিনি সেনাবাহিনীকে নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালির ওপর আক্রমণের নির্দেশ দিয়ে যান। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নির্দেশ মতো পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর টিক্কা খানের সৈন্যরা ২৫ মার্চ মধ্যরাতে ঢাকায় এক গণহত্যার তাণ্ডবলীলায় মেতে ওঠে। যা 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে খ্যাত।

গ সৃজনশীল ১ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩০ 'ক' ভূখন্ডটি হাজার বছর ধরে পরাধীন ছিল। পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে দেশটি নানা বঞ্চনা ও শোষণের শিকার হতে থাকে। এ থেকে মুক্তির জন্য বহু মানুষ বিভিন্ন সময়ে জীবন দেয়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা আনতে পারেনি। এ সময় এক মহান নেতা পরাধীনতা থেকে দেশের জনগণকে মুক্ত করতে স্বাধীনতার ডাক দেন। তার ডাকে সকল মানুষ সাড়া দেয় ও সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে দেশটি স্বাধীন হয়। ফলে পরাধীনতার গ্লানি থেকে দেশটি মুক্তি পায়।

[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৫]

ক. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (NAP) জন্ম কত সালে? ১

খ. কোন কোন দলের সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল? ২

গ. উদ্দীপকে পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়? ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নেতার স্বাধীনতার ডাক সম্পর্কে তোমার মতামত উপস্থাপন কর। ৪

৩০নং প্রশ্নের উত্তর

ক ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (NAP) এর জন্ম হয় ১৯৫৭ সালে।

খ ১৯৫৩ সালে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, একে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখের প্রচেষ্টায় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়।

নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগকে চরম শিক্ষা দেয়ার জন্য এ অঞ্চলের কয়েকটি সমমনা দল মিলে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। এটি মূলত চারটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত হয়। এগুলো হলো- মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগ, এ.কে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক-শ্রমিক পার্টি, মওলানা আতাহার আলীর নেতৃত্বাধীন নেজাম-ই ইসলামী এবং হাজী দানেশের নেতৃত্বাধীন বামপন্থি গণতন্ত্রী দল।

গ উদ্দীপকের বক্তব্য পাঠ্যবইয়ের মুক্তিযুদ্ধকে ইঙ্গিত করেছে।

১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে তৎকালীন পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। পাকিস্তানি শাসকদের শোষণের হাত থেকে মুক্তি লাভের আশায় পূর্ব বাংলার জনগণ আওয়ামী লীগকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দেয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা প্রদানে নানারকম ষড়যন্ত্র শুরু করে। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। ২ মার্চ এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ভাষণে জনগণকে মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান জানান। ১০ এপ্রিল মুজিব নগর সরকার গঠন এবং স্বাধীনতার সাংবিধানিক ঘোষণাপত্র গ্রহণের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। দীর্ঘ নয় মাস এক রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জিত হয়। ৯৩ হাজার পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সদস্য এই দিন আত্মসমর্পণ করে। বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

উদ্দীপকের 'ক' দেশটি হাজার বছর ধরে পরাধীন ছিল। দেশটি নানা শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হতে থাকে। এ থেকে মুক্তির জন্য বহু মানুষ বিভিন্ন সময়ে জীবন দেয়, কিন্তু তারা প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা আনতে পারেনি। এ সময় এক মহান নেতা স্বাধীনতার ডাক দেন। তার ডাকে জনসাধারণ সাড়া দেয় এবং সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ঘটনাটি মুক্তিযুদ্ধকে ইঙ্গিত করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত নেতা হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের মাধ্যমে তিনি স্বাধীনতার ডাক দেন।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) প্রায় ১০ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ভাষণের শুরুতে তিনি বাংলার মানুষের মুক্তির কথা বলেছেন। এ ভাষণে তিনি চারটি দাবি

Teachingbd24.com

উত্থাপন করেন। সেগুলো হলো সামরিক আইন মার্শাল-ল প্রত্যাহার করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। গণহত্যার তদন্ত করতে হবে এবং জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। বঙ্গবন্ধু ছিলেন বিচক্ষণ, দূরদর্শী রাজনীতিবিদ। তিনি তার প্রজ্ঞা দ্বারা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যুদ্ধ ছাড়া স্বাধীনতা অর্জনের বিকল্প কোন পথ নেই। কৌশলগত কারণে প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা না দিলেও তার বক্তব্যের মূল চেতনা ছিল স্বাধীনতার ঘোষণা।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে বাঙালির আন্দোলন সংগ্রামের এক নতুন বাঁক তৈরি হয়, তা হলো 'স্বাধিকার নয় স্বাধীনতা'। মূলত এই ভাষণের সাথে সাথেই বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে থাকে। এ ঘোষণার মধ্য দিয়ে সেনাবাহিনী ছাড়া পূর্ব বাংলার প্রশাসন তার নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। তার নির্দেশ অনুসারে পূর্ব বাংলার স্কুল কলেজ, অফিস-আদালত, কলকারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়। খাজনা, ট্যাক্স প্রদান বর্জন করা হয়। ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের মধ্যে তিনি স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের কথা বলেছিলেন। তিনি বাঙালিদের ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার কথা বলেছিলেন। শত্রুর মোকাবেলা করার কথা বলেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর এই মহান ঘোষণা মিথ্যা হয়নি। তার এই ঘোষণা স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিদের সাহস ও প্রেরণা জুগিয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩১ সাবিনা তার দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস পড়ে জানতে পারে তার দেশটি দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক নির্বাচিত ও বঞ্চিত ছিল। এই শোষণ ও বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তির জন্য এক পর্যায়ে তাদের মহান নেতা বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান পশ্চিমা শাসকদের কাছে দায়িত্বশীল সরকার ব্যবস্থা ও পৃথক মুদ্রার জন্য দাবি জানায়।

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৪]

ক. বাংলাদেশের সংবিধান কবে কার্যকর হয়? ১

খ. অ্যাটর্নি জেনারেলের দুটি কাজ বর্ণনা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত দাবিগুলোর সাথে আর কি কি দাবি ছিল? আলোচনা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, উক্ত দাবিগুলোর মাঝে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রথম বিজয় দিবস থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়।

খ অ্যাটর্নি জেনারেলের ২টি কাজ হলো—

১. অ্যাটর্নি জেনারেল বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

২. অ্যাটর্নি জেনারেল প্রজাতন্ত্রের পক্ষে আইনের জটিল প্রশ্নে মতামত প্রকাশ করতে পারবেন।

গ উদ্দীপকের সাথে আমার পঠিত ১৯৬৬ সালের ছয় দফা কর্মসূচির সাদৃশ্য আছে। উদ্দীপকে বর্ণিত দিকগুলো ছাড়াও ৬ দফার আরও বিভিন্ন দিক রয়েছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ঐতিহাসিক ছয় দফা একটি অনন্য ও অসাধারণ কর্মসূচি। এর মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদ পূর্ণতা লাভ করে। আলোচ্য উদ্দীপকে নেতা যে সুপারিশগুলো করেছেন তা পাঠ্যবইয়ের ৬ দফা কর্মসূচির প্রথম ও তৃতীয় দফার সাথে মিল আছে।

৬ দফার দ্বিতীয় দফায় বলা হয়, দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়গুলো যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অধীনে থাকবে। তাছাড়া সরকারের অন্যান্য বিষয় প্রদেশগুলোর হাতে ন্যস্ত থাকবে। কর ও শুল্ক ধার্যের ক্ষেত্রে অঙ্গরাজ্যগুলোর স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে ছয় দফার চতুর্থ দফায়। পঞ্চম দফায় বলা হয়, প্রতিটি অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রার আয়ের হিসাব আলাদা রাখতে হবে এবং আমদানি-রপ্তানি ও বাণিজ্য চুক্তি করার অধিকার থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। আঞ্চলিক সেনাবাহিনী ও আধাসামরিক বাহিনী গঠনের কথা বলা হয়েছে ষষ্ঠ দফায়।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কর্মসূচি অর্থাৎ ছয় দফা কর্মসূচির মাঝে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল।

পাকিস্তানের স্বৈরশাসক গোষ্ঠীর শোষণ, নির্যাতন ও অবিচারের বিরুদ্ধে ছয় দফা ছিল একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এ আন্দোলন ছিল শোষকের হাত থেকে শোষিতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের হাতিয়ার।

১৯৬৬ সালের ছয় দফার মাধ্যমে বাঙালিরা প্রথম লিখিতভাবে স্বায়ত্তশাসনের দাবি পেশ করে এবং যা ছিল সমগ্র বাংলার জনগণের প্রাণের দাবি। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, বাঙালিদের সাফল্য লাভ করার কৌশল বা সামর্থ্য আছে। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ শিল্প, কারখানা, ব্যাংক, বিমা প্রভৃতি পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতিরা একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ করতো। দেশের সমুদয় সম্পদ ২২টি পরিবারের মধ্যে কুক্ষিগত ছিল। বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে নস্যাৎ করার জন্য সরকার নানা টাল-বাহানা করেছিল। কিন্তু এসব উপেক্ষা করে জনমত ক্রমেই ছয় দফার প্রতি সহানুভূতিপ্রবণ হতে থাকে। ছয় দফাকে তারা মুক্তির একমাত্র উপায় বলে গ্রহণ করে। অবশেষে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে ত্বরান্বিত করে। এই দাবিতে উজ্জীবিত হয়েই বাঙালিরা ১৯৭১ সালে মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে আমরা মুক্তি বা স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছি।

পরিশেষে বলা যায়, ছয় দফা কেন্দ্রিক আন্দোলনের পথ বেয়েই জন্ম নিয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। এ কারণেই ছয়দফাকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয়।

প্রশ্ন ▶ ৩২ 'ক' রাষ্ট্রের স্বাধীনতার পর থেকেই শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রের একটি অঞ্চলের জনগণের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ শুরু করে। শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়ন নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয় এবং এক পর্যায়ে জনগণের প্রিয় নেতা শাসকগোষ্ঠীর কাছে কিছু দাবী-দাওয়া উত্থাপন করেন।

[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ। প্রশ্ন নং ২]

ক. ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ কতটি আসন লাভ করে? ১

খ. যুক্তফ্রন্ট বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে পূর্ব পাকিস্তানের কোন রাজনৈতিক ঘটনার মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দাবী সম্বলিত কর্মসূচি ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ— বিশ্লেষণ কর। ৪

৩২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন লাভ করে।

খ যুক্তফ্রন্ট বলতে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী একটি সম্মিলিত রাজনৈতিক জোটকে বোঝায়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে মোকাবিলা করার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের ঐক্যবদ্ধতার প্রয়োজন হয়। এ অবস্থায় মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখের প্রচেষ্টায় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো একটি জোট গঠন করে। চারটি দল নিয়ে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর গঠন করা এই জোটটিই 'যুক্তফ্রন্ট' নামে পরিচিতি। এর শরিক দলগুলো হলো-১. আওয়ামী মুসলিম লীগ ২. নেজাম-ই-ইসলাম ৩. কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও ৪. গণতন্ত্রী দল।

গ সৃজনশীল ৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৩৩ এবার ভোট দিতে গিয়ে জয়ীর দাদুর কথা মনে পড়ল। দাদু বলেছিলেন, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয় হয়। *[হলি ক্রস কলেজ। প্রশ্ন নং ১]*

ক. মুক্তিযুদ্ধের কয়টি সেক্টর ছিল? ১

খ. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কেন দায়ের করা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জয়ীর দাদু যে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের কথা বলেন, তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ১৯৭০ সালের নির্বানের ফলাফল বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টর ছিল।

খ বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা কর্মসূচিকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যেই আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়।

আগরতলা মামলা বাঙালি জনগণ ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তৎকালীন পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর ধারাবাহিক ষড়যন্ত্র ও দমননীতিরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। স্বৈরাচারী আইয়ুব-মোনায়েম সরকার শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগকে জনবিচ্ছিন্ন করার জন্য এই মামলার নীলনকশা তৈরি করেন। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে আরও ৩৪ জন সামরিক, বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। এই মামলায় শেখ মুজিবকে 'পাকিস্তানের শত্রু' এবং 'ভারতের দালাল' বলে প্রচার চালানো হয়।

গ সৃজনশীল ৭ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৮ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ মোহনার দেশটি উত্তর ও দক্ষিণ এ দুটি অঞ্চলে বিভক্ত। মোহনা উত্তর অঞ্চলে বসবাস করে কিন্তু দেশ শাসন করে দক্ষিণ অঞ্চলের শাসকেরা। এতে বিমাতাসুলভ আচরণে অতীষ্ঠ হয়ে মোহনার অঞ্চলের একজন বলিষ্ঠ নেতা নিজেদের দাবীকে সংহত করার জন্য মুদ্রা, কর, খাজনা, বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত কিছু সুপারিশ দক্ষিণ অঞ্চলের শাসকদের নিকট পেশ করেন। 'মহান নেতার এ কর্মসূচীই উত্তর অঞ্চলে স্বাধীনতার সনদ বলে গণ্য হয়'।

[ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ। প্রশ্ন নং ৩]

ক. কত সালে পলাশীর যুদ্ধ হয়? ১

খ. ৩৫ জনকে আসামী করে কোন মামলা হয়? ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে মহান নেতা কর্তৃক উত্থাপিত কর্মসূচীর বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত বিষয়টির গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৭৫৭ সালে।

খ ৩৫ জনকে আসামী করে আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়।

পাকিস্তান সরকার ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে তিনিসহ ৩৫ জন বাঙালি সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করে তাই আগরতলা মামলা নামে পরিচিত। এ মামলা ছিল বাঙালি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তৎকালীন পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর ধারাবাহিক ষড়যন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ। এই মামলায় শেখ মুজিবকে 'পাকিস্তানের শত্রু' এবং 'ভারতের দালাল' বলে প্রচারনা চালানো হয়।

গ উদ্দীপকের মহান নেতা অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক উত্থাপিত কর্মসূচিটি হলো ৬ দফা কর্মসূচি।

১৯৪৭ সালে পূর্ব ও পশ্চিম দুটি অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এপর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ শুরু করে। তারা বেসামরিক ও সামরিক চাকরি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, অর্থনীতিসহ সব ক্ষেত্রে পাহাড়সম বৈষম্য সৃষ্টি করে। বাঙালির প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যের প্রতিবাদ এবং তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধিকারের দাবিকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ ছয়দফা দাবি পেশ করেন। উক্ত কর্মসূচিতে তিনি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং মুদ্রা ব্যবস্থা, কর ও খাজনা আদায় এবং বৈদেশিক বাণিজ্য প্রভৃতিবিষয়গুলো প্রদেশসমূহের হাতে ন্যস্ত করতে বলেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মোহনার দেশটি উত্তর ও দক্ষিণ এ দুটি অঞ্চলে বিভক্ত। আর এ দেশটি শাসন করে দক্ষিণ অঞ্চলের শাসকেরা। উত্তর অঞ্চলের প্রতি শাসকদের বিমাতাসুলভ আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে এ অঞ্চলের একজন নেতা নিজেদের দাবিকে সংহত করার জন্য মুদ্রা, কর, খাজনা, বৈদেশিক বাণিজ্যসংক্রান্ত কিছু সুপারিশ দক্ষিণ অঞ্চলের শাসকদের কাছে পেশ করেন। উদ্দীপকের এ ঘটনা বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা দাবির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ পাকিস্তান রাষ্ট্রটি পূর্ব ও পশ্চিম দুটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। তারা পূর্ব অঞ্চলের জনগণের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করত। আর এ বৈষম্যের অবসান ঘটাতে বঙ্গবন্ধু ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি অর্থাৎ ছয়দফা কর্মসূচি বাংলাদেশের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ ঘটনা।

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি সর্বক্ষেত্রে যে বৈষম্য ও শোষণ করা হয়েছিল ৬ দফা কর্মসূচি ছিল তার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। এটি ছিল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে বাঁচার দাবি। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শাসন-শোষণ ও বঞ্চনার হাত থেকে বাঙালি জাতিকে মুক্ত করার জন্য ৬ দফা ছিল এক সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত ও অনুপ্রেরণা সমৃদ্ধ কর্মসূচি। এর ফলে তাদের নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী চেতনা তাদের ঐক্য ও সংহতি জোরদার করে।

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ শিল্প, কলকারখানা, ব্যাংক, বিমা প্রভৃতি পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতিরা একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ করত। ছয় দফা ছিল শোষকের হাত হতে বাঙালির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ছিনিয়ে আনার হাতিয়ার। সত্তরের নির্বাচন ছিল মূলত ছয় দফা তথা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ওপর জনমত যাচাইয়ের অপূর্ব সুযোগ। ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের পিছনে ছয় দফা কর্মসূচীর ছিল জোরালো আবেদন। এসব কারণেই ছয় দফাকে বাঙালির ম্যাগনাকার্টা বলে আখ্যায়িত করা হয়।

আলোচনা শেষে বলা যায়, বঙ্গবন্ধুর ছয়দফা কর্মসূচি বাংলাদেশের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ মেঘলা জাতীয় সংসদের নির্বাচনে ভোট দিতে গিয়ে তার দাদুর কথা মনে পড়ল। দাদু বলেছিলেন ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয় হয়। *[বি এন কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ২]*

ক. মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় কখন? ১

খ. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত নির্বাচনের ফলাফল ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তান ভাঙনের সংকেত বহন করে-এর স্বপক্ষে তোমার মতামত দাও। ৪

৩৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজিব নগর সরকার গঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল।

খ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান বলতে স্বৈরাচারী শাসকচক্রের বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সালে বাংলার জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে বোঝায়।

জেনারেল আইয়ুব খানের একনায়কতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারী শাসন বাংলার মানুষকে অতিষ্ঠ করে তোলে। ফলে তারা বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন করে। তখন সরকার মিথ্যা মামলায় বঙ্গবন্ধুকে আটক করে। এর ফলে

Teachbd24.com

সমগ্র পূর্ব-বাংলার ছাত্রজনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন আন্দোলন থেকে এটি গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। এটিই ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' দেশের উত্তর অংশে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক দল ঐ অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করে। আবার দক্ষিণ অংশে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক দলটি দক্ষিণ অংশের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। এ কারণে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে দল দুটি অঞ্চলভিত্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বৃহৎ পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতিনিধি ছিল আওয়ামী লীগ। আর এ রাষ্ট্রের পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের নেতৃত্ব দিতেন পাকিস্তান পিপলস পার্টি। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর অঞ্চল দুটিতে জাতীয় পরিষদ এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচনি ফলাফলে দেখা যায়, জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে ১৬২টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬০টি আসন লাভ করে। অবশিষ্ট ২টি আসনে নির্বাচিত হন পিডিপির নুরুল আমিন এবং নির্দলীয় ত্রিদিব রায়। পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশের মধ্যে পিপিপি মোট ৮৩টি আসন পায়। অর্থাৎ আওয়ামী লীগ সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ জাতীয় পরিষদের মোট ৩১৩টি আসনের মোট ১৬৭টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আর তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পিপিপি মোট ৮৮টি আসন পায়। অপরদিকে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে মোট ৩১০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ মোট ২৯৮টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যেমন পশ্চিম পাকিস্তানে ১টি আসনও পায়নি, পিপিপিও তেমনি পূর্ব পাকিস্তানে ১টি আসনও পায়নি।

ঘ উদ্দীপকে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তান ভাঙনের সংকেত বহন করে— মন্তব্যটি যথার্থ।

১৯৭০ সালের নির্বাচন অবিভক্ত পাকিস্তানের শেষ নির্বাচন। এ নির্বাচনে মোট ২৪টি রাজনৈতিক দল এবং অন্যান নির্দলীয় ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় সূচিত হয়। প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত এ নির্বাচন ছিল বাঙালিদের মুক্তির প্রেরণা। এ নির্বাচনের ফলাফলকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানে এক বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি হয়েছিল যার সমাপ্তি ঘটে পাকিস্তান ভাঙনের মাধ্যমে এবং বাংলাদেশ নামক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক উভয় পরিষদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এই ফলাফল অনুযায়ী আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হওয়ার ন্যায়সংগত অধিকার ছিল। কিন্তু পাকিস্তান সামরিক ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে গড়িমসি শুরু করে। ১৯৭১ সালে ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করে। এই ঘোষণার সাথে সাথে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এই ঘটনার জের ধরে ইয়াহিয়া খান পুনরায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করে। কিন্তু এই ঘোষণায় আস্থা রাখতে না পেরে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জনসভার আয়োজন করা হয়। এ জনসভায় বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক ভাষণে ব্যাপক আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

পরিশেষে বলা যায়, ১৯৭১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তথা পূর্ববাংলার মানুষের বিজয় সূচিত হয়। এর ফলাফল স্বরূপ পাকিস্তান ভাঙ্গণ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। পাকিস্তানি স্বার্থবাদী শাসকদের ষড়যন্ত্রে এ দেশে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়। এই নির্বাচনের পরবর্তী মাত্র ১ বছরের মধ্যেই পাকিস্তান ভেঙ্গে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। একটি পাকিস্তান অপরটি বাংলাদেশ।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ আফ্রিকার একটি দেশের জনগণ দীর্ঘদিন ধরে শোষিত ও নির্যাতিত। এই শোষিত ও নির্যাতিত জনগণের পাশে দাঁড়ান ম্যান্ডেলা নামে এক আফ্রিকান নেতা। তিনি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কতগুলো দাবি উত্থাপন করেন। সেই দাবিগুলো আদায়ের জন্য তার নেতৃত্বে জনগণ দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন।

[বি এন কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৩]

ক. তিতুমীরের পূর্ণ নাম কী? ১

খ. সিপাহী বিদ্রোহ বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত দাবিগুলো কোন বাঙালি নেতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঐ দাবিগুলো ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক তিতুমীরের পূর্ণনাম হলো সৈয়দ মীর নিসার আলী।

খ সিপাহী বিদ্রোহ ভারতীয় উপমহাদেশে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ সংগ্রাম।

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকার ১৮৫৬ সালে এনফিল্ড রাইফেল নামে একটি বিশেষ ধরনের বন্দুকের প্রচলন করে। এটির কার্তুজ দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকে ঢুকাতে হতো। এ কার্তুজে গরু ও শুকরের চর্বি মাখানো ছিল যা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে ধর্মনাশের সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র বলে প্রতীয়মান হয়। এ পরিস্থিতিতে সংগত করণেই উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা চরমভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ কলকাতার নিকট দম দম ও ব্যারাকপুরে মঙ্গলপান্ডে নামে জনৈক সিপাহি বিপ্লব শুরু করে। পরবর্তীতে সারা ভারতে ইংরেজদের সাথে সিপাহিদের বিভিন্ন জায়গায় প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। তবে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা, সংগঠনের অভাব, উপযুক্ত নেতা, সামরিক প্রশিক্ষণ ও রসদের অভাবে এই সিপাহী বিদ্রোহ সফলতা লাভ করতে পারেনি।

গ সৃজনশীল ৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৭

সরকার
↓

রাষ্ট্রপতি	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
উপ-রাষ্ট্রপতি	সৈয়দ নজরুল ইসলাম
প্রধানমন্ত্রী	তাজউদ্দিন আহমদ
পররাষ্ট্রমন্ত্রী	খন্দকার মোশতাক আহমদ
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী	এ.এইচ.এম. কামরুজ্জান

[গাজীপুর সিটি কলেজ | প্রশ্ন নং ২]

ক. যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি প্রতীক কী ছিল? ১

খ. মৌলিক গণতন্ত্র কী? ২

গ. ছকে উল্লিখিত তথ্যটি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন সরকারকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে উক্ত সরকারের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি প্রতীক ছিল নৌকা।

খ মৌলিক গণতন্ত্র হলো ১৯৬০-এর দশকে জেনারেল আইয়ুব খানের শাসনামলে প্রবর্তিত একটি স্থানীয় সরকার পদ্ধতি।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনালের আইয়ুব খান একটি নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে মৌলিক

teachingbd24.com

গণতন্ত্র আদেশ ১৯৫৯ জারি করেন। প্রারম্ভিক পর্যায়ে মৌলিক গণতন্ত্র ছিল একটি পাঁচ স্তরবিশিষ্ট ব্যবস্থা। নিম্ন থেকে শুরু করে এ স্তরগুলো ছিল ১.ইউনিয়ন পরিষদ এবং শহর ও ইউনিয়ন কমিটি, ২. থানা পরিষদ, ৩. জেলা পরিষদ, ৪. বিভাগীয় পরিষদ এবং ৫. প্রাদেশিক উন্নয়ন উপদেষ্টা পরিষদ।

গ উল্লিখিত তথ্যটি আমার পাঠ্যবইয়ের মুজিবনগর সরকারকে নির্দেশ করে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর গণহত্যা শুরু হলে প্রাথমিকভাবে পূর্বপ্রস্তুতি ও সাংগঠনিক তৎপরতা ছাড়াই পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মুক্তিযুদ্ধকে গতিময় ও সুসংহত করা, ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী লক্ষ লক্ষ বাঙালির দেখাশোনা এবং বহির্বিশ্বে বাঙালি জাতির ভাবমূর্তিকে তুলে ধরার জন্য এ সময়ে প্রবাসী সরকার গঠনের চিন্তা-ভাবনা চলতে থাকে।

অবশেষে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলের ঘোষণা অনুযায়ী স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের 'প্রবাসী সরকার' গঠন করা হয় যা মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিত। এ সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এছাড়া উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ, স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান, পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ; অর্থমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অব:) মনসুর আলী এবং প্রধান সেনাপতি ছিলেন জেনারেল এম.এ.জি. ওসমানী।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে যে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে তা মূলত মুজিব নগর সরকারের গঠনকেই প্রকাশ করে।

ঘ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে উক্ত সরকারের অর্থাৎ মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা অপরিসীম।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রবাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয় এবং ইতিহাসে এই অস্থায়ী সরকার 'মুজিবনগর সরকার' নামে পরিচিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মুজিবনগর সরকার গঠন ছিল একটি যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনা। কেননা এই সরকারই মুক্তিযুদ্ধে বেসামরিক বা রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পথকে সুগম করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলার স্বাধীনতাকামী জনতা মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ায় আশার আলো দেখতে পায়। তরুণরা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সংগ্রহ করতে ভারতে ভিড় জমালে এ সরকার প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রের ব্যবস্থা করে তরুণদের যুদ্ধের ময়দানে পাঠায়। স্বাধীনতা চেতনাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এবং সংগ্রামী জনগণের মনোবল ঠিক রাখার জন্য মুজিবনগর সরকার স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তা মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণার অন্যতম উৎস ছিল। বাংলাদেশে ২৬ মার্চ সকাল হতে স্বতঃস্ফূর্ত যুদ্ধ শুরু হলে এ সরকার মুক্তিযুদ্ধকে সুসংহতভাবে পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে যুদ্ধ ক্ষেত্রকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে। মুজিবনগর সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা ছিল কলকাতা, দিল্লি, লন্ডন, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক ও স্টকহোমসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ সরকারের মিশন স্থাপন এবং সব স্থানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি নিয়োগ করে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রচারণা ও সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করা।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয়, মুজিবনগর সরকার মুক্তিযুদ্ধকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা, মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা এবং কূটনৈতিক তৎপরতাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ রক্তিম টিভিতে একটি যুদ্ধের সচিত্র প্রতিবেদন দেখছিল। প্রতিবেদনে নিরস্ত্র মানুষের উপর হত্যাযজ্ঞ, বাড়িঘর-দোকানপাট লুণ্ঠন, পোড়ানো এবং চোখ বাধা অবস্থায় নির্যাতনের ছবি দেখানো হয়। কিন্তু যুদ্ধ শেষে পরাজিত বাহিনীর প্রধানের দলিলে স্বাক্ষরের একটি দৃশ্য দেখে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে।

[নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১১]

ক. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি ছিল কতজন? ১

খ. ফরায়েজি আন্দোলন কী ছিল? ২

গ. রক্তিমের দেখা যুদ্ধের প্রতিবেদনের সাথে তোমার পঠিত কোন যুদ্ধের সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. এই যুদ্ধে নিরস্ত্র মানুষের জন্য যারা অস্ত্র ধরেছিল তাদের কল্যাণের জন্য কী কী পদক্ষেপ নেয়া উচিত? মতামত দাও। ৪

৩৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি ছিল ৩৫ জন।

খ ফরায়েজি আন্দোলন বলতে হাজি শরীয়তউল্লাহ কর্তৃক পরিচালিত ফরজভিত্তিক আন্দোলনকে বোঝায়।

১৮১৮ সালে হাজি শরীয়তউল্লাহ মক্কা থেকে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে তিনি দেখলেন মুসলমানরা নানা প্রকার কুসংস্কারে লিপ্ত। তারা কবরপূজা, পীরপূজা, ওরস ও মানত করে পরিত্রাণ পাবে বলে মনে করত। এ অবস্থা দেখে হাজি শরীয়তউল্লাহ ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের ডাক দেন। এতে ইসলাম ধর্মের পাঁচটি ফরজ পালনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। এই আন্দোলনই ইতিহাসে ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিত।

গ রক্তিমের দেখা যুদ্ধের প্রতিবেদনের সাথে আমার পঠিত ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সাদৃশ্য রয়েছে। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেন। ঐ রাতেই ইয়াহিয়া খান কর্তৃক টিক্কা খানকে প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে সেনাবাহিনী ইপিআর, পুলিশফাঁড়ি এবং ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সের উপর আক্রমণ চালায়। এরপর থেকে শুরু হয় নিরস্ত্র মানুষের উপর হত্যাযজ্ঞ, বাড়িঘর-দোকানপাট লুণ্ঠন ও পোড়ানো। অসহায় মানুষদের ওপর চোখ বাঁধা অবস্থায় নির্যাতন চালাতে থাকে হানাদার বাহিনী। প্রায় ৩০ লক্ষ সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হয় এবং ২ লক্ষ নারীর সম্মানহানির মাধ্যমে অবশেষে পাকিস্তানি বাহিনী ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করে।

উদ্দীপকে রক্তিমের দেখা যুদ্ধের প্রতিবেদনে হত্যাযজ্ঞ, লুণ্ঠন, পোড়ানো এবং নির্যাতনের দৃশ্য ফুটে উঠেছে। সুতরাং বলা যায়, রক্তিমের দেখা প্রতিবেদন এবং ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের চিত্র এক ও অভিন্ন।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত বিবরণ দ্বারা ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন বাংলায় পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর অত্যাচার ও নির্যাতনের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই যুদ্ধে যারা অস্ত্র ধারণ করেছিল তাঁরা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরু হয় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে। ইয়াহিয়া খান কর্তৃক টিক্কা খানের নির্দেশে সারাদেশে শুরু হয় হত্যাযজ্ঞ এবং নির্যাতন। তবে অল্প দিনের মধ্যেই বাঙালি প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করে। বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে প্রতিটি সেক্টরে একজন করে কমান্ডার নিয়োগ করা হয়। নিয়মিত বাহিনী, অনিয়মিত বাহিনী, আঞ্চলিক বাহিনী, গেরিলা বাহিনী পরিচালনা করে মুক্তিবাহিনী গঠন করা হয়।

১৯৭১ সালের মুক্তিবাহিনীতে যারা অংশ গ্রহণ করেছিল তাদের কল্যাণে রাষ্ট্রের নানাবিধ পদক্ষেপ নেয়া উচিত বলে আমি মনে করি। যদিও তাদের রক্তঋণ পরিশোধযোগ্য নয়, তদুপরি তাদের সার্বিক সেবায়

Feedmyjob24.com

রাষ্ট্রের নিয়োজিত হওয়া উচিত। মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ভাতা, তাদের পুনর্বাসন, আবাসিক নিশ্চয়তা দান, তাদের সন্তানদের যোগ্যতা অনুযায়ী রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে নানাবিধ সাহায্য করা যেতে পারে। এছাড়াও উন্নত চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করা এবং গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত তাদের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

উদ্দীপকে বর্ণিত বিবরণ ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতাকে নির্দেশ করে। স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রাম ও প্রতিরোধের মাধ্যমে বাঙালি জীবন ও রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করে। যে সব মুক্তিকামী মুক্তিযোদ্ধারা নিরস্ত্র মানুষের জন্য অস্ত্র ধরেছিল তাদের কল্যাণের ও সম্মানের জন্য রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে নীতি নির্ধারণ এবং আইন তৈরি করা দরকার।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ আবির যে রাষ্ট্রের বাসিন্দা সেটি ১৯৪৭ সালে আলাদা দু'টি ভূখণ্ড নিয়ে গঠিত হয়। রাষ্ট্রটি সৃষ্টির পর থেকে পশ্চিমাঞ্চলের কায়েমী স্বার্থবাদী মহল পূর্বাঞ্চলের প্রতি ক্রমাগত শোষণ, অবহেলা ও বৈষম্যমূলক নীতির আশ্রয় নেয়। যার ফলে পূর্বাঞ্চলের মানুষের মনে ক্রমাগত অসন্তোষের জন্ম নেয়। এ প্রেক্ষাপটে পূর্বাঞ্চলের এক জনপ্রিয় নেতা একটি দাবি পেশ করেন এবং ঘোষণা করেন উক্ত দাবিই হচ্ছে পূর্বাঞ্চলের মানুষের প্রাণের দাবি ও মুক্তির সনদ।

[পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া। প্রশ্ন নং ৪]

ক. লাহোর প্রস্তাব কে উপস্থাপন করেন? ১

খ. ভাষা আন্দোলন বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে পূর্ব পাকিস্তানের কোন রাজনৈতিক ঘটনার মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ঘটনা বাংলাদেশের স্বাধীনতার দ্বার উন্মুক্ত করে— বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।

খ ভাষার মর্যাদা রক্ষার্থে ১৯৫২ সালে পূর্ব বাংলার ছাত্র জনতা যে আন্দোলন করে তাই হলো ভাষা আন্দোলন।

পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পরপরই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষার ওপর আঘাত হানে। ১৯৫২ সালে তারা উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেয়। এই ঘোষণায় পূর্ব-বাংলার ছাত্র জনতা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে এবং আন্দোলন পরিচালনা করে। এ আন্দোলনে কয়েকজন ছাত্র শহিদ হন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সংঘটিত এই আন্দোলনই হলো ভাষা আন্দোলন।

গ সৃজনশীল ৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪০ পূর্ব তিমুরের জনপ্রিয় নেতা জানানা গুসামাও ও তার দল দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ক্ষমতাসীন সরকার শান্তিপূর্ণভাবে তাকে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি এক বিশাল জনসভায় তার দলের এ বিজয়কে জনগণের জাতীয়তাবাদী বিজয় বলে উল্লেখ করেন।

[আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া। প্রশ্ন নং ১১]

ক. মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় কত সালে? ১

খ. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল বর্ণনা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে পাকিস্তানের কত সালের নির্বাচনের মিল রয়েছে? বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. পূর্ব তিমুরের সাথে পাকিস্তানের নির্বাচন পরবর্তী শাসনক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়ার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৪০নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় ১৯৭১ সালে।

খ ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চের নির্বাচন ছিল পূর্ব বাংলায় অবাধ ও সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে চার দলের সমন্বয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট ৩০৯টি আসনের মধ্যে ২২৩টি মুসলিম আসন লাভ করে। এর মধ্যে সংরক্ষিত মহিলা আসন ছিল ৯টি। যুক্তফ্রন্টের ২২৩টি আসনের মধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগ ১৪৩, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ৪৬, নেজাম-ই-ইসলাম পার্টি ২১ এবং গণতন্ত্রী দল পায় ১৩টি আসন। অন্যদিকে মুসলিম লীগ পায় মাত্র ৯টি আসন। অমুসলিম আসনে কংগ্রেস ২৫, তফসিলী ফেডারেশন ২৭ ও সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট পায় ১৩টি আসন। এ নির্বাচনে মুসলিম ও অমুসলিম আসন মিলিয়ে ৫ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীও নির্বাচিত হয়েছিলেন।

গ উদ্দীপকে পাকিস্তানের ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ইঙ্গিত রয়েছে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন বাংলার স্বাতন্ত্র্যবোধের ক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী ঘটনা। এটি পূর্ব বাংলার জনগণকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও ন্যায্য অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ করে তোলে।

উদ্দীপকে পূর্ব তিমুরের উক্ত নির্বাচনকে দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে জনপ্রিয় নেতা গুসামাও ও তার দলের বিজয় হয়েছে এবং বিজয়কে জনগণের জাতীয়তাবাদী বিজয় হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে এ বিষয়গুলো লক্ষ করা যায়। এ নির্বাচনে আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতৃত্বে কয়েকটি দল মিলে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেছিল। এর নির্বাচনি প্রতীক ছিল নৌকা। এ নির্বাচনে ৩০৯ টি আসনের মধ্যে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ২৩৭ টি আসনে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আসনে জয়ী হয়। পাকিস্তানের প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যগণ ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। নিয়ম অনুযায়ী ১৯৫১ সালে পাকিস্তানের অন্যান্য প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলায় নানা অজুহাতে নির্বাচন বিলম্বিত করে এবং এখানকার আইনসভার মেয়াদ আরও তিন বছর বৃদ্ধি করা হয়। ১৯৪৯ সালে অনুষ্ঠিত টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের আশঙ্কায় এরূপ ব্যবস্থা করা হলেও এতে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা আরও কমে যায়। শেষ পর্যন্ত গণদাবির মুখে বাধ্য হয়ে ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ পূর্ব বাংলার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে যুক্তফ্রন্ট একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত পূর্ব তিমুরের সাথে পাকিস্তানের সাদৃশ্যপূর্ণ নির্বাচন তথা ১৯৫৪ এর নির্বাচন পরবর্তী শাসনক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়ার পার্থক্য বিদ্যমান।

উদ্দীপকে আমরা দেকতে পাই যে, পূর্ব তিমুরের জনপ্রিয় নেতা জানানা গুসামাও ও তার দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ফলশ্রুতিতে ক্ষমতাসীন সরকার শান্তিপূর্ণভাবে তাকে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। ক্ষমতা গ্রহণের পরে এক বিশাল জনসভায় তিনি তার দলের এ বিজয়কে জনগণের জাতীয়তাবাদী বিজয় হিসেবে আখ্যা দেন।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিজয় লাভের ক্ষেত্রে উদ্দীপকের সাথে সামঞ্জস্য থাকলেও পরবর্তী প্রক্রিয়ায় এ সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়নি। '৫৪-এর নির্বাচনে বিজয় লাভের পর পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর চৌধুরী খালেকুজ্জামান কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতা ফজলুল হককে মন্ত্রীসভা গঠনের আহ্বান জানান। সুতরাং এখানে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিয়টি গৌণ। এছাড়াও ক্ষমতা গ্রহণ পরবর্তী সময়ে এ কে ফজলুল হক তেমন কোনো বড় জনসভা করেন নি। তবে তাঁর ও শরিক দল মিলে যে যুক্তফ্রন্ট এ নির্বাচনে জয়লাভ করেছিল সেটা বাস্তবিক অর্থেই পূর্ব বাংলার (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের) জনগণের জাতীয়তাবাদী বিজয় হিসেবে চিহ্নিত হয়।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ও এর পরবর্তী ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়ার সাথে উদ্দীপকের নির্বাচন ও পরবর্তী ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় তেমন কোনো সাদৃশ্য নেই।

teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৪১

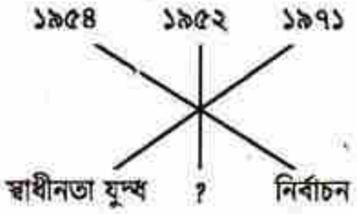

[মধুপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল। প্রশ্ন নং ৩]

ক. পাকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসন জারি করেন কে? ১

খ. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব লেখ। ২

গ. '?' চিহ্নিত স্থানের বিষয়টি কী? এর চূড়ান্ত রূপ বর্ণনা করো। ৩

ঘ. '?' চিহ্নিত স্থানের বিষয়টি বাঙালি জীবনে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।— মূল্যায়ন করো। ৪

৪১নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি করেন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা।

খ তৎকালীন পাকিস্তানের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের মাধ্যমে বাঙালি নিজেদের স্বাধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে একধাপ এগিয়ে যায়। তারা রাজনীতি সচেতন হয়ে ওঠে এবং জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পরপরই কেন্দ্রীয় সরকার বাঙালির বহুকাঙ্ক্ষিত ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করে। তাই বলা যায়, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক মাইলফলক।

গ '?' চিহ্নিত স্থানের বিষয়টি হলো ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে এ নিয়ে মতবিরোধ শুরু হয় ১৯৪৭ সালের শুরু থেকেই। পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় বলেন, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু'। ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে এক জনসভায় পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঘোষণা করেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'। এ ঘোষণার প্রতিবাদে ২১ ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করার ঘোষণা দেওয়া হয়। পাকিস্তান সরকার ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে ঢাকা সাধারণ ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে এবং সকল সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জিমনেশিয়াম মাঠের পাশে ঢাকা মেডিকেল কলেজের গেটের পাশে ছাত্রছাত্রীদের জমায়েত শুরু হয়। অতঃপর স্বতঃস্ফূর্তভাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং মিছিল নিয়ে পূর্ব বাংলা আইন পরিষদের দিকে যাবার উদ্যোগ নেয়। এ সময় পুলিশ লাঠিচার্জ এবং গুলিবর্ষণ শুরু করে। গুলিতে বরকত, সালাম ও আব্দুল জব্বার এবং রফিক শহিদ হন। ২১ ফেব্রুয়ারির ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সারাদেশে তীব্র আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে পাকিস্তান সরকার রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়। ১৯৫৬ সালের সংবিধানের ২১৪নং অনুচ্ছেদে বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

ঘ '?' চিহ্নিত স্থানের বিষয়টি অর্থাৎ ভাষা আন্দোলন বাঙালি জীবনে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে- কথাটি যথার্থ।

ভাষা আন্দোলনকে ঘিরেই বাঙালি প্রথম স্বাধিকারের বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে। অধিকার সচেতন ছাত্র-জনতা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করে। এ আন্দোলন ছিল বাঙালি জাতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এ আন্দোলনই বাঙালি জাতিকে সর্বপ্রথম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি জোগায়। এ আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় স্বাধিকারের চিন্তা চেতনার আত্মপ্রকাশ ঘটে। আর এ চেতনাই পরবর্তীকালে প্রতিটি গণআন্দোলনে প্রেরণা যোগায় এবং জনগণের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির পথকে সুগম করে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে বাঙালি জাতি ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে শাসক দল মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে দাতভাঙ্গা জবাব দেয়। এরপর ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে স্বাধিকারের প্রশ্নে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয়। আর এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করে। বিশ্ব মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের।

আলোচনা শেষে বলা যায়, ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতীয় জীবনের এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এ আন্দোলনে সফল হয়ে বাঙালি পাকিস্তান বিরোধী সকল আন্দোলনের প্রেরণা পায়।

প্রশ্ন ▶ ৪২ একদিন রেজাদের কলেজের সব শিক্ষার্থী ও শিক্ষক খালি পায়ে প্রভাতফেরিতে বের হন। প্রভাতফেরি শেষে তারা কলেজের শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। সর্বশেষে তাদের অডিটোরিয়ামে আলোচনা অনুষ্ঠান হয়। আলোচনায় কলেজের অধ্যক্ষ বলেন, 'এই দিবস আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের অনুপ্রেরণা।'

[নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী। প্রশ্ন নং-২]

ক. আগরতলা মামলার আসামি ছিলেন কতজন? ১

খ. আমাদের জাতীয় জীবনে ১৬ ডিসেম্বর তাৎপর্যপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দিবসের ঐতিহাসিক বিভিন্ন পর্যায় উপস্থাপন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রেজাদের কলেজের অধ্যক্ষের বক্তব্যের সাথে তুমি কী একমত? তোমার উত্তরের পক্ষে লেখো। ৪

৪২নং প্রশ্নের উত্তর

ক আগরতলা মামলার আসামি ছিলেন ৩৫ জন।

খ ১৬ ডিসেম্বর আমাদের জাতীয় জীবনে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার জনগণ মূলত পশ্চিম পাকিস্তানিদের দুগ্ধপ্রদানকারী গাভীতে পরিণত হয়। তারা এরপর থেকে সুদীর্ঘ ২৫ বছর আমাদের শোষণ-নির্যাতন চালায়। তবে স্বাধীনতাপ্রিয় বাঙালি দমে থাকেনি। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন এবং সবশেষে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৬ ডিসেম্বরে আমরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র লাভ করি। এজন্য ১৬ ডিসেম্বর আমাদের জাতীয় জীবনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

গ সৃজনশীল-১৯ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৩ 'ক' রাষ্ট্রের সরকার প্রতিপক্ষদের মাতৃভাষা পরিবর্তনে ব্যর্থ হওয়ায় স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে ঐক্যমত প্রকাশ করে সাধারণ নির্বাচনের কথা ঘোষণা করে। এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদের চরম ভরাডুবি ঘটলে শুরু হয় নানামুখী ষড়যন্ত্র।

[আলফেরা একাডেমি (স্কুল এন্ড কলেজ) বেড়া, পাবনা। প্রশ্ন নং ৩]

ক. কার নেতৃত্বে তমুদ্দিন মজলিশ গঠিত হয়? ১

খ. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কাকে বলে? ২

গ. উদ্দীপকে যে নির্বাচনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার ফলাফল বর্ণনা কর। ৩

ঘ. চরম স্বৈরাচারী আচরণ শাসকদলের ভরাডুবির অন্যতম কারণ— উক্তিটি উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

৪৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক তমদ্দুন মজলিস গঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক আবুল কাশেম-এর নেতৃত্বে।

Teachmypdf.com

খ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বলতে প্রদেশগুলোর নিজস্ব স্বাধীন শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করা হয়েছিল। এতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন তিনটি নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রথমত, সংবিধান অনুযায়ী প্রাদেশিক সরকারের ওপর ন্যস্ত বিষয়গুলোর ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ থাকবে না। দ্বিতীয়ত, প্রদেশগুলোতে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রদেশ আত্মনির্ভরশীল হবে। মোটকথা, প্রদেশগুলোর সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা প্রাপ্তি এবং প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্বশীল হওয়াই হলো প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন।

গ সৃজনশীল ৪ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ চরম স্বৈরাচারী আচরণ শাসক দলের ভরাডুবির অন্যতম কারণ- উক্তিটি যথার্থ।

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের চরম পরাজয়ের পিছনে বেশ কিছু কারণ নিহিত ছিল। মুসলিম লীগ সরকার উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের যোগসাজশে সমগ্র দেশকে বিভিন্ন পন্থায় দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অবিচার ও চরিত্রহীনতার অতল পঙ্কে নিমজ্জিত করেছিল। পাকিস্তানের গণপরিষদে একচ্ছত্র আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও মুসলিম লীগ সরকার দেশকে সংবিধান দিতে ব্যর্থ হয়। তদুপরি তারা গণপরিষদকে ব্যবহার করে সকল প্রকার গণতান্ত্রিক বিধি-বিধান বাতিল করা শুরু করে।

পশ্চিম পাকিস্তানিদের নানামুখী বৈষম্যমূলক নীতি বাঙালিদের নানাভাবে বিপর্যস্ত করলে মুক্তিপ্রিয় বাঙালি জাতি বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাঙালি মাতৃভাষা বাংলাকে রক্ষা করতে প্রথমে ভাষা আন্দোলন করে। পরবর্তীতে মাতৃভাষা রক্ষার চেতনা থেকে বাঙালি পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তোলে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব বাংলার জনগণ মুসলিম লীগকে পরাজিত করে। তারা এ নির্বাচনের মাধ্যমে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরাচারী মনোভাবের বিরুদ্ধে দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের নানা বৈষম্যমূলক নীতি এবং ক্ষমতা আকড়ে ধরে রাখার মানসিকতাই ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবির কারণ।

প্রশ্ন ▶ ৪৪ কুমিল্লা জেলার কৃতি সন্তান জনাব 'ক' এক আলোচনায় দেশ বিভাগের বাস্তব বিষয়গুলো জনগণের সামনে তুলে ধরেছিলেন। এসময় তিনি কেন দেশ বিভাগ জরুরী তা বলতে গিয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেন। তা হলো— নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ, প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন। সর্বশেষে তিনি দাবিসমূহ বাস্তবায়নে সংঘটিত সংগ্রামের বিস্তারিত বর্ণনা দেন।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর | প্রশ্ন নং ১]

ক. পলাশীর যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়? ১

খ. বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল? ২

গ. উদ্দীপকে আলোচিত ঘটনার সাথে পাঠ্যবইয়ের যে ঘটনার মিল পাওয়া যায় তার বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব 'ক' এর বক্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৭৫৭ সালে।

খ বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া ছিল ইতিবাচক।

মুসলমানগণ নতুন চেতনা ও স্বাতন্ত্র্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে বঙ্গভঙ্গের ফলে নিজেদের উন্নয়নের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলমানদের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। মুসলমানদের ব্যবসা-বাণিজ্যেও অগ্রগতি অর্জিত হয়। এছাড়া ঢাকা নগরের পুনর্জন্ম ও চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নতি ত্বরান্বিত হয়। পূর্ব বাংলায় রেলরাইনসহ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হয়। লর্ড কার্জন স্বয়ং আশা প্রকাশ করেন, নতুন প্রদেশ উন্নত কৃষ্টি ও ঐতিহ্য বলে বলীয়ান হয়ে পূর্ববঙ্গ শাসনব্যবস্থায় যোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

গ সৃজনশীল ৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব 'ক'-এর বক্তব্যটি যথার্থ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব 'ক' এক আলোচনায় দেশ বিভাগের বাস্তব বিষয়গুলো তুলে ধরেন। এসময় তিনি কেন দেশ বিভাগ জরুরি তা বলতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেন। যেমন— নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ, প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন। সবশেষে তিনি এ দাবিসমূহ বাস্তবায়নে সংঘটিত সংগ্রামের বিস্তারিত বর্ণনা দেন। ৬ দফা কর্মসূচির ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ঐতিহাসিক ৬ দফা একটি অনন্য ও অসাধারণ কর্মসূচি।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী পূর্ববাংলার বাঙালিদের ওপর নানা অত্যাচার, অবিচার, শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতন শুরু করে। তারা চাকরি, কৃষিশিল্প, অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে পাহাড়সম বৈষম্য তৈরি করে। এতে পূর্ব বাংলার জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ৫-৬ ফেব্রুয়ারি ৬ দফা দাবি পেশ করেন। এ ছিল পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের দাবি। এর মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদ পূর্ণতা লাভ করে।

প্রশ্ন ▶ ৪৫ সদ্য স্বাধীন হওয়া একটি রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে শোষিত বঞ্চিত করার জন্য শাসকগোষ্ঠী চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। শাসকগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি ধ্বংস করার জন্য পাঁয়তারা শুরু করে। কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর এ ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী আন্দোলন করে। মূলত এ আন্দোলনই পরবর্তী সংগ্রামের অগ্রপথিক হিসেবে কাজ করে। যার ফলে বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর | প্রশ্ন নং ২]

ক. দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রবক্তা কে? ১

খ. আগরতলা মামলা দায়ের করা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আন্দোলন তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উক্ত আন্দোলন স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।"— মতামত দাও। ৪

৪৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রবক্তা হলো মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

খ বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা কর্মসূচিকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যেই আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়।

আগরতলা মামলা বাঙালি জনগণ ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তৎকালীন পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর ধারাবাহিক ষড়যন্ত্র ও দমননীতিরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকার শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগকে জনবিচ্ছিন্ন করার জন্য এই মামলার নীলনকশা তৈরি করেন। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে আরও ৩৪ জন সামরিক, বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। এই মামলায় শেখ মুজিবকে 'পাকিস্তানের শত্রু' এবং 'ভারতের দালাল' বলে প্রচার চালানো হয়।

গ সৃজনশীল ২ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৪৬ ২০১১ সাল বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক সংকটের এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে। দেশে দেশে সামরিক শাসকদের দৌরাত্ম্য কমাতে গণ-আন্দোলন শুরু হয়। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের মিশর, লিবিয়া, তিউনিশিয়া প্রভৃতি দেশে গণতন্ত্রের জোয়ারে সামরিক শাসকদের সকল একনায়কতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার অবসান ঘটে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর এদেশে সামরিক শাসন জারি করা হলে তা গণআন্দোলনের কাছে হেরে যায়। সামরিক আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বর্তমান গণআন্দোলনের মতো অতীতেও আন্দোলন হয়েছিল।

[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা ▌ প্রশ্ন নং ২]

ক. পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাঙালি প্রতিনিধি কে ছিলেন? ১

খ. ১৯৫৬ সালের সংবিধানে জাতীয় পরিষদের গঠন কেমন ছিল? ২

গ. উদ্দীপকে এদেশে কোন সামরিক আইন জারির কথা বলা হয়েছে? কোন পরিস্থিতিতে এ আইন জারি করা হয়েছিল? ৩

ঘ. উক্ত সামরিক শাসনের প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা করো। ৪

৪৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাঙালি প্রতিনিধি ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার।

খ ১৯৫৬ সালের সংবিধান অনুযায়ী পাকিস্তানের কেন্দ্রে এক-কক্ষবিশিষ্ট জাতীয় পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা হয়।

জাতীয় পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ৩১০ জন। ৩০০টি নির্বাচিত এবং ১০টি মহিলাদের জন্যে ১০ বছরের জন্যে সংরক্ষিত ছিল। ১৫৫ জন করে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মোট ৩১০ জন সদস্য নিয়ে জাতীয় পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। জাতীয় পরিষদে একজন স্পিকার ও একজন ডেপুটি স্পিকার ছিলেন। জাতীয় পরিষদের কার্যকাল ছিল ৫ বছর।

গ আলোচ্য উদ্দীপকে ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে যে সামরিক আইন জারি করা হয় তার কথা বলা হয়েছে।

প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর মদদপুষ্ট হয়ে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা তদানিন্তন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আইয়ুব খানের সহযোগিতায় পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করার কারণ নিম্নরূপ:

সুসংগঠিত দলের অভাব: ১৯৪৭ সাল থেকেই পাকিস্তানে কোনো সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে নি। মুসলিম লীগ পরিণত হয়েছিল কয়েকজন কুচক্রী ও ষড়যন্ত্রকারী নেতাদের পকেট সংগঠনে। আওয়ামী লীগকে দমনপীড়ন করে কোণঠাসা করে রাখা হয়।

দলীয় শৃঙ্খলার অভাব: পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দলীয় শৃঙ্খলার অভাব, দল বদলের খেলা, উপদলীয় কোন্দল প্রভৃতি কারণে জনগণ রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। এ সুযোগ গ্রহণ করেন সুচতুর সেনানায়ক আইয়ুব খান।

সময়োচিত নির্বাচনের অভাব: ১৯৪৯ সালের পর থেকে পাকিস্তানে কখনোই সময়মতো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নি। নির্বাচনে হেরে যাওয়ার ভয়ে মুসলিম লীগ সরকার অনেক শূন্য আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠান করতে সাহসী হয় নি। এ সুযোগ গ্রহণ করে সেনাবাহিনী প্রধান।

গভর্নর জেনারেলের অগণতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ: ১৯৪৭ সালের পর থেকেই গভর্নর জেনারেলগণ অন্যায় ও অযাচিতভাবে মন্ত্রিসভার কাজে হস্তক্ষেপ করতেন যা পাকিস্তানে সংসদীয় গণতন্ত্রকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।

আওয়ামী লীগের নির্বাচনে বিজয়ের সম্ভাবনা: ১৯৫৯ সালে যে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল তা অনুষ্ঠিত হলে আওয়ামী লীগের বিজয় লাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এ নির্বাচনকে প্রতিহত করার জন্য সামরিক শাসন জারি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

ঘ ১৯৫৮ সালে ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান বাতিল করে সামরিক শাসন জারি করেন। সুচতুর সেনানায়ক জেনারেল আইয়ুব খান তাকে সহযোগিতা করেন। পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির ফলাফল এবং প্রতিক্রিয়া ছিল নিম্নরূপ:

সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সৃষ্টি: ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির ফলে পাকিস্তানের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর একচ্ছত্র আধিপত্য ও একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

সংসদীয় গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা ব্যাহত: এ সামরিক শাসনের ফলে পাকিস্তানে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা বিশেষ করে সংসদীয় গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়। সামরিক একনায়কগণ সবসময় সংসদীয় গণতন্ত্রের সপক্ষে জনমত তৈরিতে সচেষ্ট থাকতেন।

রাজনৈতিক সংগঠনের বিকাশ রুদ্ধ: সামরিক শাসনের বেড়াজালে রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর বিকাশ রুদ্ধ হয়ে পড়ে।

রাজনৈতিক মূল্যবোধ ভূলুণ্ঠিত: সামরিক শাসনামলে রাজনৈতিক মূল্যবোধগুলো ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ে। রাজনীতিবিদদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ সুকৌশলে বিনষ্ট করে দেওয়া হয়। অনেক সময় তাদেরকে জনসম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন করার কুপ্রচেষ্টা চালানো হয়।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ: পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগণকে শাসন শোষণ করার জন্য পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী সব ধরনের কূটকৌশল অবলম্বন করে। ফলে তাদের মধ্যে বাঙালি ও গণতন্ত্রী দল জাতীয়তাবোধ দানা বেঁধে ওঠে।

প্রশ্ন ▶ ৪৭ আসিফ একটি দেশের ইতিহাস পড়ে জানতে পারে- দেশটি একটি ঔপনিবেশিক শক্তির কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু স্বাধীন দেশেও তারা শোষিত ও বঞ্চিত হতে থাকে। দেশের জনগণ শুরু থেকেই এর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে থাকে। এক পর্যায়ে তাদের নেতা শাসকদের নিকট দায়িত্বশীল সরকার ব্যবস্থা, পৃথক মুদ্রা এবং আরও কিছু সুপারিশ পেশ করেন।

[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা ▌ প্রশ্ন নং ৩]

ক. বেঙ্গল প্যাক্টের উদ্যোক্তা কে ছিলেন? ১

খ. ৭ মার্চের ভাষণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নেতার সুপারিশ স্বাধীন বাংলাদেশের পটভূমিতে কোন আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পটভূমিতে উক্ত আন্দোলনের অন্যান্য দাবিগুলোর তাৎপর্য মূল্যায়ন করো। ৪

৪৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক বেঙ্গল প্যাক্টের উদ্যোক্তা ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

খ বাঙালি জাতির ইতিহাসে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ এক স্মরণীয় দলিল।

মাত্র ১৮ মিনিটের তেজস্বী এ ভাষণের পরেই বাঙালি জাতির সামনে একটি গন্তব্য নির্ধারণ হয়ে যায়, আর তা হলো স্বাধীনতা। এ ভাষণে বঙ্গবন্ধু প্রতিরোধ সংগ্রাম, যুদ্ধের কৌশল, ও শত্রু মোকাবেলার উপায় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দেন। এ ভাষণ বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল এবং দেশমাতৃকার স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। সুতরাং বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের তাৎপর্য অপরিসীম।

গ উদ্দীপকের সাথে আমার পঠিত ১৯৬৬ সালের ছয় দফা কর্মসূচির সাদৃশ্য আছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ঐতিহাসিক ৬ দফা একটি অনন্য ও অসাধারণ কর্মসূচি। এর মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদ পূর্ণতা লাভ করে। উদ্দীপকটি এই অসাধারণ কর্মসূচিরই ইঙ্গিতবহন করে।

উদ্দীপকে দেখা যায় একটি দেশের স্বাধীনতার পর থেকেই এর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বিভিন্ন বৈষম্যের শিকার হয়। ফলে জনমনে

Teachingbazar.com

ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং জনগণ ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করে। এক পর্যায়ে জনগণের প্রিয় নেতা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবি সংবলিত একটি কর্মসূচি পেশ করে। ৬ দফা কর্মসূচির ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষ করা যায়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার বাঙালিদের ওপর নানা অত্যাচার, অবিচার, শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতন শুরু করে। তারা চাকরি, কৃষিশিল্প, অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে পাহাড়সম বৈষম্য তৈরি করে। এতে পূর্ব বাংলার জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ৫-৬ ফেব্রুয়ারি ৬ দফা দাবি পেশ করেন। এ ছিল পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের দাবি। সুতরাং দেখা যায়, দেশটির কর্মসূচিটি মূলত ৬ দফা দাবিরই নামান্তর।

ঘ স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পটভূমিতে ৬ দফা আন্দোলনের অন্যান্য দাবিগুলোর তাৎপর্য অপরিসীম।

আলোচ্য উদ্দীপকের বর্ণনায় নেতার যে সুপারিশ আছে তা পাঠ্যবইয়ের ৬ দফার বর্ণনার প্রথম ও তৃতীয় দফার সাথে মিল রয়েছে।

৬ দফার দ্বিতীয় দফাতে বলা হয়, কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের দায়িত্ব থাকবে কেবল প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গরাজ্যগুলোর পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে। এর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে ধরা হয়েছে। চতুর্থ দফাতে বলা হয়, সকল প্রকার ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে অঙ্গরাজ্যগুলোর হাতে। প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় রাজস্বের যোগান আঞ্চলিক তহবিল হতে সরবরাহ করা হবে। এ দফার তাৎপর্য হলো- কেন্দ্রীয় সরকারকে কর আদায়ের ঝামেলা পোহাতে হবে না, কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলোর জন্য কর ধার্য ও আদায়ের মধ্যে কোনোরূপ দ্বৈততা থাকবে না। এতে অপচয় ও অপব্যয় রোধ হবে। পঞ্চম দফায় বলা হয়, বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা প্রদানের কথা বলা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত মুদ্রায় পূর্ব পাকিস্তান লাভবান হওয়ার পরিবর্তে পশ্চিম পাকিস্তান লাভবান হচ্ছে। ফলে পূর্ব পাকিস্তান অনুন্নতই থেকেই যাচ্ছে এ ধারণার উপলব্ধি হয় পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের মনে। ষষ্ঠ দফায় আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা প্রদানের কথা বলা হয়। এ দফার তাৎপর্য হলো- এর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আঞ্চলিক নিরাপত্তার দাবিতে সোচ্চার হয়।

পরিশেষে বলা যায়, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পটভূমিতে ৬ দফা আন্দোলনের অন্যান্য দাবিগুলোর তাৎপর্য ব্যাপক ও অর্থবহ।

প্রশ্ন ▶ ৪৮ 'X' রাষ্ট্রের স্বাধীনতার পর থেকেই শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রের একটি অঞ্চলের জনগণের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ শুরু করে। শাসনগোষ্ঠীর নিপীড়ন নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয় এবং এক পর্যায়ে জনগণের প্রিয় নেতা শাসক গোষ্ঠীর কাছে কিছু দাবি উত্থাপন করেন। *[বাংলাদেশ মহিলা সমিতি কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ২]*

ক. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কে প্রতিষ্ঠা করেন? ১

খ. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কী? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পাঠ্য কোন কর্মসূচীর সাদৃশ্য আছে? কর্মসূচিসমূহ বিস্তারিত লেখ। ৩

ঘ. উক্ত কর্মসূচী ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ— বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন এ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম।

খ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বলতে ২১ ফেব্রুয়ারিকে বোঝায়। বাঙালি জাতির ইতিহাসে এ দিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও স্মরণীয় একটি দিন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য বাঙালি জীবন দিয়েছিল। ভাষার জন্য বাঙালির এ মহান আত্মত্যাগকে মূল্যায়ন করে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। ২০০০ সাল থেকে জাতিসংঘভুক্ত সবগুলো দেশে ২১ ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে।

গ সৃজনশীল ৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৯ 'ক' রাষ্ট্রে একটি প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের পরাজয় ঘটে। বিজয়ী হয় ৪টি দল মিলে তৈরী হওয়া একটি নির্বাচনী জোট। নির্বাচনের পূর্বে তারা ২১ দফা বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দেন। জনগন তাদের বিপুল ভোটে জয়ী করেন। *[আগ্রাবাদ মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ২]*

ক. প্রথম শহীদ মিনার তৈরি হয় কখন? ১

খ. আইয়ুব খানের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন সম্পর্কে লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে পাকিস্তানের কোন নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে— ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের পরাজয়ের কারণ ব্যাখ্যা কর। ৪

৪৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রথম শহীদ মিনার তৈরি হয় ১৯৫২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি।

খ যখন একটি সংস্কৃতি অন্য আরেকটি সংস্কৃতির ওপর প্রভাবক হিসেবে চেপে বসে বা জোর করে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়, তখন তাকে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বলা হয়।

ভাষা হলো সংস্কৃতির একটি মৌলিক উপাদান। কিন্তু ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান কর্তৃক গঠিত 'শরীফ শিক্ষা কমিশন' শিক্ষাক্ষেত্রে ষষ্ঠ থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত ইংরেজি ভাষাকে বাধ্যতামূলক করে এবং উর্দুকে সর্বজনীন ভাষায় রূপান্তরের সুপারিশ করে। এছাড়া বাংলা ও উর্দুর জন্য অভিন্ন বর্ণমালা উদ্ভাবনের প্রস্তাব করে। এ সমস্ত অবান্তর ও অযৌক্তিক প্রস্তাবগুলো ছিল মূলত কুচক্রী আইয়ুব খানের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের নামান্তর।

গ উদ্দীপকে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের ইঙ্গিত রয়েছে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন বাংলার স্বাতন্ত্র্যবোধের ক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী ঘটনা। এটি পূর্ব বাংলার জনগণকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও ন্যায্য অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ করে তোলে।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে 'ক' নামক রাষ্ট্রের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের পরাজয় ঘটে। এতে ২১ দফা কর্মসূচি দেয়া ৪ দলীয় জোট বিজয়ী হয়। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে এ বিষয়গুলো লক্ষ করা যায়। এ নির্বাচনে আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতৃত্বে কয়েকটি দল মিলে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেছিল। এর নির্বাচনি প্রতীক ছিল নৌকা। এ নির্বাচনে ৩০৯ টি আসনের মধ্যে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ২৩৭ টি আসনে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আসনে জয়ী হয়। পাকিস্তানের প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যগণ ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। নিয়ম অনুযায়ী ১৯৫১ সালে পাকিস্তানের অন্যান্য প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলায় নানা অজুহাতে নির্বাচন বিলম্বিত করে এবং এখানকার আইনসভার মেয়াদ আরও তিন বছর বৃদ্ধি করা হয়। ১৯৪৯ সালে অনুষ্ঠিত টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের আশঙ্কায় এরূপ ব্যবস্থা করা হলেও এতে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা আরও কমে যায়। শেষ পর্যন্ত গণদাবির মুখে বাধ্য হয়ে ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ পূর্ব বাংলার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

ঘ উদ্দীপকের নির্বাচন অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল পাকিস্তান মুসলিম লীগের পরাজয়ে নানাবিধ কারণ বিদ্যমান।

যোগ্য নেতৃত্বের অভাবসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আমলাদের দৌরাত্ম্য ও অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের কারণে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে

Teachingdeal.com

মুসলিম লীগ পরাজিত হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর কেন্দ্রীয়ভাবে মুসলিম লীগ সরকার একক আধিপত্যের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চাইলেও পূর্ব বাংলার জনগণ তা মেনে নেয়নি। জিন্নাহর মৃত্যুর পর যোগ্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের শূন্যতা সৃষ্টি হয় এবং দুর্নীতির কারণে সরকারের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। এসব কারণে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জনগণ মুসলিম লীগকে প্রত্যাখ্যান করে।

এ নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে মধ্য, বাম ও ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলসমূহের ঐক্যজোটে গঠিত হওয়া যুক্তফ্রন্টের আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তাও মুসলিম লীগের পরাজয়ের অন্যতম কারণ। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনি ইশতেহার ছিল পূর্ব বাংলার গণমানুষের অধিকারের দলিল। এতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো ছিল খুবই প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়। এজন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলার জনগণ ২১ দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে উক্ত নির্বাচনে মুসলিম লীগকে প্রত্যাখ্যান করে। কার্যত ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মাধ্যমেই পাকিস্তান মুসলিম লীগের দৈন্যদশা ফুটে ওঠে এবং অচিরেই সাম্প্রতিক অতীতের প্রতাপশালী এ দলটি বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার নেশা ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাবসহ নানাবিধ জনবিরোধী কার্যকলাপের কারণে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের চরম ভরাডুবি ঘটেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৫০ পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী বাংলার মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতিতে আঘাত করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং পূর্ব বাংলার মানুষকে অর্থনৈতিক ভাবেও দুর্বল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাই বাঙালী জাতির অবিসংবাদিত নেতা 'বাঙালীর মুক্তির সনদ' নামে কয়েক দফা দাবি জনগনের নিকট তুলে ধরেন। *[আগ্রাবাদ মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. সাংস্কৃতিক আগ্রাসন কী? ১

খ. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে কেন মুসলিম লীগ পরাজিত হয়? ২

গ. উদ্দীপকে যে কয়েক দফা দাবীর কথা বলা হয়েছে তার বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দাবীগুলো কিভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা করেছিল? ব্যাখ্যা কর। ৪

৫০নং প্রশ্নের উত্তর

ক যখন কোনো সংস্কৃতি অন্য আরেকটি সংস্কৃতির ওপর প্রভাবক হিসেবে চেপে বসে, তখন তাকে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বলা হয়।

খ যোগ্য নেতৃত্বের অভাবসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আমলাদের দৌরাত্ম্য ও অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের কারণে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ পরাজিত হয়।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর কেন্দ্রীয়ভাবে মুসলিম লীগ সরকার একক আধিপত্যের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চাইলেও পূর্ব বাংলার জনগণ তা মেনে নেয়নি। জিন্নাহর মৃত্যুর পর যোগ্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের শূন্যতা সৃষ্টি হয় এবং দুর্নীতির কারণে সরকারের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। এসব কারণে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জনগণ মুসলিম লীগকে প্রত্যাখ্যান করে।

গ উদ্দীপকে ১৯৬৬ সালের ছয় দফা দাবির কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ঐতিহাসিক ছয় দফা একটি অনন্য ও অসাধারণ কর্মসূচি। এর মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদ পূর্ণতা লাভ করে।

উদ্দীপকে দেখা যায় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলার মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতির পাশাপাশি অর্থনৈতিক দিকেও আঘাত হানে। ফলে জনমনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং জনগণ ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করে। এক পর্যায়ে জনগণের প্রিয় নেতা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবি সংবলিত একটি কর্মসূচি পেশ করে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী পূর্ববাংলার বাঙালিদের ওপর নানা অত্যাচার, অবিচার, শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতন শুরু করে। তারা চাকরি, কৃষিশিল্প, অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে পাহাড়সম বৈষম্য তৈরি করে। এতে পূর্ব বাংলার জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ৫-ছয় ফেব্রুয়ারি ছয় দফা দাবি পেশ করেন। এ ছিল পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের দাবি। এ দাবির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এ দাবি ছিল পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি।

ঘ উদ্দীপকের দাবিগুলো অর্থাৎ ছয়দফা কর্মসূচি ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ।

পাকিস্তানের স্বৈরশাসক গোষ্ঠীর শোষণ, নির্যাতন ও অবিচারের বিরুদ্ধে ছয়দফা ছিল একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এ আন্দোলন ছিল শোষকের হাত থেকে শোষিতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের হাতিয়ার।

১৯৬৬ সালের ছয় দফার মাধ্যমে বাঙালিরা প্রথম লিখিতভাবে স্বায়ত্তশাসনের দাবি পেশ করে এবং যা ছিল সমগ্র বাংলার জনগণের প্রাণের দাবি। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, বাঙালিদের সাফল্য লাভ করার কৌশল বা সামর্থ্য আছে। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ শিল্প, কারখানা, ব্যাংক, বিমা প্রভৃতি পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতিরা একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ করতো। দেশের সমুদয় সম্পদ ২২টি পরিবারের মধ্যে কুক্ষিগত ছিল। বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে নস্যাৎ করার জন্য সরকার নানা টাল-বাহানা করেছিল। কিন্তু এসব উপেক্ষা করে জনমত ক্রমেই ছয়দফার প্রতি সহানুভূতিপ্রবণ হতে থাকে। ছয়দফাকে তারা মুক্তির একমাত্র উপায় বলে গ্রহণ করে। অবশেষে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে ত্বরান্বিত করে। এই দাবিতে উজ্জীবিত হয়েই বাঙালিরা ১৯৭১ সালে মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে আমরা মুক্তি বা স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছি।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, ছয়দফা কেন্দ্রিক আন্দোলনের পথ বেয়েই জন্ম নিয়েছে স্বাধীন স্বার্বভৌম বাংলাদেশ। এ কারণেই ছয়দফাকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয়।

প্রশ্ন ▶ ৫১ ১৯৭০ এর নির্বাচনে জয়ী হবার পরও যখন পাকিস্তানী শাসকেরা ক্ষমতা হস্তান্তর করল না। তখন বাংলাদেশের মানুষেরা দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। ৭ মার্চের ভাষণে সে হতাশা দূর হয়ে বিপ্লবের চেতনা ছড়িয়ে পড়ল। তাই যুদ্ধকে মোকাবেলা করার সাহস তারা পেয়েছিল। দরিদ্র বাঙালী জাতি স্বাধীনতার স্বাদ পায়। *[আগ্রাবাদ মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. মৌলিক গণতন্ত্র কি? ১

খ. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কেন করা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে বাঙালি জাতির স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে তার বর্ণনা কর। ৩

ঘ. বাঙালি জাতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকের ভাষণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৫১নং প্রশ্নের উত্তর

ক মৌলিক গণতন্ত্র হচ্ছে এক ধরনের সীমিত গণতন্ত্র যাতে কেবল কিছু নির্দিষ্ট লোকের অংশগ্রহনে জাতীয় নেতৃত্ব নির্বাচনের অধিকার ছিল।

খ বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা কর্মসূচিকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যেই আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়।

আগরতলা মামলা বাঙালি জনগণ ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তৎকালীন পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর ধারাবাহিক ষড়যন্ত্র ও দমননীতিরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। স্বৈরাচারী আইয়ুব-মোনায়েম সরকার শেখ মুজিবুর রহমান এবং

Teachmeapi.com

আওয়ামী লীগকে জনবিচ্ছিন্ন করার জন্য এই মামলার নীলনকশা তৈরি করেন। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে আরও ৩৪ জন সামরিক, বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। এই মামলায় শেখ মুজিবকে 'পাকিস্তানের শত্রু' এবং 'ভারতের দালাল' বলে প্রচারণা চালানো হয়।

গ উদ্দীপকের বক্তব্য পাঠ্যবইয়ের মুক্তিযুদ্ধকে ইঙ্গিত করেছে।

উদ্দীপকে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তার নেতৃত্বেই আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি।

১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে তৎকালীন পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। পাকিস্তানি শাসকদের শোষণের হাত থেকে মুক্তি লাভের আশায় পূর্ব বাংলার জনগণ আওয়ামী লীগকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দেয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা প্রদান করতে নানারকম ষড়যন্ত্র শুরু করে। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। ২ মার্চ এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ভাষণে জনগণকে মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান জানান। ২৫ মার্চ নিরস্ত্র জনগণের উপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আক্রমণ চালায়। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ১০ এপ্রিল মুজিব নগর সরকার গঠন এবং স্বাধীনতার সাংবিধানিক ঘোষণাপত্র গ্রহণের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। দীর্ঘ নয় মাস এক রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জিত হয়। ৯৩ হাজার পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সদস্য এই দিন আত্মসমর্পণ করে। বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দেন।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) প্রায় ১০ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ভাষণের শুরুতে তিনি বাংলার মানুষের মুক্তির কথা বলেছেন। এ ভাষণে তিনি চারটি দাবি উত্থাপন করেন। সেগুলো হলো সামরিক আইন মার্শাল-ল প্রত্যাহার করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। গণহত্যার তদন্ত করতে হবে এবং জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। বঙ্গবন্ধু ছিলেন বিচক্ষণ, দূরদর্শী রাজনীতিবিদ। তিনি তার প্রজ্ঞা দ্বারা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যুদ্ধ ছাড়া স্বাধীনতা অর্জনের বিকল্প কোন পথ নেই। কৌশলগত কারণে প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা না দিলেও তার বক্তব্যের মূল চেতনা ছিল স্বাধীনতার ঘোষণা। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে বাঙালির আন্দোলন সংগ্রামের এক নতুন বাঁক তৈরি হয়, তা হলো 'স্বাধিকার নয় স্বাধীনতা'। মূলত এই ভাষণের সাথে সাথেই বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে থাকে। এ ঘোষণার মধ্য দিয়ে সেনাবাহিনী ছাড়া পূর্ব বাংলার প্রশাসন তার নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। তার নির্দেশ অনুসারে পূর্ব বাংলার স্কুল কলেজ, অফিস-আদালত, কলকারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়। খাজনা, ট্যাক্স প্রদান বর্জন করা হয়। ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের মধ্যে তিনি স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের কথা বলেছিলেন। তিনি বাঙালিদের ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার কথা বলেছিলেন। শত্রুর মোকাবেলা করার কথা বলেছিলেন। তার এই মহান ঘোষণা মিথ্যা হয়নি। তার এই ঘোষণা স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিদের সাহস ও প্রেরণা জুগিয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৫২ 'M' রাষ্ট্রটির স্বাধীনতা লাভের পর শাসকগোষ্ঠী একটি প্রদেশের সাথে বৈষম্য শুরু করে। প্রদেশটির জনপ্রিয় নেতা তাঁর প্রদেশের জনগণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে একটি কর্মসূচি শাসকগোষ্ঠীর নিকট পেশ করেন। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী তা না মেনে উক্ত নেতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করেন। এই মামলা দায়েরের প্রতিবাদে রাষ্ট্রটিতে এক প্রচণ্ড গণ-আন্দোলন সংঘটিত হয়। *[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. অপারেশন সার্চলাইট কী? ১

খ. বাংলার কৃষককুলের মুক্তির অগ্রদূত কাকে এবং কেন বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকের বর্ণিত কর্মসূচির সাথে তোমার পঠিত কোন কর্মসূচির মিল রয়েছে— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ গণ-আন্দোলনের ফলাফল বিশ্লেষণ করো। ৪

৫২নং প্রশ্নের উত্তর

ক অপারেশন সার্চলাইট হলো ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক বাঙালিদের উপর পরিচালিত একটি বর্বর অভিযানের নাম।

খ বাংলার কৃষককুলের মুক্তির অগ্রদূত বলা হয় শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হককে।

দরিদ্র কৃষক প্রজারাই দেশের আসল প্রাণ একথা উপলব্ধি করে ফজলুল হক তাদের অবস্থার উন্নতি করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি কৃষক সমিতি গঠন করেন। কৃষক ও প্রজাদের ঋণের ভার লাঘবের উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৩৭ সালে ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন করেন। তিনি বাংলার প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষার লক্ষ্যে তাঁর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা ১৯৩৮ সালে বঙ্গীয় কৃষি খাতক আইন পাস করে। ফজলুল হক ছিলেন নিপীড়িত, নির্যাতিত কৃষককুলের মুক্তিদাতা।

গ সৃজনশীল ৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে ঐ অভ্যুত্থানের ফলাফল বলতে ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানে সংগঠিত গণঅভ্যুত্থানের ফলাফলকে বোঝানো হয়েছে।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ফলাফল ছিল নিম্নরূপ:—

১. **আগরতলা মামলা প্রত্যাহার:** ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের মাধ্যমে আগরতলা মামলার সব আসামি মুক্তি পান। আন্দোলনে ভীত হয়ে আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে।

২. **গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বান:** গণআন্দোলন প্রশমিত করার জন্য ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খান সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দকে নিয়ে রাওয়ালপিন্ডিতে এক গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। গোলটেবিল বৈঠকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলো গৃহীত হয়:

ক. প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা।

খ. সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে গণপ্রতিনিধিদের হাতে সংবিধান রচনার ভার প্রদান ও

গ. যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনকাঠামো প্রবর্তন।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ফলে এক দশকের স্বৈর ও সামরিক শাসক আইয়ুব খান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। আইয়ুব খান ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ইয়াহিয়া খান 'এক ব্যক্তি: এক ভোট' নীতির ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। সে ঘোষণা অনুযায়ী পাকিস্তানে প্রথমবারের মতো জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয় এবং একই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৫৩ 'গ' রাষ্ট্রটির স্বাধীনতা লাভের পর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার 'ক' প্রদেশের ক্ষেত্রে নানা প্রকার বৈষম্য শুরু করে। নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর 'ক' প্রদেশটিতে নির্বাচন দেওয়া হলে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে কয়েকটি রাজনৈতিক দল মিলিত হয়ে একটি জোট গঠন করে। নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের ভরাডুবি হয়। রাষ্ট্রটির স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘ ২৩ বছর পর অনুষ্ঠিত এক জাতীয় নির্বাচনে প্রদেশটির জনগণ একটি রাজনৈতিক দলকে এককভাবে ভোট প্রদান করে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে।

[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ২]

ক. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কী? ১

খ. ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে তাদের শাসন ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য যে কৌশল গ্রহণ করেছিল সেটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে নির্বাচনী জোট গঠন তোমার পঠিত কোন নির্বাচনকে ইঙ্গিত করে? এই নির্বাচনের ফলাফল ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ জাতীয় নির্বাচনটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের ক্ষেত্র তৈরি করেছিল'— মতামত দাও। ৪

৫৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে বাঙালি জাতি ১৯৫২ সালে যে আন্দোলন করে তাই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন।

খ ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে তাদের শাসন ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য যে কৌশল গ্রহণ করেছিল সেটি হলো— 'ভাগ কর, শাসন কর' নীতি।

ভাগ কর ও শাসন কর ইংরেজ শাসকদের একটি কূটকৌশল বা কূটনীতি। ১৮৮৫ সালের পর থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করে ভারতীয়দের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তারা তাদের চিরাচরিত ভাগ কর ও শাসন কর নীতির অনুসরণে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করে।

গ সৃজনশীল ৪ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ "উদ্দীপকে উল্লিখিত নির্বাচন অর্থাৎ ১৯৭০ সালের নির্বাচন পূর্ব অঞ্চলের জনগণের স্বাধীনতা লাভের ক্ষেত্র তৈরি করে" বক্তব্যটি যথার্থ বলে মনে করি।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। এরপর ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন এবং ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনে এ জাতীয়তাবাদী চেতনাকে পূর্ণতা দিয়ে বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা লাভে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং প্রাদেশিক পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক বিজয় ঘটে।

অন্যদিকে এ নির্বাচন ছিল পাকিস্তানে সরকার ও স্বার্থান্বেষী মহলের জন্য একটি বিরাট পরাজয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পাকিস্তানের রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটে এবং পাকিস্তানের বিভক্তি সময়ের দাবিতে পরিণত হয়। এই নির্বাচনি ফলাফল আরও প্রমাণ করে যে ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই এবং পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বার্থের বিরাট ব্যবধান বিদ্যমান।

তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকে উল্লিখিত নির্বাচন অর্থাৎ ১৯৭০ সালের নির্বাচন পাকিস্তানের বিভক্তিকে চূড়ান্ত রূপ দান করে।

প্রশ্ন ▶ ৫৪ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান — রাষ্ট্রপতি
সৈয়দ নজরুল ইসলাম — উপ-রাষ্ট্রপতি
তাজউদ্দীন আহমদ — প্রধানমন্ত্রী
খন্দকার মোশতাক আহমেদ — পররাষ্ট্রমন্ত্রী
ক্যাপ্টেন (অব.) মনসুর আলী — অর্থমন্ত্রী
এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান — স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
জেনারেল এম. এ. জি ওসমানী — প্রধান সেনাপতি

[স্কলারসহোম, সিলেট | প্রশ্ন নং ১১]

ক. দ্বৈত শাসন কাকে বলে? ১

খ. কেন ভাষা আন্দোলন হয়েছিল? ২

গ. উল্লিখিত তথ্যটি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন সরকারকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে উক্ত সরকারের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

৫৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভের পর লর্ড ক্লাইভ বাংলা প্রদেশকে শাসন করার যে নীতি গ্রহণ করেন ইতিহাসে তাই 'দ্বৈতশাসন' নামে পরিচিত।

খ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করার কারণে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির পর পরই বাঙালিরা ভাষাকেন্দ্রিক বৈষম্যের শিকার হয়। এ সময় পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬.৪০ ভাগের মাতৃভাষা ছিল বাংলা এবং ৩.২৭ ভাগ লোকের ভাষা ছিল উর্দু। কিন্তু পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং উর্দু ভাষাভাষি বুদ্ধিজীবীগণ বাংলাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। আর এ কারণেই ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হয়।

গ উল্লিখিত তথ্যটি আমার পাঠ্যবইয়ের মুজিবনগর সরকারকে নির্দেশ করে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর গণহত্যা শুরু হলে প্রাথমিকভাবে পূর্বপ্রস্তুতি ও সাংগঠনিক তৎপরতা ছাড়াই পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মুক্তিযুদ্ধকে গতিময় ও সুসংহত করা, ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী লক্ষ লক্ষ বাঙালির দেখাশোনা এবং বহির্বিশ্বে বাঙালি জাতির ভাবমূর্তিকে তুলে ধরার জন্য এ সময়ে প্রবাসী সরকার গঠনের চিন্তা-ভাবনা চলতে থাকে।

অবশেষে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলের ঘোষণা অনুযায়ী স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের 'প্রবাসী সরকার' গঠন করা হয় যা মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিত। এ সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ, স্বরাষ্ট্র ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান, পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ; অর্থমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অব:) মনসুর আলী এবং প্রধান সেনাপতি ছিলেন জেনারেল এম.এ.জি. ওসমানী।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে যে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে তা মূলত মুজিব নগর সরকারের গঠনকেই প্রকাশ করে।

ঘ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে উক্ত সরকারের অর্থাৎ মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা অপরিসীম।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রবাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয় এবং ইতিহাসে এই অস্থায়ী সরকার

Teachingbd24.com

'মুজিবনগর সরকার' নামে পরিচিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মুজিবনগর সরকার গঠন ছিল একটি যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনা। কেননা এই সরকারই মুক্তিযুদ্ধে বেসামরিক বা রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পথকে সুগম করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলার স্বাধীনতাকামী জনতা মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ায় আশার আলো দেখতে পায়। তরুণরা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সংগ্রহ করতে ভারতে ভিড় জমালে এ সরকার প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রের ব্যবস্থা করে তরুণদের যুদ্ধের ময়দানে পাঠায়। স্বাধীনতা চেতনাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এবং সংগ্রামী জনগণের মনোবল ঠিক রাখার জন্য মুজিবনগর সরকার স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তা মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণার অন্যতম উৎস ছিল। বাংলাদেশে ২৬ মার্চ সকাল হতে স্বতঃস্ফূর্ত যুদ্ধ শুরু হলে এ সরকার মুক্তিযুদ্ধকে সুসংহতভাবে পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে যুদ্ধ ক্ষেত্রকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে। মুজিবনগর সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা ছিল কলকাতা, দিল্লি, লন্ডন, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক ও স্টকহোমসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বাংলাদেশ সরকারের মিশন স্থাপন এবং সব স্থানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি নিয়োগ করে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রচারণা ও সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করা।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয়, মুজিবনগর সরকার মুক্তিযুদ্ধকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করে, মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা দিয়ে, কূটনৈতিক তৎপরতাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৫৫ 'ক' ও 'খ' একটি বৃহৎ রাষ্ট্রের দুই অঞ্চল। 'ক' অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ দীর্ঘদিন ঘরে ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখে। এতে 'খ' অঞ্চল বৈষম্যের শিকার হয়। এই বৈষম্য থেকে মুক্তির লক্ষ্যে 'খ' অঞ্চলে একজন মহান নেতা কিছু কর্মসূচি পেশ করেন। উক্ত কর্মসূচিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা, বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রাদেশিক সরকারকে ক্ষমতা প্রদানের দাবি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

[স্কলারসহোম, সিলেট | প্রশ্ন নং ৪]

ক. পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার কত শতাংশের ভাষা ছিল বাংলা? ১

খ. আগরতলা মামলা কেন দায়ের করা হয়? ২

গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত 'খ' অঞ্চলের মহান নেতার উত্থাপিত কর্মসূচির সাথে তোমার পঠিত কোন কর্মসূচির মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বিবৃত কর্মসূচির ফলাফল একখন্ড বাংলাদেশ ব্যাখ্যা কর? যুক্তি দাও। ৪

৫৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশের ভাষা ছিল বাংলা।

খ বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা কর্মসূচিকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যেই আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়।

আগরতলা মামলা বাঙালি জনগণ ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তৎকালীন পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর ধারাবাহিক ষড়যন্ত্র ও দমননীতিরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকার শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগকে জনবিচ্ছিন্ন করার জন্য এই মামলার নীলনকশা তৈরি করেন। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে আরও ৩৪ জন সামরিক, বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। এই মামলায় শেখ মুজিবকে 'পাকিস্তানের শত্রু' এবং 'ভারতের দালাল' বলে প্রচার চালানো হয়।

গ সৃজনশীল ৬ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৫৬ "ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো- 'ইনশাআল্লাহ'..... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা | প্রশ্ন নং ৫]

ক. মজলুম জননেতা বলা হয় কাকে? ১

খ. বাঁশের কেল্লা কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের বক্তব্যটি আমাদের কোন ঐতিহাসিক ভাষণের কথা মনে করিয়ে দেয়? উক্ত ভাষণের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকে উল্লেখিত ভাষণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৫৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক মজলুম জননেতা বলা হয় মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে।

খ বাঁশের কেল্লা ছিল শহিদ তিতুমীর প্রতিষ্ঠিত একটি দুর্গ।

বারাসাতের বিদ্রোহের পর তিতুমীর বুঝতে পারেন যে, ইংরেজদের সাথে তার যুদ্ধ অনিবার্য। তাই সমর প্রস্তুতি ও সেনা প্রশিক্ষণের পাশাপাশি নিজ বাহিনীর নিরাপত্তার জন্য বারাসাতের কাছে নারিকেলবাড়িয়া নামক স্থানে তিতুমীর বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেছিলেন। ১৮৩১ সালের ২৩ অক্টোবর তিনি এটি নির্মাণ করেন। বাঁশের কেল্লাটি বাঁশ ও কাদা দিয়ে নির্মিত হয়েছিল।

গ উদ্দীপকের বক্তব্যটি আমাদের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের কথা মনে করিয়ে দেয়। উক্ত ভাষণের বিভিন্ন দিক নিচে আলোচনা করা হলো—

৭ মার্চ ১৯৭১ সাল বাঙালির জাতীয় জীবনে এক অবিস্মরণীয় দিন। এ দিন বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে লাখো মানুষের সমাবেশে জাতির উদ্দেশ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। ঐতিহাসিক এ ভাষণটি ছিল পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ থেকে জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর চূড়ান্ত সংগ্রামের আহ্বান। ১৯৭১-এর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক এ ভাষণের পটভূমিতে ছিল ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালিদের একমাত্র প্রতিনিধিকারী দল আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ জয় সত্ত্বেও ক্ষমতা হস্তান্তর না করা। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানি সামরিক জান্তার বাঙালি জাতিকে সমূলে নির্মূল করার ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষাপটের প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সারা বাংলায় চলছিল শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন। অপরদিকে দেশের নিরস্ত্র জনগণের ওপর চলছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণ ও হতাহতের ঘটনা। এ ভাষণে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত কর্মসূচি ঘোষণা করেন এবং সারা বাংলায় প্রতিরোধ গড়ে তোলার নির্দেশ দেন। প্রতিরোধ সংগ্রাম শেষাবধি মুক্তিযুদ্ধে রূপ নেয়ার ইঙ্গিত ছিল তার বক্তৃতায়। শত্রুর মোকাবিলায় গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বনের কথাও বলেন তার ভাষণে। যেকোনো উস্কানির মুখে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। এমন বক্তব্যের পর তিনি ঘোষণা করেন 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে.... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

ঘ স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকের উল্লিখিত ভাষণের অর্থাৎ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ৭ মার্চ-এর ভাষণের গুরুত্ব অপরিসীম।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭০ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে যে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছিলেন তা এক কথায় অনন্য। উক্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু পশ্চিম-পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শাসন, শোষণ ও

Teaching024.com

বঞ্চনার ইতিহাস, নির্বাচনে জয়ের পর বাঙালির সাথে প্রতারণা এবং বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসের পটভূমি তুলে ধরেন।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ থেকে বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা ও মুক্তিযুদ্ধের নির্দেশনা পায়। বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণে বাঙালি জাতির পরবর্তী করণীয় ও স্বাধীনতা লাভের দিক নির্দেশনা ছিল প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলা এবং যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকা। এ ভাষণে তিনি প্রতিরোধ সংগ্রাম, যুদ্ধের কলা-কৌশল ও শত্রু মোকাবিলার উপায় সম্পর্কেও দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন। এ ভাষণের ফলেই সাত কোটি নিরস্ত্র বাঙালি বস্তুত সশস্ত্র বাঙালিতে পরিণত হয় এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। এ ভাষণ বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল, দেশমাতৃকার স্বাধীনা সংগ্রামে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। পরবর্তীতে বাঙালি জাতি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছিল।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের দেওয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণটি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৫৭ বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ খুলনায় দৃষ্টিনন্দন একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছে। বাঙ্গালী জাতি সত্তার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ একটি আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছিল তাদের স্মৃতি রক্ষার্থে উক্ত শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সোপান।

[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা ▌ প্রশ্ন নং ১]

ক. যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ নির্বাচনে বিজয়ী কোন নেতা পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন? ১

খ. '"১৯৬৬ সালের ছয় দফা কর্মসূচি" বাঙ্গালী জাতির মুক্তি সনদ' ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে কোন আন্দোলনের কথা বলা হচ্ছে? উক্ত আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি কি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় আজ বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৫৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিজয়ী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

খ বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হওয়ায় ছয় দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ছয় দফা ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। এ স্বাধিকার আন্দোলনের সিঁড়ি বেয়ে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় এবং ছিনিয়ে নিয়ে আসে বাঙালি জাতির স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য। বিশ্বের মানচিত্রে জায়গা করে নেয় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। এ জন্যই ছয় দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয়।

গ সৃজনশীল ২ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৫৮ এক সময় আফ্রিকা মহাদেশে সুদান নামক একটি মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র ছিল। উক্ত সুদান নাম রাষ্ট্র পূর্বাংশ এবং দক্ষিণাংশ দুটি অংশে বিভক্ত ছিল। তখন দক্ষিণ সুদানের সম্পদ নিয়ে সুদানের মূল শাসকগোষ্ঠী শুধুমাত্র পূর্ব সুদানের উন্নয়নে ব্যয় করত। দক্ষিণ সুদানের জনগণ চাকুরী সহ অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছিল। দীর্ঘদিনের বঞ্চনা আর শাসন-শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। এক সময় বাধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। যুদ্ধ বন্ধ করতে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। গণভোটে স্বাধীনতার পক্ষে জনগণ বিপুল সাড়া দেয়। অতঃপর শান্তিপূর্ণ উপায়ে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে 'দক্ষিণ সুদান' নামে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নেয়। *[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা ▌ প্রশ্ন নং ২]*

ক. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কতটি আসন লাভ করেছিল? ১

খ. নবাব আবদুল লতিফকে বাংলার সৈয়দ আহম্মেদ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সুদান রাষ্ট্রের সাথে তোমার পঠিত কোন রাষ্ট্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, সুদান হতে দক্ষিণ সুদানের স্বাধীনতা লাভ এবং পাকিস্তান হতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের ঘটনা প্রবাহের হুবহু মিল রয়েছে? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৫৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন লাভ করে।

খ স্যার সৈয়দ আহমেদের মতো নবাব আব্দুল লতিফ মুসলমানদের উন্নয়নে সমাজ সংস্কারমূলক ও শিক্ষা বিস্তারমূলক কাজ করেন। এ সকল কারণে নওয়াব আব্দুল লতিফকে বাংলার 'সৈয়দ আহমদ' বলা হয়।

মুসলমান সমাজের দুঃখ, দুর্দশা ও দুর্গতি স্যার সৈয়দ আহমদকে চরমভাবে ব্যথিত করেছিল। তিনি উপলব্ধি করেন, মুসলমানদের পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি ঘৃণা ও উদাসীনতা তাদের দুঃখ দৈন্যের কারণ। তাই তিনি মুসলমানদের উন্নতির জন্য ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের ওপর জোর দেন। বাংলার মুসলমানদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে নওয়াব আব্দুল লতিফও অনুরূপ ভাবনা ভেবেছিলেন এবং মুসলমানদের সামগ্রিক উন্নয়নে নিবেদিত ছিলেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত বৈষম্যের সাথে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্যের মিল রয়েছে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে যার মূল প্রস্তাব ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে মুসলিম লীগ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি এড়িয়ে যায় এবং ব্যাপক সামরিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে। ১৯৫৮ সালের আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারির পর বৈষম্য আরও বৃদ্ধি পায়। পাকিস্তান সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধিদপ্তরগুলোতে বাঙালির অবস্থান ছিল খুবই নগণ্য। তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের জন্য যথাযথ নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও পশ্চিম পাকিস্তান কখনো সুদৃষ্টি দেয়নি। জীবনযাত্রার মান, শিল্পায়ন, আমদানি খাতে ব্যয়, রাজস্ব আয় ও ব্যয়, বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ বণ্টন প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বড় ধরনের আর্থিক বৈষম্য ছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রেও বাঙালিরা বৈষম্যের শিকার হয়েছে। এমনকি বিভিন্ন সামাজিক বৈষম্যও ছিল যা পূর্ব পাকিস্তানের সার্বিক জীবনযাত্রার ওপর প্রভাব ফেলেছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত সুদানের উত্তর অংশও বিভিন্নভাবে দক্ষিণ অংশকে বঞ্চিত করেছে এবং বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত বৈষম্যের সাথে তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্যের সাদৃশ্য থাকায় উদ্দীপকে উল্লিখিত রাষ্ট্রের সাথে আমার পঠিত তৎকালীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে বর্ণিত দক্ষিণ সুদানের জনগণের স্বাধীনতা অর্জন এবং বাংলাদেশের জনগণের ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা অর্জন একরকম নয়। দক্ষিণ সুদানের জনগণের স্বাধীনতা অর্জনের সাথে বাংলাদেশের জনগণের ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা অর্জনের তুলনা নিম্নরূপ-

দুটো দেশের সাদৃশ্য যে জায়গায় ছিল সেটি হলো দক্ষিণ সুদান ও পূর্ব পাকিস্তান উভয়ই তাদের দেশের অন্য আর একটি অংশ দ্বারা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও প্রশাসনিক বৈষম্যের শিকার হয়েছিল। বৈষম্য ক্রমাগত হারে বৃদ্ধির ফলে উভয় দেশের জনগণের মধ্যেই তিক্ততা, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বীজ জন্ম নিয়েছিল।

বাংলাদেশ ও দক্ষিণ সুদানের স্বাধীনতা লাভের মধ্যে বেশ কিছু বিষয়ে বৈসাদৃশ্যও ছিল। যেমন- সুদানের উভয় অংশের জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু পাকিস্তানে এ ধরণের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি হয়নি। অবশ্য এ ধরনের দাঙ্গা সৃষ্টি না হওয়ার পেছনে ভৌগোলিক দূরত্বের বিষয়টা হয়ত ছিল। দক্ষিণ সুদানে আন্তর্জাতিক শক্তির প্রচেষ্টায় শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং পরে গণভোট হয়। গণভোটে দক্ষিণ সুদানের জনগণ একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষে রায় দেয়। পৃথিবীর মানচিত্রে জন্ম নেয় দক্ষিণ সুদান নামের একটি রাষ্ট্র। কিন্তু বাংলাদেশ দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের মাধ্যমে, ত্রিশ লক্ষ শহিদের বিনিময়ে, অত্যাচারি পাকিস্তানিদের পরাজিত করে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণ করলে আমাদের বিজয় অর্জিত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, যদিও দক্ষিণ সুদান ও বাংলাদেশের জনগণের ওপর অন্যায়, অবিচার ও বৈষম্য একই রকমের হয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্র দুটির স্বাধীনতা লাভের প্রক্রিয়া ছিল পুরোপুরি ভিন্ন।

প্রশ্ন ▶ ৫৯ একক পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর অধিনে প্রথম ও শেষ জাতীয় নির্বাচন ছিল 'ক' সালের জাতীয় নির্বাচন। নির্বাচনে বাঙালীরা একটি দল এবং তার নেতাকে একচেটিয়া ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে। ঐ নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রকাঠামোর মৃত্যু ঘন্টা বাজিয়ে দেয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে নানা টালবাহানা করতে থাকে। পার্লামেন্টের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়।

[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা | প্রশ্ন নং ৩]

ক. স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পতাকা কোথায় এবং কে উত্তোলন করেন? ১

খ. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও পাকিস্তান সরকার বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য মামলা কি ও কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে কোন নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে? উক্ত নির্বাচনের ফলাফল ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উক্ত নির্বাচনের ফলাফলই পাকিস্তানের মৃত্যুঘন্টা বাজিয়ে দেয়" তুমি কি এ বক্তব্য সমর্থন কর। তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পতাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্র নেতা আ স ম আব্দুর রব উত্তোলন করেন।

খ পাকিস্তান সরকার ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে আরও ৩৪ জন বাঙালি সামরিক ও সিএসপি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করে তাই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত।

মামলায় উল্লেখ করা হয়েছিল, শেখ মুজিবসহ এ কর্মকর্তারা ভারতের ত্রিপুরা অঙ্গরাজ্যের আগরতলা শহরে ভারত সরকারের সাথে এক বৈঠকে পাকিস্তানকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা তৈরি করেছে। মামলায় ষড়যন্ত্রের মূল হোতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং মওলানা ভাসানী সরকারের এ চক্রান্তের বিরুদ্ধে এবং মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবসহ সকল বন্দির মুক্তির দাবিতে গণ আন্দোলন গড়ে তোলেন।

গ সৃজনশীল ৮ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৬০ মেঘলা জাতীয় সংসদের নির্বাচনে ভোট দিতে গিয়ে তার দাদুর কথা মনে পড়ল। দাদু বলেছিলেন ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয় হয়।

[সাতক্ষীরা সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৪]

ক. মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় কখন? ১

খ. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তান ভাঙনের সংকেত বহন করে— এর সপক্ষে তোমার মতামত দাও। ৪

৬০নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল।

খ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বলতে প্রদেশের পূর্ণ কর্তৃত্বকে বোঝায়।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র সংক্রান্ত এবং অর্থ এ ত্রিবিধ বিষয়ের কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বিচার, পুলিশ এবং আইনশৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়ের কর্তৃত্ব প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে এভাবেই ক্ষমতা বণ্টন করে দেওয়া হয়। মূলত এটিই হলো প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন।

গ সৃজনশীল ৮ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৬১ জনাব করিম একজন খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ। তিনি যে দেশে বাস করেন সেখানে অধিকাংশ মানুষ একটি প্রধান ভাষায় কথা বলে। এই ভাষা তাদের মায়ের মতো। তবে এক সময় সে দেশের শাসনকর্তা এই প্রধান ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা না করে কতিপয় লোকের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এরপর থেকে শুরু হয় ভাষাগত সমস্যা নিয়ে আন্দোলন। এই আন্দোলনে অনেকে শহীদ হন। অবশেষে শাসনকর্তা অধিকাংশের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

[সাতক্ষীরা সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ২]

ক. শহীদ তিতুমীরের আসল নাম কী? ১

খ. ফরায়েজি আন্দোলন কী? ২

গ. উদ্দীপকের বিষয়ের সাথে তোমার পঠিত কোন বিষয়ের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত আন্দোলন পরবর্তীতে সকল আন্দোলনের জন্য প্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করেছিল— বিশ্লেষণ করো। ৪

৬১নং প্রশ্নের উত্তর

ক শহীদ তিতুমীরের আসল নাম হলো সৈয়দ মীর নিসার আলী।

খ হাজী শরিয়তুল্লাহ পরিচালিত আন্দোলনের নাম হলো ফরায়েজি আন্দোলন।

ফরায়েজি শব্দটি এসেছে 'ফরজ' শব্দ থেকে যার অর্থ হলো অবশ্য পালনীয়। হাজী শরীয়তুল্লাহ মুসলমানদের ধর্মীয় কুসংস্কারমুক্ত হয়ে ফরজ পালনে আহ্বান জানান। মুসলমানদের কুসংস্কারপূর্ণ আচরণ এবং নৈতিক অধঃপতন তাকে বিচলিত করে। ফলে তিনি এর ঘোর বিরোধিতা

Teachingbd24.com

করেন। এ লক্ষ্যে তিনি সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন শুরু করেন। তার নেতৃত্বে পরিচালিত এ আন্দোলনের নাম ফরায়েজি আন্দোলন।

গ সৃজনশীল ২ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৬২ আবীরের বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৭১ সালে তিনি খুলনার মেজর জলিলের সাথে থেকে সরাসরি শত্রুর মুখোমুখি যুদ্ধ করেছেন। তিনি তৎকালীন পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর সদস্য ছিলেন। আবীরের চাচা সালাম তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুদের সাথে নিয়ে সে খুলনায় চলে আসে। গোপনপথে ভারতে গিয়ে তারা ট্রেনিং নিয়ে আসে। এরপর ভারত থেকে ফিরে তারা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

[ঝালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৩]

ক. পাকবাহিনী কত তারিখে অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে? ১

খ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আবীরের চাচা মুক্তিযুদ্ধে কোন বাহিনীর সদস্য ছিলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, স্বাধীনতা অর্জনে শুধু আবীরের বাবার মত মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা ছিল? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬২নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকবাহিনী ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে।

খ মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় জনগণ ও সরকার অনন্য সাধারণ ভূমিকা রাখে। ভারত ১ কোটি বাংলাদেশি নাগরিককে খাদ্য, চিকিৎসা ও আশ্রয় দিয়ে সহায়তা করে। হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধার প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রের ব্যবস্থা করে। সাধারণ জনগণ শরণার্থীদের আশ্রয়দান করে। বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করতে ভারতের বহু সৈনিক জীবন উৎসর্গ করেছেন।

গ উদ্দীপকে আবিরের চাচা মুক্তিযুদ্ধের অনিয়মিত বাহিনীর সদস্য ছিলেন।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সামরিক বাহিনীর পাশাপাশি বিভিন্ন অনিয়মিত বাহিনীও অংশগ্রহণ করেছিল। এসব অনিয়মিত বাহিনীতে ছাত্র, কৃষক, যুবক, নারী, রাজনৈতিক দলের কর্মী, শ্রমিকসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল। তারা যুদ্ধের প্রশিক্ষণের জন্য সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে যায়। এরপর তারা দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পাকিস্তানি সামরিক ছাউনী বা আস্তানায় হামলা চালায়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিন সপ্তাহের প্রশিক্ষণ আর হালকা অস্ত্র নিয়ে এরা অসীম সাহস ও মনোবল নিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

উদ্দীপকে আমরা লক্ষ করি যে, আবিরের চাচা একজন ছাত্র ছিলেন। তিনি ট্রেনিং নিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই বৈশিষ্ট্যগুলো মুক্তিযুদ্ধের অনিয়মিত বাহিনীর মাঝেও লক্ষণীয়।

ঘ উদ্দীপকের আবিরের বাবার মতো মুক্তিযোদ্ধারাই শুধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ভূমিকা রেখেছিল বলে আমি মনে করি না।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এদেশের ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, কবি, সাংবাদিক, চিকিৎসক, শিল্পীসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ মুক্তির সংগ্রামে শামিল হয়। এদের মধ্যে সংখ্যায় বেশি ছিল ছাত্র। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধে কৃষকদের অবদান ছিল অত্যন্ত গৌরবময়। আর ১৯৭১ সালের মার্চ থেকেই দেশের প্রতিটি অঞ্চলে যে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় তাতে নারীদের বিশেষ করে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। সারা দেশে বিভিন্ন রণাঙ্গনে নারী মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি বাহিনীর মোকাবিলা করেছেন।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সংবাদ, দেশাত্মবোধক গান, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব গাঁথা, রণাঙ্গনের নানা ঘটনা ইত্যাদি দেশ ও জাতির সামনে তুলে ধরে সাধারণ মানুষকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত করে। আর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের যথেষ্ট অবদান ছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণও অংশগ্রহণ করেছিল। অনেকে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এদেশের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধ সফল হয়।

প্রশ্ন ▶ ৬৩ ইরাকের কুর্দি নেতা আব্দুল্লাহ ইরাক সরকারের নিকট প্রস্তাব করলেন যে, ইরাকের উত্তর-পূর্ব ও মধ্যাঞ্চলের কুর্দিদের নিয়ে 'স্বাধীন কুর্দি রাষ্ট্রসমূহ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। স্বাধীন কুর্দি রাষ্ট্র হবে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতির, যার অঙ্গরাজ্যগুলো হবে স্বায়ত্তশাসিত। কিন্তু সরকার আব্দুল্লাহর প্রস্তাব কিছুটা সংশোধন করে সকল কুর্দিদের নিয়ে একটি স্বাধীন কুর্দিস্তান প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে পূর্বাঞ্চলের কুর্দিরা এক পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

[বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ। প্রশ্ন নং ২]

ক. 'দ্বৈতশাসন কী? ১

খ. 'হিন্দু ও মুসলমানের জন্য পৃথক আবাসভূমি প্রয়োজন-জিন্নাহর এই উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে তোমার পঠিত কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কী মনে কর এই ঘটনায় স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল? যুক্তি দাও। ৪

৬৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৭৬৫ সালে বাংলা শাসনের জন্য ক্ষমতা ও দায়িত্ব ভাগাভাগি করে রবার্ট ক্লাইভ দুই জনের যে অভিনব শাসন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন তাকে দ্বৈতশাসন বলে।

খ হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমি প্রয়োজন-জিন্নাহর এই উক্তিটির দ্বি-জাতি তত্ত্বটির সমার্থক। জিন্নাহর এই উক্তিটি ব্যাখ্যা করলে ভারত পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায়।

১৯৪০ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বি-জাতি তত্ত্বের উন্মেষ ঘটান। তার মতে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই পৃথক ধর্মীয় দর্শন, সামাজিক রীতি, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতির ক্ষেত্রে দুটি পৃথক প্রকৃত অবস্থার মধ্যে অবস্থান করে। সুতরাং জাতীয়তার মানদণ্ডে হিন্দু ও মুসলমান পৃথক জাতি।

গ উদ্দীপকে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে। লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য ছিল পাকিস্তানে দুটি অঞ্চলে দুটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনা।

লাহোর প্রস্তাবের ধারাগুলো বিবেচনা করলে এর কিছু মৌলিক দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সংলগ্ন স্থানসমূহকে অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। ভারতের উত্তর পশ্চিম ও পূর্বভাগের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো নিয়ে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' গঠন করতে হবে। স্বাধীন রাষ্ট্র হবে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতির, যার অঙ্গরাজ্যগুলো হবে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। পাশাপাশি সংখ্যালঘু মুসলমানদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ করতে হবে। দেশের যে কোনো ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনায় উক্ত বিষয়গুলো মৌলিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। অঞ্চল বা প্রদেশগুলো নিজেদের এলাকায় প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, যোগাযোগ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সব বিষয়ে সকল ক্ষমতার অধিকারী হবে।

উল্লেখিত ঘটনা থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, পাকিস্তানে দুটি অঞ্চলে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। যা আলোচ্য উদ্দীপকে ইরাকের কুর্দি নেতা আবদুল্লাহ কর্তৃক ইরাক সরকারের নিকট উপস্থাপিত প্রস্তাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ঘটনার সাথে আমার পঠিত ঐতিহাসিক ঘটনা 'লাহোর প্রস্তাব' এর সাথে সাদৃশ্য আছে।

Teachingbd24.com

ঘ ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের দ্বারা সৃষ্ট বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে তোলার অন্যতম উৎস ছিল বলে আমি মনে করি। লাহোর প্রস্তাবের ঘটনায় স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল। নিম্নে যুক্তি উপস্থাপন করা হলো:

লাহোর প্রস্তাবে স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত: ১৯৪০ সালের মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল। লাহোর প্রস্তাবে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল পূর্ব ভারতে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা হিসেবে বর্ধিষ্ণু পূর্ব বাংলাকে নিয়ে স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ গঠিত হবে। সুতরাং, এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত প্রস্তাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী বাঙালিদের অর্থাৎ, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন হরণ করে একে ঔপনিবেশিক শাসনে পরিণত করে। অথচ লাহোর প্রস্তাবে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের কথা স্পষ্ট উল্লেখ ছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে বাঙালি নেতারা দাবি করে যে, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। এ দাবি পরবর্তীতে স্বাধীকার আন্দোলনে রূপ লাভ করে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা বলা যায় যে, ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবেই স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল।

প্রশ্ন ▶ ৬৪ 'ক' রাষ্ট্র প্রধানতঃ পূর্ব ও পশ্চিম এ দুটি অংশে বিভক্ত। ঐ রাষ্ট্রের সাধারণ নির্বাচনে দু'অঞ্চল থেকে দুটি রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পশ্চিমের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল পূর্ব অংশে কোন আসন পায়নি তেমনি পূর্ব অংশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল পশ্চিম অংশে কোন আসন পায়নি। *[চট্টগ্রাম কলেজ। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কী? ১

খ. ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর নাম লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নির্বাচনের সাথে তোমার পঠিত নির্বাচনের যে সামঞ্জস্য রয়েছে তা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. তোমার পঠিত উক্ত নির্বাচনের ফলাফলের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৬৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার দাবিতে যে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল তাকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন বলা হয়।

খ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারকে পরাজিত করার লক্ষ্যে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দলগুলো যে জোট গঠন করেছিল তাই যুক্তফ্রন্ট নামে পরিচিত।

যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক দল ছিল চারটি। যথা: ১. মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ; ২. শেরে বাংলার নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টি; ৩. মাওলানা আতাহার আলীর নেতৃত্বে নেজাম-ই ইসলাম পার্টি ও ৪. হাজী দানেশের নেতৃত্বে বামপন্থী গণতন্ত্রী দল।

গ উদ্দীপকের নির্বাচনের সাথে পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' রাষ্ট্র দুটি অঞ্চলে বিভক্ত। ঐ রাষ্ট্রের সাধারণ নির্বাচনে দু'অঞ্চল থেকে দুটি রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পশ্চিমের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল পূর্বে কোনো আসন পায়নি এবং পূর্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল পশ্চিমে কোনো আসন পায়নি। পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ক্ষেত্রেও এমনটি দেখা যায়। বৃহৎ পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতিনিধি ছিল আওয়ামী লীগ। আর এ রাষ্ট্রের পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের নেতৃত্ব দিতেন পাকিস্তান পিপলস পার্টি। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর অঞ্চল দুটিতে জাতীয় পরিষদ এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচনি ফলাফলে দেখা যায়, জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে ১৬২টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬০টি আসন লাভ করে। অবশিষ্ট ২টি আসনে নির্বাচিত হন পিডিপির নুরুল আমিন এবং নির্দলীয় ত্রিদিব রায়। পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশের মধ্যে পিপিপি মোট ৮৩টি আসন পায় অর্থাৎ আওয়ামী লীগ সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ জাতীয় পরিষদের মোট ৩১৩টি আসনের মোট ১৬৭টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আর তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পিপিপি মোট ৮৮টি আসন পায়। অপরদিকে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে মোট ৩১০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ মোট ২৯৮টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যেমন পশ্চিম পাকিস্তানে ১টি আসনও পায়নি, পিপিপিও তেমনি পূর্ব পাকিস্তানে ১টি আসনও পায়নি। এ আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় 'ক' রাষ্ট্রের নির্বাচনটি পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আমার পঠিত উক্ত নির্বাচন অর্থাৎ ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী।

১৯৭০ সালের নির্বাচন অবিভক্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম ও শেষ নির্বাচন। প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত এ নির্বাচন ছিল বাঙালিদের মুক্তির প্রেরণা। এ নির্বাচনের ফলাফলকে কেন্দ্র করেই পাকিস্তানে এক বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি হয়েছিল যার সমাপ্তি ঘটে বাংলাদেশের উত্থানের মধ্য দিয়ে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক উভয় পরিষদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এই ফলাফল অনুযায়ী আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হওয়া ন্যায়সংগত অধিকার ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে গড়িমসি শুরু করে। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান ৩রা মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করে। এই ঘোষণার সাথে সাথে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এই ঘটনার জের ধরে ইয়াহিয়া খান পুনরায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করে। কিন্তু এই ঘোষণায় আস্থা রাখতে না পেরে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জনসভার আয়োজন করা হয়। এ জনসভায় বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক ভাষণে ব্যাপক আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তার নির্দেশ অনুযায়ী দেশে ব্যাপকভাবে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালিত হয়। এ আন্দোলনের একপর্যায়ে ২৫-এ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী এদেশে নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। এ ঘটনার প্রেক্ষাপটেই ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল ছিল বাঙালি জাতির জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। প্রকৃতপক্ষে এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় ছিল স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় অন্যতম পদক্ষেপ।

প্রশ্ন ▶ ৬৫ ভোলার একটি পৌরসভার উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে স্বতন্ত্র প্রার্থী আলাউদ্দিন আলী বিজয়ী ঘোষিত হন। কিন্তু বিশেষ মহলের প্রভাবে আলাউদ্দিন আলীর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে টাল বাহানা শুরু করে। ফলশ্রুতিতে তার দল এবং স্থানীয় জনগণের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। *[আলহাজ মকবুল হোসেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে কত সালে? ১

খ. পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে আলাউদ্দিন আলীর দল ও জনগণের মাঝে যে প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় তার সাথে ১৯৭০ সালের নির্বাচনোত্তর সময়ের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকে আলাউদ্দিন আলীর নিকট প্রশাসন কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরের টাল বাহানা স্বাধীনতা পূর্ব পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের অনুরূপ' ব্যাখ্যা কর? ৪

৬৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে ১৯৭১ সালে।

Teachingbd24.com

খ বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী পাকিস্তান রাষ্ট্র ছিল একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রের প্রকৃত উদাহরণ।

১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রটি নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। এসব সমস্যার কারণে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান রচনা করতেই দীর্ঘ নয় বছর সময় লেগেছিল। গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি, ক্ষমতার কেন্দ্রীয়করণ এবং সামরিক-বেসামরিক আমলাদের দৌরাত্ম্য ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। অসংখ্য সমস্যাজড়িত পাকিস্তান রাষ্ট্র তাই স্থিতিশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনে বেশ হিমশিম খেয়ে যায়।

গ উদ্দীপকের আলাউদ্দিন আলীর দল ও জনগণের মাঝে যে প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় তার সাথে ১৯৭০ সালের নির্বাচনোত্তর সময়ের সাদৃশ্য হলো ক্ষমতা দেওয়া নিয়ে টালবাহানা করা।

বিজয়ীদলকে ক্ষমতা না দিয়ে যদি টালবাহানা করা হয় তবে স্বাভাবিকভাবেই জনমনে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। এ বিষয়টিই প্রতিফলিত হয় উদ্দীপকের প্রেক্ষাপটে এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে। ১৯৭০ সালের নির্বাচন বাংলার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তর করতে টালবাহানা শুরু করে। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করায় বাঙালি জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ২ মার্চ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। এমনিভাবে উদ্দীপকের প্রেক্ষিতেও ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে টালবাহানা করায় অসন্তোষ সৃষ্টি হয়।

উদ্দীপকে আলোচিত ভোলার একটি পৌরসভার উপনির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থী আলাউদ্দিন আলীকে ক্ষমতা হস্তান্তর করা নিয়ে টালবাহানা করে। তাদের এরূপ টালবাহানার কারণে তার দল এবং স্থানীয় জনগণের মাঝে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তা পূর্ব আলোচিত অসহযোগ আন্দোলনেরই অনুরূপ ঘটনা। ১৯৭০ সালের নির্বাচনোত্তর সময়ের সাথে উদ্দীপকের ঘটনার এদিক দিয়েই সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

ঘ উদ্দীপকে আলাউদ্দিন আলীর দলের সাথে ক্ষমতাসীন দল যে ধরনের আচরণ প্রদর্শন করেছে তার প্রেক্ষিতে প্রশ্নের মন্তব্যটিকে আমি যথার্থ মনে করি।

১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল অবিভক্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম ও শেষ সাধারণ নির্বাচন। এ নির্বাচন শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী নির্বাচনের ফলাফলকে মেনে না নিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে টালবাহানা শুরু করে। এর ফলশ্রুতিতেই তারা তাদের ক্রান্তিকালে উপনীত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানিদের এরূপ ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদেই ২ মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। এরই পথ ধরে সূচনা হয় স্বাধীনতা আন্দোলনের।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে পশ্চিম পাকিস্তানিরা যে ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছিল তা ভিন্ন প্রেক্ষিতে উপস্থাপিত হয়েছে উদ্দীপকের ঘটনায়। এখানে দেখা যায়, নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে আলাউদ্দিন আলী বিজয়ী ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু বিশেষ মহলের প্রভাবে প্রশাসন তার নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে। এটি মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতাপূর্ব পশ্চিম পাকিস্তানিদের পরিচালিত ষড়যন্ত্রেরই নামান্তর। তারা যেভাবে বাঙালির উত্থানকে অস্বীকার করেছিল। তেমনিভাবে আলাউদ্দিন আলীর সাথেও অন্যায় আচরণ প্রদর্শন করা হয়েছে।

আলোচনা শেষে বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৬৬ মি. 'ক' বিমান বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। স্বদেশের প্রতি তার খুব টান ছিল। সত্তরের নির্বাচনের পর পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর বিমাতাসুলভ আচরণ তাকে ক্ষুব্ধ করে। নিরস্ত্র জনগণের ওপর নির্বিচারে গুলি, গণহত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদি সংবাদে তিনি অস্থির হয়ে উঠেন। স্বজাতির মুক্তির জন্য সুকৌশলে তিনি একটি যুদ্ধবিমান নিয়ে পলায়ন করেন। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি শত্রু বিমানের গুলিতে নিহত হন। এভাবে অনেক শহীদের আত্মত্যাগে দেখা স্বাধীন হয়।

[সরকারি শাহ সুলতান কলেজ, বগুড়া। প্রশ্ন নং ৭]

ক. ভাষা আন্দোলন কী? ১

খ. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ঘটনার সাথে তোমার পঠিত বইয়ের কোন ঘটনার ইঙ্গিত রয়েছে? ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শহীদদের আত্মত্যাগকে তুমি কীভাবে মূল্যায়ন করবে? ৪

৬৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভাষার জন্য, মায়ের মুখের ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়ার জন্য যে আন্দোলন পরিচালনা করা হয় তাই ভাষা আন্দোলন।

খ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের কারণগুলো হলো-

১. ১৯৫৮ সালের অক্টোবরের ঘোষিত সামরিক শাসনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে যেভাবে গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পর্যুদস্ত হয় তার প্রতিবাদস্বরূপ পরবর্তীতে ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান সূচিত হয়।

২. সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের অত্যধিক ক্ষমতা বৃদ্ধি ও তাদের গণবিরোধী ভূমিকার প্রতিবাদ হিসেবে গণঅভ্যুত্থান সূচিত হয়।

৩. পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবি-দাওয়ার প্রতি ক্ষমতাসীন সরকারের অবজ্ঞা প্রদর্শনের প্রতিবাদস্বরূপ এ গণঅভ্যুত্থান ঘটে।

গ উদ্দীপকে মি. 'ক' বিমান বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। স্বদেশের প্রতি অকৃত্রিম টান ছিল তার। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর বিমাতাসুলভ আচরণে তিনি অস্থির হয়ে উঠেন। স্বজাতির মুক্তির জন্য সুকৌশলে তিনি একটি যুদ্ধবিমান নিয়ে পালিয়ে আসেন। কিন্তু পথিমধ্যে শত্রুর গুলিতে নিহত হন। তিনি হলেন বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান। যিনি পাকিস্তান থেকে যুদ্ধ বিমান নিয়ে পালিয়ে আসেন। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বিমানটাকে ধ্বংস করে দেয়।

উদ্দীপকের ঘটনাটি আমার পঠিত ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাকে নির্দেশ করছে। কারণ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলার আপামর জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তেমনি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হলেন বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান। জীবনের চরম ঝুঁকি নিয়েও দেশমাতৃকাকে শত্রুমুক্ত করার মানসে কর্মরত অবস্থায় থেকে বিমান নিয়ে পলায়ন করে। স্বাধীনতা অর্জনে যে ত্যাগ স্বীকার করেছিল তা ইতিহাসে বিরল।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত শহিদ অর্থাৎ বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের আত্মত্যাগকে আমি যেভাবে মূল্যায়ন করব তা হলো- ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনীর অতর্কিত হামলা সেদিন বাঙালি জাতিকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ডাকে ২৬ মার্চ থেকে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধে সারাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। গঠন করা হয় মুক্তিবাহিনী, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী, মুজিব বাহিনী ও অন্যান্য বাহিনী।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নিয়ামক শক্তি ছিল জনগণ, এই যুদ্ধে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের অবদান ছিল প্রশংসনীয়। শিল্পীগণ গণসংগীত ও দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করে দেশের জনসাধারণকে মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছেন। শুধু তাই নয় সরকারি, বেসরকারি চাকরিজীবী, লেখকগণ, স্বাধীন বাংলা

Teachmypoint.com

বেতারের শিল্পীগণ বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিযুদ্ধের গতি, প্রকৃতি, মানুষের করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে উজ্জীবিত করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য প্রবাসী বাঙালিরা অর্থ সংগ্রহ করেন। এছাড়াও তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনের কাজ করেন। ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর বাংলাদেশে ভারত যৌথ কমান্ড গঠন করা হয়। তারপর বাংলাদেশ বাহিনীর ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ এয়ার কমোডোর এ কে খন্দকার ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাংলাদেশ নামক স্বাধীন ভূখণ্ডের জন্ম হয়। আলোচনার শেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত বীর শহিদদের আত্মত্যাগের বিনিময়েই আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ৬৭ রহমান সাহেব ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের একজন নেতা ছিলেন। তিনি তার নাতীকে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের গল্প শুনাচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি বলেন, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানি সরকার আমাদের ক্ষমতা না দিয়ে আমাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। পরবর্তীতে আমরা স্বাধীনতা লাভ করি।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, জাহানাবাদ সেনানিবাস, খুলনা | প্রশ্ন নং ১]

ক. মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ কয়টি সেক্টরে বিভক্ত ছিল? ১

খ. ৭ই মার্চের ভাষণ সম্পর্কে কি জান? ২

গ. ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল বাঙালি জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার নির্বাচন-উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. স্বাধীনতার ভিত্তি হিসেবে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৬৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়েছিল।

খ বাঙালি জাতির ইতিহাসে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ এক স্মরণীয় দলিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানে যে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছিলেন তা এককথায় অনন্য। এ ভাষণের মাধ্যমে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এর মাধ্যমে তিনি প্রতিরোধ সংগ্রাম, যুদ্ধের কৌশল ও শত্রু মোকাবেলার উপায় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দেন।

গ ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল বাঙালি জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার নির্বাচন— উক্তিটি যথার্থ।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের পথ প্রশস্ত করেছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী নানা অজুহাতে বাংলার মানুষকে শোষণ করেছে। তাদের শোষণের প্রতিবাদ করতে গিয়ে অনেকে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। তাই তারা সুযোগ পেয়ে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে বিপুল ভোটে জয়ী করে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে বাঙালি প্রথমবারের মতো আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্বশাসনের সুযোগ লাভ করে। সত্তরের নির্বাচন আরও প্রমাণ করে, আওয়ামী লীগই জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক।

পূর্ব বাংলার জনগণ প্রত্যাশা করেছিল নির্বাচনের মাধ্যমে শোষকগোষ্ঠীকে পরাজিত করে তাদের নিজস্ব প্রতিনিধির মাধ্যমে অধিকার আদায় করবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব বাংলার জনপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করে। জনগণ দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করেছিল, একমাত্র আওয়ামী লীগই তাদের অধিকার আদায় করতে সক্ষম হবে। নির্বাচনে বিজয়ের মাধ্যমে বাঙালি জাতি অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। তাই বলা যায়, ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল বাঙালি জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার নির্বাচন।

ঘ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ভিত্তি হিসেবে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের তাৎপর্য অনেক।

পাকিস্তানের রাজনীতিতে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রভাব ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব বিজয় সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরের পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার, নিপীড়ন ও শোষণের হাত থেকে বাঙালি জাতির স্বাধিকার ও মুক্তি লাভেরই বহিঃপ্রকাশ। প্রকৃতপক্ষে সত্তরের নির্বাচনই বাঙালি জাতির ইতিহাসে সর্বপ্রথম স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। এর মাধ্যমেই বাঙালিরা প্রথমবারের মতো আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্বশাসনের সুযোগ লাভ করে।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয়ে আতঙ্কিত হয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে বাধা-বিপত্তির সৃষ্টি করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। ফলে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ বাঙালি জাতি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তারা সর্বশক্তি দিয়ে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় পরবর্তীকালে বাঙালিদের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা জুগিয়েছে। এ প্রেরণা থেকে বাঙালি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে।

আলোচনা শেষে বলা যায়, স্বাধীন বাংলাদেশের ভিত্তি হিসেবে ১৯৭০ সালের নির্বাচন একটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়।

প্রশ্ন ▶ ৬৮ এক দেশে ছিল এক রাজা। তার ছিল ক ও খ নামক দুটি রাজ্য। রাজা খ রাজ্যের সম্পদ লুটে নিয়ে গিয়ে 'ক' রাজ্যের উন্নয়ন ঘটাতো। এভাবে দিনের পর দিন খ রাজ্যের বাসিন্দারা শোষিত ও বঞ্চিত হতো। কোনো প্রতিবাদ করতে গেলে রাজা খ রাজ্যের লোকদের উপর জুলুম নির্যাতন চালাতো। এমনকি কোনো যৌক্তিক দাবি তুললে নেতৃবৃন্দদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে বন্দি করে রাখতো। একদিন খ রাজ্যের জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি অভ্যুত্থান ঘটায়। তাতে শাসকের পতন ঘটে।

[নীলফামারী সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৪]

ক. পাকিস্তানে কে প্রথম সামরিক শাসন জারি করে? ১

খ. ছয় দফার দুটি দফা উল্লেখ কর। ২

গ. উদ্দীপকটি কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে মিল রয়েছে তার কারণসমূহ লেখ। ৩

ঘ. উক্ত ঐতিহাসিক ঘটনার তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৬৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি করেন।

খ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে লাহোরে 'ছয় দফা' ঘোষণা করেন।

ছয় দফার প্রথম কর্মসূচিটি ছিল সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কিত। পাকিস্তানের সংবিধান হবে যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং সরকার হবে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির। এর যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান ও পার্লামেন্টারি সরকার লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত আইনসভাই হবে সর্বেসর্বা। সরকার যাবতীয় কার্যাবলীর জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকবে। সংবিধানে জনগণের পূর্ণ মৌলিক অধিকার রক্ষিত হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতাও রক্ষিত হবে। সর্বোপরি যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের অধীনে একটি সত্যিকার পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।

দ্বিতীয় দফাটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অধীনে কেবল দুটি বিষয় থাকবে— দেশ রক্ষা ও পররাষ্ট্র। সরকারের অবশিষ্ট বিষয়গুলো প্রদেশসমূহের হাতে ন্যস্ত থাকবে।

গ সৃজনশীল ৩ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

Teachingbd24.com

দ্বিতীয় অধ্যায়: পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭–১৯৭১)

★★ পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বরূপ ও পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিদের অবস্থা

১. পাকিস্তানি আমলে বাঙালিদের মনে ক্ষোভ জন্ম নেয় কেন? [ন্যাশনাল পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মিরপুর এসএসসি পরীক্ষার্থী শিক্ষাবর্ষ]
ক বিমাতাসুলভ আচরণ
খ অবস্থানের কারণে
গ শিক্ষাব্যবস্থা না থাকায়
ঘ সামরিক শাসনে **ক**

২. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্যে কত সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিজয় অপরিহার্য ছিল? [জ্ঞান]
ক ১৯৩৭ সালের খ ১৯৪৬ সালের
গ ১৯৫৪ সালের ঘ ১৯৭০ সালের **খ**

৩. পাকিস্তান জন্মের পর পূর্ব বাংলা কোন প্রদেশের বাস্তুহারাদের নিয়ে সংকটে পড়ে? [অনুধাবন]
ক বিহার খ সিমলা
গ পাঞ্জাব ঘ দিল্লি **ক**

৪. রাশেদ বিশ্বমানচিত্রে দেখেছে পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের ব্যবধান ২০০০ মাইল। এই ব্যবধানটি পাকিস্তান আমলে কী সমস্যা তৈরি করেছিল? [প্রয়োগ]
ক স্বৈরতন্ত্রের প্রকোপ
খ রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা
গ স্বায়ত্তশাসন বিলোপ
ঘ শিক্ষায় অনগ্রসরতা **খ**

★★ পাকিস্তান গণপরিষদে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব

৫. দুই পাকিস্তানের মাঝে আঞ্চলিক সমস্যা তৈরি করেছিল কোনটি? [অনুধাবন]
ক বিশাল দূরত্ব
খ বিদেশি শাসক
গ রাজনৈতিক পরিস্থিতি
ঘ মানসিক দূরত্ব **ক**

৬. প্রথম গণপরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানের কতজন সদস্য ছিল? [জ্ঞান]
ক ৩০ জন খ ৩৫ জন
গ ৪০ জন ঘ ৪৪ জন **খ**

৭. পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে রাজনৈতিক সমস্যা ছিল কোনটি? [অনুধাবন]
ক অধিক অংশগ্রহণ
খ অত্যধিক প্রভাব বিস্তার
গ রাজনৈতিক আদর্শের বিচ্ছিন্নতা
ঘ সীমিত অংশগ্রহণ **ঘ**

৮. পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদ কত সালে গঠন করা হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৫৩ সালে খ ১৯৫৫ সালে
গ ১৯৫৭ সালে ঘ ১৯৫৯ সালে **খ**

৯. পাকিস্তান আমল (১৯৪৭ - ১৯৭১) বাঙালিদের জন্য ছিল— [ব. বো. ১৫]
i. শোষণ ও বঞ্চনার ইতিহাস
ii. সুখ ও সমৃদ্ধির ইতিহাস
iii. স্বপ্ন ও সম্ভাবনার ইতিহাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ iii ঘ ii ও iii **ক**

★ বেসামরিক ও সামরিক আমলাতন্ত্রে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব

১০. পূর্ব পাকিস্তানকে উপনিবেশ ভাবতে থাকে কোন শাসকগোষ্ঠী? [জ্ঞান]
ক ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী
খ পশ্চিম পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী
গ ফরাসি শাসকগোষ্ঠী
ঘ পর্তুগিজ শাসকগোষ্ঠী **খ**

১১. তৎকালীন পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানের বিমানবাহিনীর বৈমানিকের সংখ্যা কীরূপ ছিল? [জ্ঞান]
ক ৬% খ ৭%
গ ৮% ঘ ৯% **ঘ**

১২. অখণ্ড পাকিস্তান শাসনামলে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস পদে পূর্ব পাকিস্তানের সদস্য সংখ্যা কতজন ছিল? [জ্ঞান]
ক ১৮৬ জন খ ১৮০ জন
গ ১৭৬ জন ঘ ১৭০ জন **ক**

★★ ভাষা আন্দোলন: ১৯৪৮- ১৯৫২

১৩. মাওলানা ভাসানী আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন কত সালে? [ক. বো. ১৫]
ক ১৯৪৮ খ ১৯৪৯
গ ১৯৫০ ঘ ১৯৫১ **খ**

১৪. ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে কোনটি পরিলক্ষিত হয়? [ক. বো. ১৫]
ক শহিদ মিনার তৈরি
খ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন
গ খাজা নাজিমুদ্দিনের প্রস্তাব
ঘ তমদ্দুন মজলিসের প্রচেষ্টা **ঘ**

১৫. ১৯৫২ সালে ভাষার দাবিতে পূর্ববাংলার ছাত্রসমাজ কোন ধারা ভঙ্গ করে? [কু. বো. ১৫]
ক ১৪৪ খ ১৫৪
গ ১৬৪ ঘ ১৭৪ **ক**

১৬. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কবে? [কু. বো. ১৫]
ক ১৪ ডিসেম্বর খ ১৬ ডিসেম্বর
গ ২১ ফেব্রুয়ারি ঘ ২৬ মার্চ **গ**

১৭. বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল উৎস কোনটি? [সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ঢাকা]
ক ভাষা খ ধর্ম
গ ইতিহাস ঘ রাজনৈতিক চেতনা **ক**

১৮. আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলে মাওলানা ভাসানী তাতে কোন পদ গ্রহণ করেন? [নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]
ক সম্পাদক খ সভাপতি
গ সহ-সভাপতি ঘ যুগ্ম-সম্পাদক **খ**

Teachingbd.com

১৯. 'উর্দু এবং শুধু উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'— উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর
খ লিয়াকত আলী খানের
গ খাজা নাজিমুদ্দীনের
ঘ নূরুল আমীনের **ক**

২০. পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালিদের কোন দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করে? [অনুধাবন]
ক শিল্পকারখানা গড়ার দাবি
খ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের দাবি
গ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি
ঘ অর্থ পাচার বন্ধ করার দাবি **গ**

২১. কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার প্রথম কে উদ্বোধন করেন? [জ্ঞান]
ক শহিদ সালামের পিতা
খ শহিদ জব্বারের পিতা
গ শহিদ শফিউরের পিতা
ঘ শহিদ বরকতের পিতা **গ**

২২. রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় কেন? [অনুধাবন]
ক ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপদানে
খ অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে
গ ভাষা আন্দোলন বেগবান করতে
ঘ ভাষা আন্দোলন দমন করতে **গ**

২৩. রাষ্ট্রভাষার দাবিতে সর্বপ্রথম কবে হরতাল পালিত হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর
খ ১৯৪৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর
গ ১৯৪৮ সালের ১১ জানুয়ারি
ঘ ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ **ঘ**

২৪. রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক কে ছিলেন? [জ্ঞান]
ক ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত খ হাবিবুর রহমান
গ গাজীউল হক ঘ শামসুল হক **ঘ**

২৫. পাকিস্তানের জনসংখ্যার মোট কত ভাগ বাংলায় কথা বলতো? [জ্ঞান]
ক ৪০ ভাগ খ ৪৬ ভাগ
গ ৫০ ভাগ ঘ ৫৬ ভাগ **ঘ**

২৬. মুনিরার মোবাইলে তার বান্ধবী ইংরেজিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে উইস করায় সে রেগে যায়। তার মধ্যে বাংলার ইতিহাসের কোন ঘটনার প্রভাব পড়েছে? [প্রয়োগ]
ক শিক্ষা আন্দোলন খ গণঅভ্যুত্থান
গ ভাষা আন্দোলন ঘ স্বাধীনতা আন্দোলন **গ**

২৭. উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার মতামতের সাথে জড়িত— [অনুধাবন]
i. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
ii. উত্তর প্রদেশের মুসলিম লীগ নেতাগণ
iii. ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

২৮. বাঙালি জাতীয়তাবাদ হলো— [ব. বো. '১৫]
i. একটি ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ
ii. একটি ইতিহাস ও সংস্কৃতিভিত্তিক চেতনা
iii. একটি অ-সাম্প্রদায়িক চেতনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

উদ্দীপকটি পড়ে ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
আদীবা মনোযোগ দিয়ে টেলিভিশনে খবর দেখছিল। এক নেতা ছাত্রদের এক সমাবেশে বলিষ্ঠ কণ্ঠে সরকারের গৃহীত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পক্ষে ঘোষণা দেন। সমাবেশের একটি অংশ না! না!! না!!! ধ্বনিতে এর প্রতিবাদ জানায়। [ঢা. বো. '১৫]

২৯. উদ্দীপকে বর্ণিত নেতাদের বক্তব্য কোন আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়?
ক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন
খ ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান
গ অসহযোগ আন্দোলন
ঘ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ **ক**

৩০. উক্ত আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল ছিল—
i. জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া
ii. ভূখণ্ডের সীমানা নির্ধারণ করা
iii. পৃথক নির্বাচনের স্বীকৃতি দেয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩১ ও ৩২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

৩১. চিত্রটি কীসের পরিচয় বহন করে? [প্রয়োগ]
ক সিপাহি বিদ্রোহের খ ভাষা আন্দোলনের
গ গণঅভ্যুত্থানের ঘ মুক্তিযুদ্ধের **খ**

৩২. উক্ত ঘটনার চেতনার দরুনই পরবর্তীকালে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. '৫৪ এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে
ii. '৬৬ এর ছয় দফা দাবি ব্যর্থ হয়
iii. বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হয়
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

teachingbd.com

★★ ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন

৩৩. কত সালে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' মুসলিম শব্দটি বর্জন করে 'আওয়ামী লীগ' নাম ধারণ করে? [জ্ঞান]
ক ১৯৫৩ খ ১৯৫৪
গ ১৯৫৫ ঘ ১৯৫৬ **গ**

৩৪. যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি প্রতীক কী ছিল? [জ্ঞান]
ক গোলাপ ফুল খ হারিকেন
গ নৌকা ঘ বাঘ **গ**

৩৫. যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচি ছিল কত দফাভিত্তিক? [জ্ঞান]
ক ৬ দফা খ ৭ দফা
গ ১১ দফা ঘ ২১ দফা **ঘ**

৩৬. বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দ মিলে কী গঠন করেন? [অনুধাবন]
ক মুসলিম লীগ খ যুক্তফ্রন্ট
গ মুসলিম আওয়ামী লীগ
ঘ আওয়ামী জনতা পার্টি **খ**

৩৭. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের কত দফা কর্মসূচি ছিল? [জ্ঞান]
ক ১৯ দফা খ ২০ দফা
গ ২১ দফা ঘ ২২ দফা **গ**

৩৮. ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন প্রমাণ করে—
[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বিইউ এসএমএস, পার্বতীপুর, দিনাজপুর]
i. স্বায়ত্তশাসনের যৌক্তিকতা
ii. মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রভাব বৃদ্ধি
iii. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★ ১৯৫৬ সালের সংবিধান

৩৯. ১৯৫৬ সালে প্রণীত পাকিস্তান সংবিধান কোন তারিখ থেকে কার্যকর করা হয়? [জ্ঞান]
ক ১৪ আগস্ট খ ২৩ মার্চ
গ ২১ ফেব্রুয়ারি ঘ ১২ মার্চ **খ**

৪০. ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান সংবিধানে কোনটি গৃহীত হয়? [অনুধাবন]
ক এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা
খ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা
গ রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা
ঘ স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা **খ**

৪১. ১৯৫৬ সালের সংবিধানে প্রদেশে কোন ব্যবস্থাটি রাখা হয়? [অনুধাবন]
ক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা খ সংসদীয় ব্যবস্থা
গ স্বৈরাচারী ব্যবস্থা ঘ রাষ্ট্রপতির শাসন **খ**

৪২. ১৯৫৬ সালে গঠিত গণপরিষদের ৮০ জন সদস্যের কোন প্রক্রিয়ায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়? [অনুধাবন]
ক প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন খ পরোক্ষ নির্বাচন
গ প্রত্যক্ষ নির্বাচন ঘ রাষ্ট্রপতির নির্বাচন **খ**

৪৩. পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নে সমস্যা হলো—
[সি. বো. '১৭]
i. ভাষার ভিন্নতা
ii. কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন
iii. আইন সভার প্রতিনিধিত্ব সংখ্যা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৪৪. ১৯৫৬ সালে বাঙালিদের সমালোচনার বিষয় ছিল— [অনুধাবন]
i. প্রদেশে কেন্দ্রের অন্যায় হস্তক্ষেপ
ii. মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান ব্যবস্থা
iii. প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের অশুভ কর্মকাণ্ড
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

★★ ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন

৪৫. 'মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ'-কে জারি করেন? [জ্ঞান]
ক আইয়ুব খান খ মোনায়েম খান
গ জুলফিকার আলী ভুট্টো
ঘ ইয়াহিয়া খান **ক**

৪৬. ১৯৫৮ সালের কত তারিখ পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করা হয়? [জ্ঞান]
ক ৭ অক্টোবর খ ৯ অক্টোবর
গ ১২ নভেম্বর ঘ ১৪ ডিসেম্বর **ক**

৪৭. ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিলের সাথে জড়িত কোনটি? [অনুধাবন]
ক রাষ্ট্রপতির আদেশ
খ রাজনৈতিক বিক্ষোভ
গ রাজনৈতিক দলগুলোর বিরোধিতা
ঘ রাজনৈতিক দলগুলোর পদত্যাগ **ক**

৪৮. বাংলাদেশের রাজনীতি বর্তমানে একদলীয় নয় বরং জোট সরকার বাস্তবতা হয়ে উঠেছে। ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের জন্যে কোন জোট পরোক্ষ কারণ হিসেবে কাজ করেছে? [প্রয়োগ]
ক যুক্তফ্রন্ট
খ আওয়ামী লীগ ও কৃষক লীগ
গ মীর্জা ও লিয়াকত জোট
ঘ সোহরাওয়ার্দী ও গুরমানীর জোট **ঘ**

৪৯. ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির মূল কারণ কোনটি? [অনুধাবন]
ক বিদেশে পাকিস্তানের সুনাম ক্ষুণ্ণ হওয়া
খ প্রশাসনিক দুর্নীতি
গ সামরিক কর্মকর্তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা
ঘ রাজনৈতিক দলাদলি **গ**

★★ ১৯৬৬ সালের ৬ দফা

৫০. ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর পূর্ব বাংলা কোন দাবিতে সোচ্চার হয়? [অনুধাবন]
ক অর্থনৈতিক অধিকার
খ সামরিক নিরাপত্তা
গ রাজনৈতিক অধিকার
ঘ গণতান্ত্রিক অধিকার **খ**

৫১. ছয়-দফা দাবিতে নৌ-বাহিনী সদর দফতর কোথায় স্থানান্তর করার দাবি জানানো হয়? [জ্ঞান]
ক ঢাকায় খ খুলনায়
গ বরিশালে ঘ চট্টগ্রামে **ঘ**

৫২. ছয় দফা কেন্দ্রিক রাজনীতিতে কোন রাজনৈতিক দলটি জড়িত? [অনুধাবন]
ক কৃষক লীগ খ আওয়ামী লীগ
গ জাসদ ঘ জাতীয়তাবাদী দল **খ**

Teachingbd.xyz

৫৩. ছয় দফাকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলার কারণ। এটি— [অনুধাবন]
i. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা
ii. বাঙালির ন্যায্য অধিকারের সনদ
iii. মৌলিক অধিকারের ভিত্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও iii খ i ও ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৫৪. ছয় দফার মূল লক্ষ্য ছিল— [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ মডেল, ঢাকা]
i. বাঙালি মুসলমানদের অধিকার আদায়
ii. বাঙালিদের অর্থনৈতিক মুক্তি
iii. স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৫৫ ও ৫৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালির সব ধরনের অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্যে কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

৫৫. বঙ্গবন্ধু এ সম্মেলনে কোন কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন? [প্রয়োগ]
ক ৬ দফা কর্মসূচি
খ লাহোর প্রস্তাব
গ ১১ দফা কর্মসূচি
ঘ গণআন্দোলনের কর্মসূচি **ক**

৫৬. এ কর্মসূচি দেখে আইয়ুব খান শঙ্কিত হয়ে পড়ার কারণ হলো— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. বৈদেশিক মুদ্রার ভাগ কমে যাবে
ii. পূর্ব পাকিস্তানে শোষণ বন্ধ হয়ে যাবে
iii. পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ ছাত্র সমাজের ১১ দফা

৫৭. আইয়ুব খান কার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিলেন? [জ্ঞান]
ক জুলফিকার আলী ভুট্টো
খ মোনায়েম খান
গ ইয়াহিয়া খান ঘ জেনারেল নিয়াজি **গ**

৫৮. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে কে পদত্যাগ করেছিল? [জ্ঞান]
ক জুলফিকার আলী ভুট্টো
খ ইয়াহিয়া খান
গ আইয়ুব খান ঘ জেনারেল নিয়াজি **গ**

৫৯. রিন্টু এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হয়। এই আইনটি সম্পর্কে ছাত্রদের এগার দফায় কী দাবি ছিল? [প্রয়োগ]
ক বাস্তবায়ন খ শিথিলকরণ
গ রহিতকরণ ঘ সীমিতকরণ **গ**

৬০. ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণার সাথে জড়িত কোন সংগঠন? [অনুধাবন]
ক ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ
খ নাগরিক কমিটি
গ সম্মিলিত রাজনৈতিক জোট
ঘ গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি **ক**

★ ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা

৬১. কোন ঘটনার মাধ্যমে আগরতলা মামলার সব আসামি মুক্তি পান? [ঢা. বো. '১৫]
ক ১৯৬৬-এর ছয় দফা
খ ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান
গ ১৯৭০-এর নির্বাচন
ঘ ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ **খ**

৬২. বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৬৯ সাল বিখ্যাত হয়ে আছে কেন? [পল্লী উন্নয়ন একাডেমি ল্যাব: স্কুল এন্ড কলেজ, পাবনা]
ক ছয় দফা দাবির জন্যে
খ আগরতলা মামলার জন্যে
গ ছাত্র আন্দোলনের জন্যে গণঅভ্যুত্থান
ঘ স্বাধীনতা লাভের জন্যে **গ**

৬৩. ৬ দফা আন্দোলনকে দমন করার জন্যে শাসকরা কার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে? [জ্ঞান]
ক এ. কে. ফজলুল হক
খ শেখ মুজিবুর রহমান
গ ড. শামসুজ্জোহা ঘ জহুরুল হক **খ**

৬৪. আগরতলা মামলা করা হয় কত সালে? [জ্ঞান]
ক ১৯৬৬ সালে খ ১৯৬৭ সালে
গ ১৯৬৮ সালে ঘ ১৯৭০ সালে **গ**

৬৫. গণঅভ্যুত্থানের অর্থনৈতিক কারণ কোনটি? [অনুধাবন]
ক গুটি কয়েকের হাতে পুঞ্জিভূত সম্পদ
খ সামরিক বাহিনীর বেতন বৃদ্ধি
গ বৈদেশিক বিনিয়োগের অগ্রাধিকার
ঘ বৈদেশিক সাহায্যের আত্মসাৎ **ক**

★★ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান

৬৬. শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান করা হয় কোন সালের কত তারিখে? [জ্ঞান]
ক ১৯৬৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি
খ ১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি
গ ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি
ঘ ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি **ঘ**

৬৭. কে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন? [জ্ঞান]
ক মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
খ আবদুর রাজ্জাক
গ তোফায়েল আহমেদ
ঘ নূরে আলম সিদ্দিকী **গ**

৬৮. ১৯৬৯-এর গণআন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ লাভ করার কারণ কী? [অনুধাবন]
ক শেখ মুজিবের বন্দি অবস্থা
খ সামরিক হামলা
গ আসাদের মৃত্যু ঘ ভাসানীর নেতৃত্ব **গ**

Teachingbd.com

৬৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলায় শহিদ আসাদ দিবসের বক্তৃতা হচ্ছিল। কোন তারিখে এই বক্তৃতা অনুষ্ঠানটি হয়েছিল? [প্রয়োগ]
ক ১২ জানুয়ারি খ ১৫ জানুয়ারি
গ ২০ জানুয়ারি ঘ ২৫ জানুয়ারি **গ**

৭০. গণঅভ্যুত্থানের ফলাফল কোনটি? [অনুধাবন]
ক আইয়ুব খানের পতন
খ স্বাধীনতা লাভ
গ পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন লাভ
ঘ সেনা অভ্যুত্থান **ক**

৭১. প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কার নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে রাজনীতি থেকে বিদায় নেন? [জ্ঞান]
ক জুলফিকার আলী ভুট্টো
খ মুহম্মদ ইয়াহিয়া খান
গ মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্
ঘ জেনারেল টিক্কা খান **খ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭২ ও ৭৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মিশরীয় রাজতন্ত্রের নির্যাতন নিষ্পেষণে অতিষ্ঠ হয়ে মিশরীয় জনগণ তাদের শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। প্রতিবাদ একসময় রাজতান্ত্রিক শাসকের পতন ঘটায়। ফলে মিশরে নতুন করে গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়।

৭২. উদ্দীপকের মিশরীয় ঘটনাটির সাথে বাংলার ইতিহাসের কোন ঘটনাটি সামঞ্জস্যপূর্ণ? [প্রয়োগ]
ক ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান
খ ভাষা আন্দোলন
গ ছয় দফা দাবি ঘ এগার দফা দাবি **ক**

৭৩. মিশরীয় জনগণের প্রতিবাদের সাথে বাংলার ইতিহাসের সংশ্লিষ্ট ঘটনাটিতে বাংলার জনগণের সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিবাদ ছিল—[উচ্চতর দক্ষতা]
i. গণতন্ত্র বাস্তবায়ন
ii. অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান
iii. সামরিক চক্রের কর্তৃত্ব বিলুপ্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ ১৯৭০ সালের নির্বাচন

৭৪. কবে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয়? *[সরকারি বরিশাল কলেজ, বরিশাল]*
ক ২ মার্চ খ ২ এপ্রিল
গ ২ মে ঘ ২ জুন **ক**

৭৫. 'এক ব্যক্তি এক ভোট' নীতির ভিত্তিতে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয় কত সালে? [জ্ঞান]
ক ১৯৬০ সালে খ ১৯৬৫ সালে
গ ১৯৬৯ সালে ঘ ১৯৭০ সালে **ঘ**

৭৬. ইয়াহিয়া খানের আইনগত কাঠামো আদেশের আলোকে পূর্ব পাকিস্তানের আসন সংখ্যা কত ছিল? [জ্ঞান]
ক ১৬০টি খ ১৬৫টি
গ ১৬৯টি ঘ ১৭০টি **গ**

৭৭. ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান প্রদত্ত ভোটের কত ভাগ আওয়ামী লীগ পায়? [জ্ঞান]
ক ৬০% খ ৭০%
গ ৭৫% ঘ ৭৮% **গ**

৭৮. বাঙালি একটি আলাদা জাতি প্রমাণিত হয় কত সালের নির্বাচনে? [অনুধাবন]
ক ১৯৭০ সালের খ ১৯৫৪ সালের
গ ১৯৬৮ সালের ঘ ১৯৬২ সালের **ক**

৭৯. নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের আগে কিছু করণীয় নীতিমালা পেশ করে। ইয়াহিয়ার এমন নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত হলো—[প্রয়োগ]
i. এক ব্যক্তি-এক ভোট
ii. পুরুষ ভোটাধিকার
iii. সর্বজনীন ভোটাধিকার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

★ অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৭১

৮০. মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? [জ্ঞান]
ক সৈয়দ নজরুল ইসলাম
খ তাজউদ্দীন আহমদ
গ এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান
ঘ মনসুর আলী **খ**

৮১. রেসকোর্স ময়দান বর্তমানে কী নামে পরিচিত? [জ্ঞান] *[কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা]*
ক রমনা পার্ক খ শিশু পার্ক
গ সোহরাওয়ার্দী উদ্যান
ঘ নন্দন পার্ক **গ**

৮২. জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত হওয়ায় সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন কে? [জ্ঞান]
ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
খ শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক
গ মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
ঘ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী **ক**

৮৩. ১৯৭১ সালে কত তারিখ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়? [জ্ঞান]
ক ১ মার্চ খ ২ মার্চ
গ ৩ মার্চ ঘ ৪ মার্চ **গ**

৮৪. অসহযোগ আন্দোলনের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানি স্বৈরশাসকদের উপলব্ধি কীরূপ হয়েছিল? [অনুধাবন]
ক স্বৈরাচারী শাসন অসম্ভব
খ স্বৈরাচারী শাসন উপযুক্ত
গ পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন
ঘ পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি বিভাজিত **ক**

★★ বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

৮৫. বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে বিশ্বখ্যাত কোন ভাষণের সাথে তুলনা করা হয়? *[ঢাকা মেডিকেল কলেজ]*
ক আব্রাহাম লিংকনের গেটিসবার্গ ভাষণ
খ হুগো শ্যাভেজের হাভানার ভাষণ
গ চে গুয়েভারার বুয়েন্স আয়ারস ভাষণ
ঘ নেলসন মেন্ডেলার ব্রিজ টাউনের ভাষণ **ক**

Teachingbd.com

৮৬. ৭ মার্চের ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান মূলত কী চেয়েছিলেন? [অনুধাবন]
ক ক্ষমতা খ স্বাধিকার
গ যুদ্ধ ঘ আলোচনা খ

৮৭. বঙ্গবন্ধু কেমন মন নিয়ে ৭ই মার্চ ভাষণ দিতে উপস্থিত হয়েছিলেন? [জ্ঞান]
ক বিপ্লবী মন খ দুঃখ-ভারাক্রান্ত মন
গ আনন্দঘন মন ঘ উত্তেজিত মন খ

৮৮. 'আমরা যখন মরতে শিখেছি' এখানে 'আমরা' বলতে কাদের বোঝায়? [অনুধাবন]
ক আওয়ামী লীগের নেতাদের
খ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে
গ পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে
ঘ সংগ্রামী নেতাদের খ

৮৯. 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম'– এই উক্তিটির সাথে জড়িত— [অনুধাবন]
i. বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ
ii. রেসকোর্স ময়দান
iii. স্বাধীনতার ঘোষণা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

★★ মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

৯০. ১৯৭১ সালের যুদ্ধকালীন সময়ে গঠিত সরকারের উপ-রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন? /রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা/
ক শেখ মুজিব খ সোহরাওয়ার্দী
গ সৈয়দ নজরুল ইসলাম
ঘ তাজউদ্দীন আহমেদ গ

৯১. মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র দেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল? [জ্ঞান]
ক ৫টি খ ৭টি
গ ১০টি ঘ ১১টি ঘ

৯২. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয় কোন তারিখে? [জ্ঞান]
ক ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল
খ ১৯৭১ সালের ১১ এপ্রিল
গ ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল
ঘ ১৯৭১ সালের ২০ এপ্রিল ক

৯৩. মুজিব নগর সরকারকে শপথ বাক্য পাঠ করান কে? /চ. বো. '১৬; দি. বো., রা. বো. '১৫/
ক অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ
খ অধ্যাপক ইউসুফ আলী
গ আব্দুল হান্নান ঘ মনি সিং খ

৯৪. 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব, দেশকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'
উদ্দীপকের ঘোষণায় কী শুরু হয়? /য. বো. '১৫/
ক ছয়-দফা কর্মসূচি খ গণঅভ্যুত্থান
গ অসহযোগ ঘ মুক্তিযুদ্ধ ঘ

৯৫. 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য কী? /চ. বো. '১৫/
ক দারিদ্র্য দূরীকরণ খ নির্বাচনি প্রচারণা
গ মূলধন গঠন ঘ নির্বিচারে মানুষ হত্যা ঘ

৯৬. মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন কে? /চ. বো. '১৫/
ক এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান
খ ক্যাপ্টেন (অব.) মনসুর আলী
গ তাজউদ্দীন আহমেদ
ঘ সৈয়দ নজরুল ইসলাম খ

৯৭. মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন? /দি. বো. '১৫/
ক মাওলানা ভাসানী
খ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
গ সৈয়দ নজরুল ইসলাম
ঘ তাজউদ্দীন আহমেদ খ

৯৮. বাংলাদেশের বিজয় দিবস কোনটি? /দি. বো. '১৫/
ক ২৬ মার্চ খ ১৬ ডিসেম্বর
গ ১৬ এপ্রিল ঘ ২১ ফেব্রুয়ারি খ

৯৯. বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণায় যে বার্তাটি দিয়েছিলেন সেটিকে তিনি কী মনে করেছিলেন? [অনুধাবন]
ক শেষ বার্তা
খ ঠিকমতো পৌঁছাবে না এমন বার্তা
গ স্বাধীনতার দলিল ঘ গণহত্যার বার্তা ক

১০০. পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিল কোথায়? [অনুধাবন]
ক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে
খ রমনা পার্কে
গ বোটানিক্যাল পার্কে
ঘ জাতীয় স্মৃতিসৌধে ক

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০১ ও ১০২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা তার দেশের স্বাধীনতার জন্য ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। জীবনের বেশির ভাগ সময়ই শোষক গোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে জেলে কাটিয়েছেন। তার এ জেল-জুলুম, নির্যাতন ভোগের সফল পরিসমাপ্তি দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষের স্বাধীনতা অর্জন। স্বাধীনতার পরে দক্ষিণ আফ্রিকার জনগণ তাকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করে। /য. বো., দি. বো. '১৫/

১০১. উদ্দীপকে নেলসন ম্যান্ডেলার সাথে বাংলাদেশের কোন নেতার তুলনা করা যায়?
ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
খ শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক
গ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
ঘ মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ক

১০২. স্বাধীনতা আন্দোলনের জাতীয়তাবাদী নেতা জাতির কাছে কী ধরনের সম্মান লাভ করেন?
i. জাতীয় নেতা হিসেবে
ii. জাতির পিতা হিসেবে
iii. রাজনৈতিক নেতা হিসেবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ i ও ii ঘ i, ii ও iii গ

teachingbd.xyz